পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
ও
জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংসদের অনুসারী

শিখন ও ধারাবাহিক সার্বিক মূল্যায়নের সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নরচনার কৃৎকৌশল

ভিত্তিপত্র

বিষয় ঃ বাংলা (প্রথম ভাষা)

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ

ডিরোজিও ভবন, বিধাননগর

কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
ও
জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংসদের অনুসারী

শিখন ও ধারাবাহিক সার্বিক মূল্যায়নের সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নরচনার কৃৎকৌশল

ভিত্তিপত্র

বিষয় ঃ বাংলা (প্রথম ভাষা)

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণি পর্যায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ

ডিরোজিও ভবন, বিধাননগর

কলকাতা - ৭০০ ০৯১

প্রকাশ ঃ আগস্ট, ২০০৯
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক ঃ
ড. পার্থ রায়
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

মুদ্রক ঃ
বঙ্গবাসী লিমিটেড
২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন - ২৩৫০-০৫৩৮ / ৯৮৩০০৫৬৩৮০

প্রাক্‌কথন

পাঠক্রমভিত্তিক পঠনপাঠন ও মূল্যায়নের সম্পর্ককে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের নিরিখে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবার জন্য প্রয়োজন প্রশ্ননির্মাণের দক্ষতা। মূল্যায়নের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য — প্রথমত, অর্জিত জ্ঞানকে প্রত্যয়িত করা এবং দ্বিতীয়ত, ছাত্রের ক্রমোন্নতিকে পরিমাপ করা ও যে যে ক্ষেত্রে আরও চর্চা প্রয়োজন সেগুলিকে চিহ্নিত করা। মূল্যায়নের বিবিধ মাত্রার মধ্যে সমধিক জরুরি যাচাই-এর ক্ষেত্রগুলি হল—প্রয়োজনীয় ধারণাগুলি যথাযথ অধিগত হয়েছে কিনা, ছাত্র ধারণাগুলি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারছে কিনা, কেবলমাত্র স্মৃতিনির্ভর তথ্য অর্জন নয়, কী ধরনের দক্ষতা ও কৃৎকৌশল রপ্ত হল, নিজস্ব যুক্তি দিয়ে বহুমুখী প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা হয়েছে কিনা এবং বীক্ষণাগারে কাজের মাধ্যমে আহৃত নিপুণতা কতটা ইত্যাদি।

২০০৭ সালে বিদ্যালয়স্তরে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ২০০৯ সালে প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল্যায়নে পরোক্ষ গ্রেডেশন পদ্ধতির ব্যবহার হল। এই সব নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভারমুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা নয়। মূল উদ্দেশ্য প্রতিটি স্তরে বৈজ্ঞানিকভাবে নির্দিষ্ট দক্ষতাটি ছাত্র অর্জন করতে পেরেছে কিনা তার বিচার করা এবং সেই বিচারের নিরিখে সংশোধনী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি ছাত্রকে ক্রমোন্নয়নের পথে প্রতিস্থাপিত করা। অতি সম্প্রতি নবম ও দশম শ্রেণির পাঠক্রম বিভাজন করে কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠক্রমের ভিত্তিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তটি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গ্রহণ করেছেন। বিদ্যালয় স্তরে ২০০৭ সাল থেকে চালু একক অভীক্ষাভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই নতুন পাঠব্যবস্থা ও মূল্যায়নকে প্রকৃত অর্থে কার্যকরী করতে গেলে প্রশ্ন রচনায় চাই যথাযথ দক্ষতা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পাঠক্রম ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে মধ্যশিক্ষার লক্ষ্যপূরণে যথাযথভাবে স্তরভিত্তিক আরোহণ প্রক্রিয়ায় রচিত হয়েছে। ফলে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে যেমন বিদ্যালয়কেন্দ্রিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও বৎসরান্তে মূল্যায়নের মাধ্যমে ছাত্রের মান নির্ধারিত হয় তারই পারম্পর্য বজায় রেখে নবম শ্রেণিতে অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে দশম শ্রেণিতে ছাত্র উন্নীত হবে। নবম শ্রেণির পঠনপাঠন লঘু হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত নেই। তবে প্রশ্ন রচনার ধারা, নীতি ও প্রকৌশলকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক এবং প্রয়োজনানুগ করে ধারাবাহিকভাবে পরিমার্জিত করে যেতে হবে। ইতপূর্বে ২০০৮ সালের মার্চ মাসে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংসদের সহযোগিতায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সহযোগী প্রশ্ন রচনার দক্ষতা নির্মাণের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কাজে সমগ্র শিক্ষক সমাজের সমবেত অভিজ্ঞতা ও মননের মূলধনকে কাজে লাগাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই এই রাজ্যে মধ্যশিক্ষার দুটি অভীষ্টকে অর্থাৎ সকলের জন্য মধ্যশিক্ষা ও গুণগতভাবে উৎকর্ষ মধ্যশিক্ষা, বাস্তবায়িত করবার জন্য বর্তমানে শিখন ও সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনার কৃৎকৌশল সংক্রান্ত ভিত্তিপত্রটি কর্মশালার জন্য প্রকাশ করা

হচ্ছে। কর্মশালার মাধ্যমে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির শ্রেণিকক্ষে এই কৃৎকৌশলের নিয়মিত চর্চার ফলে সারা রাজ্যে সামর্থ্যভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক শিখন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা একটি প্রাণবন্ত মাত্রা লাভ করবে।

এই ভিত্তিপত্র রচনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে মধ্যশিক্ষা পর্যদের সর্বশিক্ষা বিভাগের মুখ্য পরামর্শদাতাদের সাগ্রহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তার আর্থিক অনুদানে এই ভিত্তিপত্র রচনা ও কর্মশালার আয়োজন সম্ভব হয়েছে। তাঁকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। আশা রাখি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ যুগোপযোগী কৃৎকৌশল অধিগত ও উদ্ভাবন করার প্রচেষ্টায় এই অভিমুখীকরণের মাধ্যমে আরও সক্রিয় হবেন।

মমতা রায়

সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

১৬ আগস্ট, ২০০৯

এই হাতবই : কেন ও কীভাবে

সমাজের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের নানা শ্রেণিপর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করেছে এবং তারপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির তাৎপর্য ও রূপায়ণ-পদ্ধতি সম্পর্কে রাজ্যব্যাপী নানা বিকেন্দ্রীকৃত শিক্ষাশিবির ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। এইসব কর্মশালায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাগ্রহ উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষ্যে পর্ষদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণমূলক হাতবই প্রকাশ করেছে এবং হাতবইগুলি শিক্ষাজগতে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। এছাড়া, শেখা-শেখানোর নতুনতর পদ্ধতি ও মূল্যায়ন-প্রক্রিয়ার আধুনিকতর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্ষদ বিভিন্ন বিষয়ের নমুনা প্রশ্নাবলিও প্রকাশ করেছে। এই বইগুলিও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে খুব উপযোগী বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই উপলক্ষ্যে বাংলা প্রথম ভাষারও অভিমুখন হাতবই ও নমুনা প্রশ্নাবলি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে পর্ষদ বাংলা প্রথম ভাষার উপরে আর একটি অভিমুখন হাতবই প্রকাশ করছে। এই হাতবইটির কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে 'সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন-প্রক্রিয়া : প্রশ্নরচনার কৃৎকৌশল ও রূপায়ণ।' পর্ষদ ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিপর্যায়ে যে একক অভীক্ষা ও বাৎসরিক পরীক্ষার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে বর্তমানে নবম-দশম শ্রেণি পর্যায়ের একক অভীক্ষা, নবম শ্রেণির বাৎসরিক পরীক্ষা ও দশম শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষার বিষয়গুলি যুক্ত হয়েছে। ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণিপর্যায়ের একক অভীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা নিয়ে পর্ষদ ইতিমধ্যেই কর্মশালার আয়োজন করেছে, নমুনা প্রশ্নাবলিও প্রকাশ করেছে। এখন নবম-দশম শ্রেণিপর্যায়ের জন্যও এই কর্মশালার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, বিশেষত নবাগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এটা খুব জরুরি। এই উপলক্ষ্যেই এই হাতবইয়ের প্রকাশ। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের মূল্যায়ন-প্রক্রিয়াকে একটা ক্রমান্বয়ী পদ্ধতিতে সুসংহত করার জন্য এই হাতবইকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমভাগের বিষয় : ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণিপর্যায়ের সামর্থ্য, সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ও প্রশ্নরচনার কৃৎকৌশল ও নমুনা এবং দ্বিতীয় ভাগের বিষয় : প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নবম-দশম শ্রেণিপর্যায়ের সামর্থ্য, সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ও প্রশ্নরচনার কৃৎকৌশল ও নমুনা। বাংলা প্রথম ভাষার প্রশ্নপত্র রচনার কৃৎকৌশল নিয়ে পর্ষদ রাজ্যব্যাপী আরও কয়েকটি বিকেন্দ্রীকৃত কর্মশালার আয়োজন করতে চলেছে। বর্তমান হাতবইটি সেইসব কর্মশালায় ব্যবহৃত হবে। বলা বাহুল্য, এই হাতবইটি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে একটি খসড়া-ভিত্তিপত্র। কর্মশালায় যোগদানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আলোচনা-প্রতিআলোচনার মধ্য দিয়েই এর একটি সমন্বিত রূপ শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠবে।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

হাতবইতে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ শব্দবন্ধের ব্যাখ্যা

১. সর্বশিক্ষা অভিযান	ঃ	সকলের জন্য শিক্ষার কর্মসূচি। এটি একটি মেয়াদভিত্তিক প্রকল্প যাতে ২০১০ সালের মধ্যে ৫ থেকে ১৩ বছর বয়সের সবাইকে প্রারম্ভিক শিক্ষার আওতায় আনা যায়।
২. অভিমুখন	ঃ	বিশেষ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার সংগঠিত প্রক্রিয়া।
৩. শেখা-শেখানো	ঃ	শিক্ষার্থীর নিজে শেখার কাজ হচ্ছে শেখা, আর তাকে শিখতে সাহায্য করার কাজ হচ্ছে শেখানো।
৪. সামর্থ্য	ঃ	শিক্ষার মাধ্যমে ভালো ভাবে করা ও বোঝার ক্ষমতা।
৫. শিখনস্তর	ঃ	কতটা শিখল তার পরিমাপ বা মাত্রা।
৬. জ্ঞান	ঃ	কোনো বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে কোনো তথ্য জানা।
৭. বোধ	ঃ	কোনো বিষয়ের গতিপ্রকৃতি, কার্যকারণ- সম্পর্ক, গুরুত্ব, তাৎপর্য ইত্যাদি বুঝে নেওয়া।
৮. বিশ্লেষণ	ঃ	কোনো বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে বিষয়টির স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা।
৯. মূল্যায়ন	ঃ	নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে সাফল্যের মাত্রা যাচাই করে দেখা।
১০. ভিত জরিপ (Base line survey)	ঃ	পড়ুয়ার অর্জিত সামর্থ্যের ভিত্তিটা কেমন এটা ব্যাপকভাবে যাচাই করা। একে তটরেখা- সমীক্ষাও বলে।
১১. সমষ্টি-শিখন (Group learning)	ঃ	বিভিন্ন সমষ্টিতে ভাগ হয়ে পরিকল্পিতভাবে শিখনের বিষয় অধিগত করার প্রক্রিয়া।
১২. সঙ্গী-শিখন (Peer learning)	ঃ	সমমানের পাঠসঙ্গীর কাছ থেকে কোনো বিষয় শিখে নেওয়ার প্রক্রিয়া।
১৩. সঙ্গ-শিখন (Pair learning)	ঃ	পাঠসঙ্গীদের সঙ্গে একত্র হয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যার যা দরকার তা শিখে নেওয়ার প্রক্রিয়া।
১৪. প্রথম প্রজন্ম-শিক্ষার্থী	ঃ	যে পড়ুয়া নিরক্ষর পরিবারের সন্তান।
১৫. প্রথম ভাষা	ঃ	পরিকল্পিত ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রথম যে ভাষার পাঠ নেয়। সাধারণভাবে ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষাই বিদ্যালয়ে প্রথম ভাষা বলে গণ্য হয়, তবে কেউ যদি বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজের মাতৃভাষার বদলে অন্য ভাষাকে প্রধান শিক্ষণীয় ভাষা বলে বেছে নেয় তবে মাতৃভাষার বদলে সেটাই হবে তার প্রথম ভাষা; যেমন : অনেক ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলে বাঙালি ছাত্রছাত্রীর প্রথম ভাষা ইংরেজি।

১৬. মান্য ভাষা ঃ নিজেদের আঞ্চলিক কথ্য ভাষার বাইরে সমাজের সর্বস্তরে পড়া ও লেখার জন্য যে অভিন্ন লেখ্য ভাষারূপকে মেনে নেওয়া হয়। মান ভাষার উচ্চারণ, বানান, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, অন্বয়, শব্দভাণ্ডার ইত্যা ব্যাপারে একটা অভিন্ন মান (standard) রক্ষা করা হয়।

১৭. সাধু ভাষা ঃ বাংলা লেখ্য গদ্যের প্রাচীনতর রূপ। 'সাধু' কথাটির অর্থ 'সাধনকারী'। ঊনবিং শতাব্দীর সংস্কৃতজ্ঞ গদ্য লেখকেরা তাঁদের বাংলা রচনার পদ ও বাক্য গঠনে যথাসম্ভব সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম সাধন করতেন, তাই ওই বাংলা ভাষাকে বলা হত 'সাধু ভাষা'। পরে বাংলা গদ্যে সংস্কৃত নিয়মের কড়াকড়ি শিথিল হলেও লেখার ভাষার প্রাচীনতর রূপের নাম 'সাধু ভাষা'ই রয়ে গেল।

১৮. চলিত ভাষা ঃ পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলে প্রচলিত কথ্য বাংলার উপর ভিত্তি করে প্রচলিত আধুনিকতর লেখ্য বাংলা।

১৯. অভীক্ষা ঃ পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অভিমুখিতার গতিপ্রকৃতি যাচাই (অভি ঈক্ষা=অভীক্ষা)।

২০. পরীক্ষা ঃ পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সামর্থ্যের পরিপূর্ণ যাচাই (পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা)

অবতরণিকা

১

শ্রেণিকক্ষে প্রথম ভাষার পাঠ্যবই ও ব্যাকরণ পড়ানোর প্রয়োজনীয়তা

শিশুর ভাষাশিক্ষার প্রথম পর্ব শুরু হয় তার পরিবেশ থেকে। শৈশবে সে যখন কথা বলতে চেষ্টা করে তখন সে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের সঙ্গে যুক্ত নানা ধ্বনি ও শব্দ আয়ত্ত করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য তার প্রথম পর্বের এই চেষ্টায় নানা অসম্পূর্ণতা থাকে। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এই অসম্পূর্ণতাগুলি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে এবং পরিবেশের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শব্দভাণ্ডারও বর্ধিত হতে থাকে।

কিন্তু শৈশব থেকে মানুষ যখন ক্রমশ পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে তখন তার শব্দভাণ্ডার প্রসারিত হতে থাকলেও তার ভাষাশিক্ষা একদিক থেকে অসম্পূর্ণই থেকে যায়। কারণ শৈশবে পরিবেশ থেকে সে যে-ভাষার শিক্ষা পায় তা একটি আঞ্চলিক কথ্যভাষা। এই আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহার একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা মূলত এক হলেও এই ভাষাগোষ্ঠীর যেসব অংশ অন্যান্য ভৌগোলিক এলাকায় বাস করে সেইসব অংশের আঞ্চলিক ভাষারূপগুলি আবার কতকগুলি ব্যাপারে (যেমন উচ্চারণ, বিভক্তি ব্যবহার, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি) আলাদা আলাদা ধরনের। এই কারণে ভাষা মূলত এক হলেও ওই ভাষার একটি আঞ্চলিক কথ্যরূপ অন্য অঞ্চলের লোকেরা তেমন বুঝতে পারে না। যেমন, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মানুষ মূলত বাংলা ভাষায় কথা বললেও দুই এলাকার কথ্য বাংলায় বেশ কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য দেখা যায়। তাই এক এলাকার কথ্যভাষা অন্য এলাকায় অচল। এই জন্য বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োজনে একই ভাষাগোষ্ঠীর সমস্ত স্তরে এমন একটি অখণ্ড ভাষারূপের দরকার হয় যা সব এলাকার মানুষেরাই বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারে। এই প্রয়োজনের সূত্রে এক-একটি ভাষাগোষ্ঠী যে এলাকার আঞ্চলিক কথ্যভাষার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব খুব বেশি তাকে ভিত্তি করে সমাজে পড়া ও লেখার কাজে ব্যবহারের জন্য একটিমাত্র লেখ্যভাষা তৈরি করে নেয়। ভাষাগোষ্ঠীর সব এলাকার মানুষই এই একটি ভাষারূপকে সমাজের সর্বস্তরে ব্যবহারযোগ্য বলে মেনে নেয় বলে একে মান্যভাষা (Standard language) বলা হয়। বাংলার ক্ষেত্রে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক কথ্যভাষা যাকে বলা হয় রাঢ়ি উপভাষা তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা চলিত ভাষাই হচ্ছে এখনকার মান্য বাংলা ভাষা। এর প্রাচীনতর রূপটি হচ্ছে সাধুভাষা।

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পড়ুয়াদের মাতৃভাষার মান্যরূপেরই শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের আঞ্চলিক কথ্যভাষার সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে এসে সমাজের সর্বস্তরে ভাববিনিময়ের উপযোগী মান্য ভাষারূপটি আয়ত্ত করতে পারে। এইভাবে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিখনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা মান্যভাষা পড়া ও লেখার চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের প্রথম ভাষার পাঠ্যসূচিতে তাই থাকে মান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য সংকলন ও মান্যভাষার নিয়ম-কানুন শেখানোর উপযোগী মান্যভাষার 'ব্যাকরণ বই'।

৬

সামর্থ্যের ধারণা

— সামর্থ্য শব্দটির সাধারণ অর্থ ক্ষমতা, যোগ্যতা, উপযুক্ততা ইত্যাদি।

— কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে সামর্থ্য বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানা, বিষয়টি সম্বন্ধে বোধ অর্থাৎ আরও গভীরভাবে জানা, এবং তথ্য ও বোধকে প্রয়োগ করতে পারার ক্ষমতা।

— উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক মাটি বিষয়ক সামর্থ্য। প্রথম স্তর শুধু তথ্য অর্থাৎ এ হচ্ছে মাটি, এ হচ্ছে মাটির বাড়ি ইত্যাদি।

— পরের স্তরে মাটির বিষয়ে আরও কিছু বুঝে নেওয়া, যেমন— কীভাবে মাটি তৈরি হয়, কীভাবে বানানো হয় মাটির নানা জিনিস, মাটির দূষণ কীভাবে হয় ইত্যাদি।

— তার পরের স্তর মাটিকে নানাভাবে ব্যবহার করা, মাটির দূষণ রোধ কীভাবে করা হবে ইত্যাদি।

— এবার শিক্ষার ক্ষেত্রে সামর্থ্যের ধাপগুলো হবে — প্রথম ধাপে পঠিত অংশের কোনো তথ্য (ঘটনা, ব্যক্তি ইত্যাদি) শনাক্ত করতে পারা ও স্মরণ করতে পারা। এটাকে বলতে পারি তথ্যমূলক সামর্থ্য।

— দ্বিতীয় ধাপ হবে তথ্যের উদাহরণ দিতে, বুঝিয়ে দিতে, তথ্যের ভুল শুধরে দিতে, মিল-অমিল দেখাতে পারা ইত্যাদি। এটাকে বলতে পারি বোধমূলক সামর্থ্য।

— তৃতীয় ধাপ হবে নিজে নিজে তথ্য ও বোধ প্রয়োগ করতে অর্থাৎ নিজের ভাষায় বলতে পারা, স্বাধীন বাক্য রচনা করতে, সংক্ষেপে বলতে, বর্ণনা করতে, ব্যাখ্যা করতে পারা। এটাকে বলা যায় প্রয়োগমূলক সামর্থ্য।

— আরও এক শ্রেণির সামর্থ্য আছে যাকে বলে দক্ষতামূলক সামর্থ্য। যেমন— শ্রেণিবদ্ধ করা, বিষয়টিকে নিয়ে নকশা-চিত্র আঁকতে পারা, ইত্যাদি। এটি প্রধানত গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। তবে ভাষার ক্ষেত্রে হাতের লেখা ইত্যাদিতে এই সামর্থ্যটি দরকার।

প্রথম ভাগ

ষষ্ঠ - সপ্তম - অষ্টম শ্রেণিপর্যায়

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে প্রথম ভাষা বাংলার প্রত্যাশিত সামর্থ্য

- শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে, পাঠ ও আবৃত্তি করতে পারা।
- পাঠ্য ও পাঠ্যের বাইরে সমমানের বইপত্র, পোস্টার, বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র পড়ে বক্তব্য ধরতে পারা।
- বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারা।
- লিখিতভাবে পঠিত বিষয়ের মূল বক্তব্য লিখতে পারা।
- অর্থ অনুযায়ী শব্দকে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারা।
- পঠিত অংশের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখতে পারা।
- কোনো সূত্রকে বাড়িয়ে লিখতে পারা।
- পাঠের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারা।
- নিজের বক্তব্য লিখে প্রকাশ করতে পারা।
- নিজে অভিধান দেখতে পারা।
- এই সামর্থ্যগুলো অর্জন করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন শ্রেণির উপযোগী পদ্য, গদ্য, ব্যাকরণ ও নির্মিতির বিভিন্ন পাঠ নির্বাচিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক সামর্থ্য

- পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় শেষ হবার পর ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তরের সূত্রপাত। কিন্তু নানা কারণে ৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য প্রারম্ভিক সামর্থ্যের ঘাটতি থেকে যায় শ্রেণির কোনো কোনো শিক্ষার্থীর। সেটা তার মূল্যায়নপত্র থেকেও খানিকটা বোঝা যায়।
- কিন্তু কার কোন্ সামর্থ্যের কীরকম ঘাটতি আছে তা ঠিকমতো চিহ্নিত করতে পারলে এবং সেই চিহ্নিত ঘাটতি পূরণ করে নিতে পারলে শ্রেণির সব শিক্ষার্থীর শিখনপ্রক্রিয়ার সুবিধা হয়।
- এই উদ্দেশ্যে ভিতজরিপ বা তটরেখা সমীক্ষাপত্র বিশেষ কার্যকর হবে।
- এই সমীক্ষাপত্রে মৌখিক ও লিখিত দুরকম প্রশ্নই থাকতে হবে, কেননা মৌখিক দুর্বলতার কারণেও অনেক সময় ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকে।
- মৌখিক ও লিখিত — দুই স্তরেই প্রশ্নগুলো থাকবে গ্রেডেড বা ক্রমোন্নতভাবে।

১. মৌখিক

পড়ো

১.১. কাক খা চা ছাঁ গা ঘা পাকা পাখা সিকি শিখী বর বড়ো পারা পাড়া বিশেষ আষাঢ়

১.২. তেজ বেলা মেঘ একা যেন কেন (?) খেলা শেখা

১.৩. ক্ষয় ক্ষমা ব্যক্তি সহ্য হৃদয় সিনেমা বাস (bus) বাসা ক্লাস প্রাণ সূর্য

১.৪. (i) উৎসব সামনে। মাঠে প্রকাণ্ড মণ্ডপ। সুন্দর সাজসজ্জা। এমন সময় হুংকার : তফাত যাও! সবাই সন্ত্রস্ত হল।

(ii) সেলুকাস!
সম্রাট!
বন্দি পুরুরাজ কোথায়? নিয়ে এসো আমার কাছে।
ওই যে শৃঙ্খলিত রাজা। প্রহরীবেষ্টিত। কিন্তু উন্নতমস্তক।

(iii) আমাদের ছোটো নদী
চলে বাঁকে বাঁকে।
বৈশাখ মাসে তার
হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু,
পার হয় গাড়ি।
দুই ধার উঁচু তার
ঢালু তার পাড়ি।

২. লিখিত

২.১. শ্রুতলিখন

(i) ছজন লোক। তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তারা সাঁতরে নদী পার হল। গুনে দেখল একজন কম।

(ii) মহম্মদ আব্বাস। নিত্যানন্দ বিশ্বাস। দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পুত্র-কন্যাদের মধ্যেও ভাব।

২.২. শূন্যস্থানে ঠিক বর্ণ বসাও :

ব ____ ঋতু। দূরবি ____। বাঁ ____ বন। বাংলা ভা ____।
শু ____ বার। প ____ শ পয়সা। বার্ষিক পরী ____।
গ্রী ____ কাল। গ ____ নদী। পা ____ ম বঙ্গ। এক ব ____া ধান।

২.৩. **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও :**

ধানের ______ । আকাশের ______ । ভাতের ______ । চাঁদের ______ ।

পাকা ______ । রেলের ______ । চায়ের ______ । ঘরের ______ ।

২.৪. **শূন্যস্থানে শব্দ বসিয়ে বাক্য করো :**

তুমি বাড়ি ______ । দাদা ______ । মা ______ । বর্ষায় ______ ______ ।

মুরগি ______ ______ । আমি ______ ______ । তোমার ______ ______ । ময়ূর ______ ______ ।

২.৫. **অর্থ লেখো :**

হল্লা —। জননী —। কুসুম —। ব্যক্তি —।

ঝান্ডা —। বৃন্ত —। বহু —। খাদ্য —।

পত্র —। গগন —। আদেশ—। ক্ষতি—।

২.৬. **নীচের শব্দ দিয়ে একটি করে বাক্য লেখো :**

মা — ....। চোখ— ....। বন্ধু — ....।

বাড়ি — ....। নদী — ....। ভীষণ — ....।

বল — ....। পাড়া — ....। ভরা — ....।

২.৭. **প্রত্যেকটি বিষয়ে ৩টি করে বাক্য লেখো :**

মাছ — ....। ....। ....।

গাছ — ....। ....। ....।

বই — ....। ....। ....।

রাত — ....। ....। ....।

২.৮. **প্রত্যেকটি বিষয়ে ৫টি করে বাক্য লেখো :**

(i) আমাদের স্কুল (ii) বর্ষার অসুবিধা (iii) খাবার (iv) পথ

২.৯. **দুই অংশ ঠিকঠাক জুড়ে দিয়ে বাক্য গঠন করো :**

(i) তুমি ....।	পাখির গ্রামে যাব।
(ii) আমরা দুজনে মিলে ....।	কাল সকালে আসবে।
(iii) অনেক রকমের পাখি ......।	পাখিদের দেখে খুশি হয়।
(iv) গ্রামের লোকেরা ....।	সেখানে আসে।

২.১০. **প্রশ্নের উত্তর দাও :**

(i) কোন্ কোন্ মাস মিলে গরমকাল? ______

(ii) জল আমাদের কী কী কাজে লাগে? একটির কথা লেখো। ______

(iii) কাল সকালে তুমি কী করেছিলে? ______

(iv) তোমার এলাকায় কী কী যানবাহন দেখা যায়? ______

২.১১. **বাক্য রচনা করো :**

একটি ....।	মা .... ।
এখানে ....।	সুন্দর .... ।
হাত ....।	চোখ .... ।
বিরাট .... ।	চাকা .... ।

২.১২. **প্রত্যেকটার সঙ্গে একটি করে বাক্য যোগ করো :**

(i) কমলা একটি ফল।	মাছ জলে থাকে।	ওঃ। ভীষণ গরম!
.........................।	.....................।	.....................।
(ii) আমগাছ বড়ো হয়। গাছে মুকুল ধরেছে।	আমার দাদার নাম বাবু। দাদা আমার চেয়ে বড়ো।	আরেঃ! যদু যে! অনেকদিন তোকে দেখিনি।
...........................।	..............................।	..................................।

২.১৩. **তোমার বই সম্বন্ধে দুটি বাক্য লেখো :**

আমার বই

....

....

—এই কাজগুলো শিক্ষার্থী নিজেই করবে। দরকারমতো সঙ্গীর সঙ্গে পরামর্শ করে তার সাহায্যও নিতে পারে।

ঘাটতি চিহ্নিত করা ও ঘাটতিপূরণ

— ভিতজরিপ করে যে ঘাটতিগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো ৩টি স্তরের —

— (১) বর্ণস্তর — বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ, বর্ণ শুদ্ধ করে লিখতে পারা, যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ, যুক্তাক্ষর ঠিক করে লেখা।

— (২) শব্দস্তর — শব্দের উচ্চারণ, বড়ো শব্দ পড়ার সমস্যা, শব্দের বানান, অর্থ অনুযায়ী ঠিক শব্দ।

— (৩) বাক্যস্তর — যতিচিহ্ন অনুযায়ী বাক্যের পাঠ; সাবলীলভাবে পাঠ, বাক্যে শব্দের বিন্যাস, শ্রুতলিখন, প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে পাঠ।

— কোন্ শিক্ষার্থী কোন্ স্তরে আটকে যাচ্ছে সেটা শিক্ষক বুঝে নেবেন।

— যেমন, বর্ণস্তরে শ-এর উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে না, মহাপ্রাণ বর্ণ পারছে না, যুক্তাক্ষর পারছে না।

— যেমন, শব্দস্তরে ঠিক করে বলতে পারছে না, বড়ো শব্দে হোঁচট খাচ্ছে, বর্ণগুলো ঠিকমতো সাজাতে পারছে না, অর্থ অনুযায়ী ঠিক শব্দ দিতে পারছে না, বানান ভুলও করছে।

— যেমন, বাক্যস্তরে যতিচিহ্ন ঠিক হচ্ছে না, বাক্যে শব্দগুলো ঠিক জায়গায় বসাতে পারছে না, কর্তা অনুযায়ী ক্রিয়া হচ্ছে না, কাল ও ভাব অনুযায়ী বাক্য হচ্ছে না।

— এ ধরনের ঘাটতিগুলো পূরণ করার জন্য ঘাটতিপূরণপত্র, ওয়ার্কশিট বা অনুশীলনপত্র শিক্ষককে তৈরি করে নিতে হবে। খেটেখুটে একবার করে নিতে পারলে সেটা খানিকটা অদলবদল করে অনেকবার ব্যবহার করা যাবে।

ঘাটতিপূরণের অনুশীলনপত্রের নমুনা

১. মৌখিক

১.১. পড়ে যাও

(i) বন পথ। আর কত। ওই ঘর। চল চল। নয়ন আয়। ওর বড়ো নরম মন।

(ii) কাক ডাকে। এখন ওঠো। রোদ উঠছে। আকাশ লাল। থালায় ভাত দাও।

(iii) দিদির চিঠি। নদীর তীর। কিছু নেবে? আরে! ঠোঁটে লেগেছে? মুছে ফেল।

১.২. পড়ে যাও

(i) বন্য পশু। খাদ্য চাই। সত্য কথা। চিঠিপত্র। প্রতিদিন। বর্ষাকাল। কাজকর্ম। সূর্য ওঠা।

(ii) কুন্দফুল। নন্দীবাবু। শক্ত কাজ। আশ্বিন মাস। খুব জ্বর। অল্প জল। কাচের গ্লাস।

(iii) মক্কামদিনা। কাচ্চাবাচ্চা। লজ্জাজনক। ভুট্টাখেত। মান্না দে। খদ্দের এসেছে।

(iv) রক্ষা কর। অঙ্ক খাতা। জঙ্গাল মহল। গেঞ্জি এনো। আস্ত মুরগি। অবাক কাণ্ড। পশ্চিমবঙ্গা।

(v) মহারাষ্ট্র। সন্ধ্যাবেলা। অন্নবস্ত্র। কলেজ স্ট্রিট। রবীন্দ্রনাথ। অন্ধ্রপ্রদেশ।

১.৩. পড়ে যাও

মেলা বসেছে। আমরা বিকেলে যাব। অনেক লোক আসবে। কত কিছু কিনব। তোমার বাড়ি বর্ধমানে?

ওখানে ট্রেনে যেতে হবে না? কতক্ষণ সময় লাগে? ঘণ্টা দুয়েক? কৃষ্ণনগরে আমার মামার বাড়ি। আমি গ্রীষ্মের ছুটিতে যাব। কৃষ্ণনগর ভারী সুন্দর শহর। গঙ্গাতীরের শোভা আশ্চর্য। প্রত্যেক বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে মামারা আসেন।

১.৪. উত্তর দাও

আজ কী বার? এটা কোন্ মাস? কোন্ মাসে বেশি শীত? পাঁচরকম খাবারের নাম বলো। বড়ো হয়ে তুমি কী করতে চাও? বাটি আর থালা — দুটোয় তফাত কী?

২. লিখিত

২.১. শ্রুতলিখন

বরুণ আর শরৎ এল। এইবার চা চাই। আর খাবার আসা চাই। কে রে ওখানে? রোদ উঠেছে? দেখ দেখ। বাঃ। কী ভালো লাগছে। নদীর পারে চলো। ওপরে নীল আকাশ। নীচে গভীর জল। দুটো নৌকা। খুব বেগে ছুটছে। দূরে মিলিয়ে গেল। ওই ময়ূর। রূপের রানি।

২.২. মিষ্টি বাতাস। ও সত্য, স্কুলে চললে? মির্জা সাহেব যে। কী কাণ্ড! সূর্য পূর্বদিকে দেখা যাচ্ছে। ক্রমে পশ্চিমদিকে যাবে। তখন আশ্চর্য সুন্দর দেখাবে।

২.৩. পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।

২.৪. ডানদিকের শব্দ ঠিক জায়গায় বসাও :

....	বছর	নব্বই	....	টাকা	লক্ষ	অবাক	....	কাণ্ড
....	অঙ্ক	শক্ত	....	ঘর	বন্ধ	চমৎকার	....	স্বাদ
....	পুঞ্জ	দ্বীপ	....	মাঠ	মস্ত	দারুণ	....	বুদ্ধি

২.৫. তোমার পছন্দমতো শব্দ বসাও :

পদ্ম ....। মাটির ....। ষষ্ঠ ....। .... বিদ্যাসাগর।
ফুটবল ....। সকাল ....। বার্ষিক ......। ....মন্ত্রী।

২.৬. একই অর্থের শব্দ লেখো :

যেমন — জননী — মা। সমস্ত — তরঙ্গ —
ভুবন— আওয়াজ — প্রত্যহ —
বৃক্ষ — শিব — কাণ্ড —

২.৭. **বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো :**

যেমন — খারাপ — ভালো। শত্রু — সুখ —

টক — দিন — সুন্দর —

গরম — ছোটো — পরাধীন —

২.৮. **শূন্যস্থানে শব্দ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করো :**

আমি ______ ঘুমাই। ______ ______ পড়?

আমরা ______ উঠি। ______ ______ বন্ধু।

সে ______ খেতে ভালোবাসে। ______ ______ পড়ি।

২.৯. **তোমার জামা সম্বন্ধে ৩টি বাক্য লেখো :**

আমার জামা

....

....

....

২.১০. **প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ৪টি করে বাক্য লেখো :**

নদীর জল

....

....

....

....

দুপুর বেলা

....

....

....

....

আমার মা

....

....

....

....

২.১১. **পাঁচ-ছটি বাক্যে একটি করে অনুচ্ছেদ লেখো :**

(i) শীতকাল (ii) পুকুর (iii) বিছানা (iv) আমার প্রিয় খাবার

বিভিন্ন একক অভীক্ষা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন/বাৎসরিক পরীক্ষার পাঠ্যসূচি (মূল পাঠ ও সহায়ক পাঠ)*

ষষ্ঠ—অষ্টম শ্রেণি

	মূল পাঠ	সহায়ক পাঠ	লিখিত	মৌখিক
১ম একক (জুন)	গদ্য ১, কবিতা ১	—	২০	—
২য় একক (জুলাই)	গদ্য ১, কবিতা ১	—	২০	—
৩য় একক (সেপ্টেম্বর)	গদ্য ১, কবিতা ১	গদ্য ২, কবিতা ২	৩০	—
৪র্থ একক (নভেম্বর)	গদ্য ১, কবিতা ১	—	২০	—
৫ম একক (জানুয়ারি)	গদ্য ১, কবিতা ১	গদ্য ১, কবিতা ১	২৫ [মূল পাঠ ২০ + সহায়ক পাঠ ৫]	৫ [আবৃত্তি ৩ + পাঠ ২]
**বাৎসরিক/সামগ্রিক পরীক্ষা (মার্চ)	গদ্য ৩, কবিতা ৩,	গদ্য ১, কবিতা ১,	৭০***	১০ [বিষয়ের প্রশ্ন ৫ + আবৃত্তি ৩ + পাঠ ২)

* মূল পাঠ ও সহায়ক পাঠ হিসাবে পর্ষদ অনুমোদিত বইগুলিই ক্লাসে পড়াতে হবে এবং অভীক্ষা ও পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করতে হবে।

** ৭ম ও ৮ম শ্রেণির বাৎসরিক/সামগ্রিক পরীক্ষায় মূল পাঠের ২টি গদ্য, ৩টি কবিতা ও ১টি নাট্যাংশের উপর প্রশ্ন করতে হবে।

*** বাৎসরিক/সামগ্রিক পরীক্ষায় সহায়ক পাঠের উপর লিখিত পরীক্ষা হবে না, শুধু ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা হবে। এই ১০ নম্বরের মধ্যে ৫ নম্বরের প্রশ্ন বিষয়ভিত্তিক, অবশিষ্ট ৫ = আবৃত্তি ৩ + পাঠ ২।

বিভিন্ন একক অভীক্ষা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন/বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যাকরণ ও নির্মিতির পাঠ্যসূচি

ষষ্ঠ শ্রেণি

অভীক্ষা	ব্যাকরণ	নির্মিতি
প্রথম	ধ্বনি ও বর্ণ	প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ
দ্বিতীয়	সন্ধি	বোধপরীক্ষণ
তৃতীয়	১. বর্ণযোগে শব্দগঠন ২. বর্ণবিশ্লেষণ ৩. শব্দযোগে বাক্যগঠন	পত্ররচনা
চতুর্থ	বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ	অনুচ্ছেদ রচনা
পঞ্চম	১. শব্দের পদান্তর ২. পুরুষ, লিঙ্গ, বচন	অনুচ্ছেদ রচনা
বাৎসরিক/সামগ্রিক পরীক্ষা	১. বর্ণযোগে শব্দগঠন ২. শব্দযোগে বাক্যগঠন ৩. বাক্যে প্রয়োগের উদাহরণ দিয়ে শব্দের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ	১. বোধপরীক্ষণ ২. পত্ররচনা ৩. অনুচ্ছেদ রচনা

সপ্তম শ্রেণি

১ম	১. ব্যঞ্জনসন্ধি ২. বানান শুদ্ধি	১. বিপরীত শব্দের প্রয়োগ (বাক্যের মধ্যে) ২. বোধপরীক্ষণ
২য়	বাক্যের সাধারণ গঠন— উদ্দেশ্য ও বিধেয়	সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ
৩য়	১. বাক্যের বিভিন্ন পদের অন্বয়গত বা পারস্পরিক সম্পর্ক ২. বিভক্তি ও অনুসর্গ ৩. ক্রিয়াবিশেষণ ও ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক	অনুচ্ছেদ রচনা
৪র্থ	বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের শব্দরূপ	পত্ররচনা

৫ম	সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ	বোধপরীক্ষণ অথবা অনুচ্ছেদ রচনা
বাৎসরিক পরীক্ষা	১. কারক-বিভক্তি ও অনুসর্গ ২. সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দগঠন ৩. শব্দতৈরির প্রাথমিক কৌশল	১. অনুচ্ছেদ রচনা ২. পত্ররচনা ৩. সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা ৪. মান্য বানানের নিয়ম (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি)

অষ্টম শ্রেণি

	ব্যাকরণ	**নির্মিতি**
১ম	১. বিসর্গ সন্ধি ২. লিঙ্গ	১. সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ২. অশুদ্ধি সংশোধন
২য়	বচন	সমার্থক শব্দ
৩য়	১. পুরুষ ২. বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ	পত্ররচনা
৪র্থ	ক্রিয়াপদের কাল ও ভাব	বোধপরীক্ষণ
৫ম	১. প্রত্যয়জাত শব্দ ২. ধ্বন্যাত্মক, অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত ৩. বাক্যের শ্রেণিবিভাগ	প্রবন্ধ রচনা
বাৎসরিক পরীক্ষা	১. ধ্বন্যাত্মক, অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত (প্রাথমিক ধারণা) ২. ক্রিয়ার কাল ও ভাব (প্রাথমিক ধারণা) ৩. বাক্য নির্মাণের শর্ত ও বাক্যের শ্রেণিবিভাগ	১. প্রবন্ধ ২. আমন্ত্রণপত্র ও আবেদনপত্র রচনা ৩. বোধপরীক্ষণ

প্রশ্নের নম্বর বিভাজন

ষষ্ঠ শ্রেণি

	তথ্য	বোধ	বর্ণনা	ব্যাকরণ	নির্মিতি	মৌখিক (সহায়ক পাঠ)	সহায়ক (লিখিত)
১ম একক অভীক্ষা	২	৪	৬	৪	৪	—	—
২য় একক অভীক্ষা	২	৪	৬	৪	৪	—	—
৩য় একক অভীক্ষা	৩	৫	৬	৬	৫	—	৫(৩+২)
৪র্থ একক অভীক্ষা	—	৪	৬	৫	৫	—	—
৫ম একক অভীক্ষা	—	৪	৬	৫	৫	৫ [আবৃত্তি-৩ পাঠ-২]	৫(৩+২)
সামগ্রিক/ বাৎসরিক পরীক্ষা	৬	১০	১৪	২০	২০ [অনুচ্ছেদ-৮ পত্ররচনা-৬ বোধপরীক্ষণ-৬]	১০ [আবৃত্তি-৩ পাঠ-২ প্রশ্ন-৫ (গদ্য-পদ্য)]	—

* ২য় ও ৪র্থ একক অভীক্ষার পরে সংশোধনী অভীক্ষা হবে।

* মৌখিক পরীক্ষা সহায়ক পাঠ থেকে হবে।

* সহায়ক পাঠের (গদ্য ও পদ্য) লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন অংশসমন্বিত হবে। প্রথম অংশে থাকবে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন আর দ্বিতীয় অংশে থাকবে রচনার বৈশিষ্ট্য (Style) বিষয়ক প্রশ্ন।

সপ্তম শ্রেণি

	তথ্য	বোধ	বর্ণনা	ব্যাকরণ	নির্মিতি	মৌখিক (সহায়ক পাঠ)	সহায়ক (লিখিত)
১ম একক অভীক্ষা	২	৪	৬	৪	৪	—	—
২য় একক অভীক্ষা	২	৪	৬	৪	৪	—	—
৩য় একক অভীক্ষা	৩	৫	৬	৬	৫	—	৫(৩+২)
৪র্থ একক অভীক্ষা	—	৪	৬	৫	৫	—	—
৫ম একক অভীক্ষা	—	৪	৬	৫	৫	৫ [আবৃত্তি-৩ পাঠ-২]	৫(৩+২)
সামগ্রিক/ বাৎসরিক পরীক্ষা	৬	১০	১৪	২০	২০ [অনুচ্ছেদ-৮ পত্ররচনা-৬ সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ-৩ মান্য বানান-৩]	১০ [আবৃত্তি-৩ পাঠ-২ প্রশ্ন-৫]	—

অষ্টম শ্রেণি

	তথ্য	বোধ	বর্ণনা	ব্যাকরণ	নির্মিতি	মৌখিক (সহায়ক পাঠ)	সহায়ক (লিখিত)
১ম একক অভীক্ষা	২	৪	৬	৪	৪	—	—
২য় একক অভীক্ষা	২	৪	৬	৪	৪	—	—
৩য় একক অভীক্ষা	৩	৫	৬	৬	৫	—	৫(৩+২)
৪র্থ একক অভীক্ষা	—	৪	৬	৫	৫	—	—
৫ম একক অভীক্ষা	—	৪	৬	৫	৫	৫ [আবৃত্তি-৩ পাঠ-২]	৫(৩+২)
সামগ্রিক/ বাৎসরিক পরীক্ষা	৬	১০	১৪	২০	২০ [প্রবন্ধ-১২ পত্ররচনা-৪ বোধপরীক্ষণ-৪]	১০ [আবৃত্তি-৩ পাঠ-২ প্রশ্ন-৫]	—

একক অভীক্ষা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন/বাৎসরিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনার কৃৎকৌশল

১। প্রশ্নপত্রে মূল পাঠের (গদ্য ও কবিতা) উপর (ক) তথ্যসন্ধানী (খ) বোধমূলক ও (গ) বর্ণনামূলক/রচনামূলক/বিশ্লেষণমূলক—এই তিনধরনের প্রশ্ন থাকবে।

তথ্যসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর ১ থেকে ৩টি বাক্যে লেখার নির্দেশ থাকবে। এইসব প্রশ্নের ধরন হবে—কে, কী, কাকে, কোথায়, কখন, কোন্ রচনার অংশ, কোন্ কবি/ লেখকের রচনা ইত্যাদি নিয়ে। এছাড়া কোনো তথ্য সম্পর্কে ১টি বাক্যে উত্তর লেখার জন্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন এবং একাধিক বিকল্প উত্তর থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করার উপযোগী প্রশ্নাবলিও থাকবে। পাঠ সম্পর্কে ও পাঠের অন্তর্গত কোনো তথ্য চিহ্নিত করার সামর্থ্যই এই পর্যায়ের প্রশ্নে যাচাই করা হবে।

বোধমূলক প্রশ্নের ধরন হবে— কেন, কী করে, কীভাবে, কীজন্য, কী কারণে—ইত্যাদি নিয়ে। এখানে পাঠের পূর্বাপর ঘটনা/উক্তির মধ্যে কার্যকারণের সম্পর্কটি বোঝা ও বুঝিয়ে লেখার সামর্থ্য যাচাই করা হবে। এর উত্তর দিতে হবে অনধিক ৫টি বাক্যে—একথা প্রশ্নে উল্লেখ করতে হবে।

বর্ণনামূলক/রচনামূলক/বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নে পাঠের কোনো ঘটনা, দৃশ্য, কথোপকথনের সারাংশ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং /অথবা তুলনা অনধিক ১০টি বাক্যে সংক্ষেপে গুছিয়ে লেখার সামর্থ্যই এই ধরনের প্রশ্নে পরীক্ষিত হবে। এখানে একটু বিস্তৃত উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান ও স্বাধীনভাবে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাও পরীক্ষিত হবে।

২। সহায়ক পাঠের জন্য পূর্বোক্ত তিনধরনের প্রশ্ন দেবার দরকার নেই। সহায়ক পাঠের উপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা হবে। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে মূল বিষয়ের উপর অংশসমন্বিত প্রশ্ন দিতে হবে। প্রশ্নের প্রথম অংশ হবে বর্ণনামূলক, দ্বিতীয় অংশে থাকবে রচনারীতি ও পড়তে কেমন লাগে সেই বিষয়ে প্রশ্ন। মৌখিক প্রশ্ন হবে মূলত তথ্যসন্ধানী (কে, কাকে, কোথায়, কোন্ রচনার অংশ ইত্যাদি)। এছাড়া সহায়ক পাঠের কবিতা আবৃত্তি ও গদ্যাংশ পড়ে শোনানো মৌখিক পরীক্ষার অঙ্গ। মৌখিক পরীক্ষায় উচ্চারণ, ছেদ, যতি, ছন্দ ইত্যাদি ঠিক হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখতে হবে।

৩। ব্যাকরণ ও নির্মিতির প্রশ্ন হবে প্রয়োগমূলক ও নির্ণয়মূলক, সংজ্ঞামূলক নয়। ব্যাকরণ ও নির্মিতি অংশের জন্য বিস্তৃত নমুনাপ্রশ্ন দেওয়া হল। এসব প্রশ্নের ধরন অনুসরণ করে শ্রেণির উপযোগী নতুন নতুন প্রশ্ন তৈরি করতে হবে।

গদ্য ও পদ্য শিখনের প্রক্রিয়া

১. পাঠ থেকে প্রত্যাশিত সামর্থ্য চিহ্নিত করা

১.১. যথাযথভাবে পাঠ / আবৃত্তি করতে পারা।

১.২. কবিতা পড়ে নিজেই কবিতার বক্তব্য ধরতে পারা।

১.৩. নতুন শব্দের অর্থ অনুমান করতে পারা, ঠিক অর্থটি বুঝতে পারা। কারণ শব্দের সাধারণ অর্থ আর কবিতায় তার বিশেষ অর্থে খানিকটা অমিল থাকতে পারে।

১.৪. বক্তব্য বিষয় চলিত গদ্যে লিখতে পারা।

১.৫. বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে ও সংক্ষেপে লিখতে পারা।

১.৬. পাঠে প্রকাশিত ঘটনা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিতে পারা।

২. শিখন প্রক্রিয়া

২.১ পাঠ [একক/সমবেত]

২.২ সমষ্টি বা দলগত কাজ : কবিতাটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ—শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ—প্রত্যেক দলকে কবিতার এক এক অংশের দায়িত্ব দেওয়া। প্রত্যেক দল নিজ নিজ অংশের বক্তব্য বলবে/লিখবে; শব্দের অর্থ, তুলনা, বক্তব্য প্রকাশের জন্য বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে দলের সবাই আলোচনা করবে এবং শেষে সিদ্ধান্ত স্থির করবে।

২.৩ দলগত কাজের পর তারা সব শিক্ষার্থীকে শোনাবে, সকলে মতবিনিময় করবে।

২.৪ ঠিক বক্তব্য, শব্দার্থ ইত্যাদি শনাক্ত করতে সাহায্য করবেন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

২.৫ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কবিতাটির বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে। একদলের প্রশ্নের উত্তর অন্য দলের শিক্ষার্থীরা বলতে/লিখতে পারে। উত্তর ঠিক হল কিনা সেটা পরখ করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে অন্য একটা দলকে।

উ দা হ র ণ ১

পদ্য পাঠ :

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই

প্রত্যাশিত সামর্থ্য

১. অংশবিশেষ অবিকল স্মরণ করতে পারা।

২. শব্দের অর্থ বলতে ও লিখতে পারা।

৩. বক্তব্য লিখতে পারা।

৪. বক্তব্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে পারা।

৫. দুটো চরিত্রের তুলনা করতে পারা।

৬. বিশেষ চরিত্র সম্বন্ধে নিজের ধারণা প্রকাশ করতে পারা।

৭. চারি আনা, অষ্ট আনা প্রভৃতি শব্দের বিশেষ অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারা।

৮. সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ বলতে ও লিখতে পারা।

৩. মূল পাঠ ঃ

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই

সুকুমার রায়

৩.১ বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে,
মাঝিরে কন, "বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মরলি রে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি!"

৩.২ খানিক বাদে কহেন বাবু, "বল্ তো দেখি ভেবে,
নদীর ধারা কেম্নে আসে পাহাড় হতে নেবে?
বল্ তো কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি?"
মাঝি সে কয়, "আরে মশাই অত কি আর জানি?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিসনেও তা কি?
জীবনটা তোর নেহাত খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।"

৩.৩ আবার ভেবে কহেন বাবু, "বল্ তো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ওই চূড়ো?
বল্ তো দেখি সূর্য-চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?"
বাবু বলেন, "বলব, কী আর, বলব তোরে কী তা,
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।"

৩.৪ খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকাখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, "এ কী আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকা এবার? মরব নাকি আজি?"
মাঝি শুধায়, "সাঁতার জান?" মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কোরো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলো আনাই মিছে।"

শিখন প্রক্রিয়া : বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই

— এই কবিতায় আছে দু-জন মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা :

❒ বাবুমশাই সম্বন্ধে প্রযোজ্য

- পুথিগত মুখস্থ বিদ্যা
- নিজের সম্বন্ধে অহংকার
- শ্রমজীবী মানুষ সম্বন্ধে অবজ্ঞা
- বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হবার অক্ষমতা

❒ মাঝি সম্বন্ধে প্রযোজ্য

- বিনয় ও দীনতা-বোধ
- সরলতা
- বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হবার সাহস ও দক্ষতা
- স্পষ্টবাদিতা

— বইপড়া বিদ্যা মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করে না, যদি বাস্তব জীবনে সে বিদ্যা কাজে না লাগে— এই কথাও কবিতার ইঙ্গিত।

— এই কবিতায় ব্যঙ্গ-হাসির মধ্য দিয়ে কবি দেখিয়েছেন বাবুটি প্রকৃত বিদ্বান নন, তিনি মিথ্যাই বিদ্যার বোঝা বহন করেন। এগুলো শিক্ষিকা-শিক্ষক আগেই বলে বুঝিয়ে দেবেন না, শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই বুঝে নিতে পারে তার জন্য পদ্ধতি-প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন।

> — কবিতা বিষয়ে একটি কথা আছে যে কবিতা পড়ে উপভোগ করার জিনিস। পাঠক কোনো একটি কবিতা পড়ে কতটা উপভোগ করতে পারল সেটা তার নিজেরই বিবেচ্য। বিদ্যালয়ে কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য কবিতার বিষয় বুঝতে পারা এবং নিজের ভাষায় তার ভাব প্রকাশ করা।

— কবিতায় 'সূর্যি কেন ওঠে', 'চাঁদটা কেন বাড়ে কমে', 'জোয়ার কেন আসে'—প্রভৃতি প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও বুঝে নিতে হবে।

— চারি আনা, অষ্ট আনা, বারো আনা, ষোলো আনা বলতে এখন কী বোঝায় এটাও জ্ঞাতব্য

৪. **মূল্যায়ন (মৌখিক ও লিখিত) : বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই**

নমুনা প্রশ্নাবলি :

৪.১. **তথ্যমূলক (মৌখিক)**

— বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই কবিতার কবি কে?

— এখানে চরিত্রগুলো কে কে?

— কে কোন্‌টা বলেছে? (i) বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে? (ii) আরে মশাই অত কি আর জানি?

— 'সাঁতার জান'? — এর উত্তরে বাবু কী করলেন — কবিতায় যেমন আছে তেমনটাই বলো।

— কবিতার দ্বিতীয় অংশটি পাঠ করে শোনাও।

৪.২. **বোধমূলক (লিখিত)**

তিন-চারটি বাক্যে লেখো :

— 'জীবনটা যে চারি আনাই মাটি', এর অর্থ কী?

— বাবু মাঝির সম্বন্ধে একথা বলেছেন কেন বুঝিয়ে দাও।

— অর্থ লেখো : বোট, পানি, চূড়ো, বৃথা, আপদ, জীবনটা মাটি, কাবু।

— কবিতার শেষ লাইনে বাবু সম্বন্ধে মাঝির ধারণা বুঝিয়ে দাও।

— গদ্যে লেখো : ফ্যালফেলিয়ে, জনম, কহেন, দেছেন, শুধায়, সূর্যি।

৪.৩. **প্রয়োগমূলক**

পাঁচ-ছটি বাক্যে লেখো :

— বাবু ও মাঝি — দুজনের পরিচয় দিয়ে ৩টি করে বাক্য লেখো।

— কবিতার ঘটনাটি নিজের ভাষায় লেখো।

— পাঠের ৩·৪ অংশের বক্তব্য সংক্ষেপে লেখো।

— যে-কোনো একটির কারণ লেখো :

(i) চাঁদ বাড়ে কমে (ii) জোয়ার কেন আসে (iii) চাঁদের গ্রহণ

৫. **ভাষারীতি**

৫.১. **গদ্যে কী হবে লেখো :**

(i) ফ্যালফেলিয়ে — ফ্যাল ফ্যাল করে। (ii) জনম— । (iii) কেমনে — (iv) কহেন — । (v) দেছে

৫.২. একই অর্থের শব্দ লেখো : (i) বোটি (ii) বৃদ্ধ (iii) লবণ পোরা (iv) বৃথা (v) আপদ (vi) পাখি

৫.৩. **কবিতায় বিশেষ অর্থ দেখাও :**

(i) মাটি — (ব্যর্থ) (ii) ষোলো আনা — ( )

৫.৪. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

(i) জীবন (ii) জোয়ার (iii) বুড়ো (iv) মূর্খ

উদাহরণ ২.

দেখি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এই পাঠ থেকে প্রত্যাশিত সামর্থ্য

১. শহরের পরিবেশের ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারা।

২. গাছের প্রয়োজন সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলতে পারা।

৩. গাছের সবুজ সম্বন্ধে কবির বক্তব্য তুলে ধরতে পারা।

শহরের অসুখ — হাঁ করে কেবল সবুজ খায়,
সবুজের অনটন ঘটে......
তাই বলি, গাছ তুলে আনো
বাগানে বসাও, আমি দেখি,
চোখ তো সবুজ চায়!
দেহ চায় সবুজ বাগান
গাছ আনো, বাগানে বসাও।
আমি দেখি।।

গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও।
আমার দরকার শুধু গাছ দেখা
গাছ দেখে যাওয়া,
গাছের সবুজটুকু শরীরে দরকার
আরোগ্যের জন্যে ওই সবুজের ভীষণ দরকার।

বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন
বহুদিন জঙ্গলে যাইনি।

শিখন প্রক্রিয়া : দেখি

১. কবিতা শুরুর আগে পরিবেশ রক্ষায় গাছের প্রয়োজন সম্বন্ধে পড়ুয়াদের ধারণা জেনে নিতে হবে।

২. কবিতাটি পড়ুয়ারা পড়ে শোনাবে।

৩. পড়ার পর কবিতার বক্তব্য কতটা বুঝল সেটা একাধিক পড়ুয়ার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

৪. শিক্ষক দরকারমতো তাতে যোগ-বিয়োগ করবেন।

৫. কবিতাটির বিভিন্ন অংশ নিয়ে এক এক পড়ুয়া প্রশ্ন করবে, অন্য অন্য পড়ুয়া উত্তর দেবে। শিক্ষক দরকারমতো শুধরে দেবেন।

মূল্যায়ন

১. মৌখিক

১.১. কবি কবিতাটির কী নাম দিয়েছেন?

১.২. গাছগুলো তুলে এনে কোথায় বসাবে?

১.৩. 'হাঁ করে সবুজ খায়' কে?

১.৪. কবিতার যে-কোনো তিনটি লাইন মুখস্থ বলো।

১.৫. 'জঙ্গলে' শব্দটা যে লাইনে আছে সেই লাইন বলো।

২. লিখিত

একটি-দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১. শহর সবুজ চায় কেন?

২.২. 'গাছ আনো, বাগানে বসাও' — একথা বলার কারণ কী?

২.৩. কবির যে অরণ্যবাসের অভ্যাস ছিল — একথা কীভাবে বোঝা যাচ্ছে?

২.৪. গাছের সবুজ কেন দরকার?

চার-পাঁচটি বাক্যে লেখো :

২.৫. গাছ সম্বন্ধে কবি কী কী বলেছেন নিজের ভাষায় লেখো।

২.৬. গাছ আমাদের কী কী প্রয়োজন মেটায়? পাঠ অনুসরণে ৩টির কথা লেখো।

৩. ভাষারীতি

৩.১. আরোগ্যের জন্যে ওই সবুজের ভীষণ দরকার — বাক্যের সর্বনাম, বিশেষ্য ও বিশেষণ চিহ্নিত করো।

৩.২. একই অর্থের দুটি করে শব্দ লেখো।

জঙ্গল — (১) ...। (২) ...। শহর — (১) ...। (২) ...। দেহ — (১) ...। (২) ...। গাছ — (১) ... (২) ...।

পাঠ্য পাঠ :

পট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পাঠ থেকে প্রত্যাশিত সামর্থ্য

— যথাযথভাবে পাঠ করতে পারা।
— ঘটনাক্রম অনুসরণ করতে পারা, মনে রাখতে পারা।
— অভিরামের মানসিক সংঘাতের কথা বোঝাতে পারা।
— প্রতিহিংসার ইচ্ছা যে মানুষের মনে নীচতা আনে, আবার ক্ষমা ও উদারতা মনুষকে বড়ো করে তোলে — এই মূলকথাটি বোঝাতে পারা।
— গল্পের বিষয় নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা।
— পাঠের শব্দের বিপরীতার্থক, সমার্থক শব্দ দেখাতে পারা।

মূল পাঠ :

যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারও কাছে তার পূর্বপরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশি, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যাবসা।

সে মনে ভাবে, 'ধনী ছিলেম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিনরাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদ খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে।'

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আনলে। সেদিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চলল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই তো সেই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুরঘর; সেখানে গিয়ে হাত জোড় করে বললে, "এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম। এত দিন বর দিলে কি এই অপমান।"

২

এমন সময় রথের মেলা বসল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লশকর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, "আমি কিনব।"

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটি কে।"

সে বললে, "আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।"

অভিরাম তার পটের উপর কাগজ চাপা দিয়ে বললে, "বেচব না।"

শুনে ছেলের আবদার আরও বেড়ে উঠল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে; মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বললে, "এত বড়ো স্পর্ধা!"

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগল ততই সে মনে মনে বললে, "এই আমার জিত।"

৩

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।

একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতো হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে। কিছুতে তার ভালো লাগে না। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠতে লাগল। একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বললে, "বুঝতে পেরেছি।"

আজ সে স্পষ্ট দেখলে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠছে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, "মন্ত্রীরই জিত হল।"

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে, "এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।"

মন্ত্রী বলল, "কত দাম।"

অভিরাম বললে, "আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরিয়ে নেব।"

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।

শিখন প্রক্রিয়া : পট

- শিক্ষার্থীরা সরবে পাঠ করবে। এক-একজন এক-একটি অংশ পড়তে পারে।
- পট আঁকার উপকরণ, শিল্পীর বিশ্বাসকে সিঁধকাঠিরূপে কল্পনা, রাজমন্ত্রীকে দেখে ভাবান্তরের কারণ বুঝে নিতে হবে।
- ইষ্ট দেবতার ছবি আঁকায় ব্যর্থতা, দেবতার ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটা ইত্যাদি বুঝতে হবে।
- অভিরামের মানসিক পরিবর্তনের কথা বলতে হবে।
- অভিরামের জীবনের নানা ঘটনা বলতে হবে।
- গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখাতে হবে।
- পাঠের শব্দের বিপরীতার্থ শব্দ ও প্রতিশব্দ দেখাতে হবে।
- বহুবচন বোঝাতে শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ দেখাতে হবে।

মূল্যায়ন

১. মৌখিক

১.১. পটুয়ার নাম কী?

১.২. তার পূর্বপরিচয় কী ছিল?

১.৩. সেদিন অভিরামের তুলি চলল না — 'সেদিন' কোন্‌দিন?

১.৪. অভিরামের বাপ কাকে মানুষ করেছিল?

১.৫. মন্ত্রীর ছেলে পট কিনতে কোথায় গিয়েছিল?

২. লিখিত

দু-তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১. অভিরামের কোন্ বিষয়কে 'মান', কোন্ ঘটনাকে 'অপমান' মনে হয়েছে?

২.২. অভিরাম মন্ত্রীর ছেলেকে পট বেচতে চাইল না কেন?

২.৩. গল্পে বিশ্বাসকে 'সিঁধকাঠি' বলা হয়েছে কেন বুঝিয়ে দাও।

২.৪. দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখ হয়ে উঠেছিল — এর কার কী?

২.৫. অভিরামের দেবতার ধ্যান মন্ত্রী কেড়ে নিয়েছিল কেমন করে?

৩. **অনধিক দশটি বাক্যে লেখো :**

৩.১. রাজমন্ত্রীর ছেলের ও রাজমন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে অভিরামের আচরণের ব্যাপারটা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

৩.২. গল্পের শেষ অংশে যা ঘটেছিল সেটা নিজের ভাষায় লেখো।

৩.৩. অভিরামের শিল্পীজীবনের ঘটনাগুলো পর পর সাজিয়ে লেখো।

৪. ভাষারীতি

৪.১. **এককথায় কী হবে লেখো :**

(i) রাজার মন্ত্রী (ii) ঠাকুরের জন্য ঘর (iii) লোক ও লশকর

৪.২. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

(i) জিত — (ii) পূর্ব — (iii) ধনী — (iv) বিশ্বাস — (v) সূক্ষ্ম —

৪.৩. **অর্থ ঠিক রেখে নির্দেশমতো বাক্যগুলো আবার লেখো :**

(i) রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে। ('ছেলে'র বদলে অন্য শব্দ দাও)

(i) ....

(ii) এই আমার জিত। ('জিত' বদলে অন্য শব্দ দাও)

(ii) ....

(iii) ছবি তার মনের মতো হয় না। ('মনের মতো' বদলে দাও)

(iii) ....

৫. **প্রত্যেকটির সম্বন্ধে দুটি করে বাক্য লেখো :**

(i) পট (ii) মোহর (iii) মেলা

পাখি

লীলা মজুমদার

পাঠ থেকে প্রত্যাশিত সামর্থ্য

১. ঠিকমতো সরব পাঠ করতে পারা।

২. কুমুর পরিচয় দিতে পারা।

৩. কুমুর সঙ্গে পাখির মিল দেখাতে পারা।

৪. পাখির প্রতি ভালোবাসার কথা বলতে পারা।

৫. গল্পাংশ নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা।

৬. বিশেষ শব্দের অর্থ, তার বিপরীতার্থক শব্দ দেখাতে পারা।

মূল পাঠ :

১.

ডান পা-টা মাটি থেকে এক বিঘত ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তাহলে চলে কী করে? মাসিরা মাকে বললেন, কিছু ভাবিসনে দিদি, রোগ তো সেরেই গেছে, ওকে এখন ঝাড়া তিন মাস সোনাঝুরিতে মার কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন চাঙা হয়ে উঠবে।

২.

সোনাঝুরিতে দিম্মার বাড়ির দোতলার বড়ো ঘরে, মস্ত জানলার ধারে আরামচেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দূরে একটা বিল; সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়ছে আর বিলের জলে মিশে যাচ্ছে।

সন্ধে হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চকচক করছে।

আরও রাত হলে ফুটফুটে চাঁদ উঠল। ঘরের ওপারে লাটু ছোটো একটা নেওয়ারের ঘাটে শোওয়ামাত্র ঘুমে অচেতন, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে কুমুর চোখে ঘুম নেই।

কেমন যেন মন কেমন করে; মাকে দেখতে ইচ্ছে করে, আস্তে আস্তে বিছানায় ফিরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে কুমু ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে জানলা খুলে, পর্দা টেনে দিম্মা চলে গেলে, কুমু চেয়ে দেখে সরবতি লেবু গাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে পাকড়ে বসে রয়েছে ছোটো একটা ছাই রঙের বুনো হাঁস। সরু লম্বা ঠোঁটদুটো একটু হাঁ করে রয়েছে। পা দুটো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রংটা প্রায় সাদা, চোখদুটো একেবারে কুমুর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে।

লাটু তো অবাক। 'ইস্। ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার। চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস তো ধরে আনি।'

নিমেষের মধ্যে ঝুড়ি নিয়ে লাটু জানলা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে ঝুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আস্তে আস্তে তার মধ্যে বসিয়ে দিল।

৩.

পাখিটাও ল্যাংড়া। ওর ডানা ল্যাংড়া। কুমু হাঁটতে পারে না ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ওই দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে খাবারের ঝুড়িতে ডানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভালো হয়ে গেলে কুমুও এখানে থাকত না। কলকাতায় মার কাছে থাকত, রোজ স্কুলে যেত, সন্ধেবেলায় সাঁতার শিখত, পুজোর সময় দৌড় খেলার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনোদিন হয়তো কুমু দৌড়োতে পারবে না।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখি একটু করে সেরে ওঠে, ঝুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুরবেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি লেখে, "মা বাবা, তোমরা ভেবো না, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, আমার নতুন ফ্রকগুলো পাঠিয়ে দিয়ো, রত্নাদের বোলো আমি পরীক্ষা দেব, আমি আর একটু ভালো হলে নীচে নামব, এখন রঘুয়া আমাকে রোজ বিকালে কোলে করে বাগানে নামায়, সরবতি লেবু গাছের তলায় বেতের চেয়ারে বসিয়ে দেয়। রাতে আমি নীচে সবার সঙ্গে খাই।"

আরও লিখছিল, "সরবতি লেবু গাছে একটা বুনো হাঁস থাকে, তার ডানা ভেঙে গেছিল, এখন সেরে যাচ্ছে।" কিন্তু সেটা আবার কেটে দিল, জানতে পেরে যদি দিম্মা পাখিটাকে তাড়িয়ে দেন!

এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পাখিটা তো ভিজে চুপ্পুড়। ঝুড়ি ছেড়ে ঝুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে সেঁধুল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠল, দিব্যি ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দু-দিন পরে পাখিটা উড়ে গেল। দুপুরে শুকনো ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, মাথার অনেক ওপর দিয়ে মস্ত একঝাঁক বুনো হাঁস তিরের মতো নকশা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কী মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখুনি আবার নেবে এসে মগডালে বসল। হাঁসরা গিয়ে পরিতলায় নামল। পাখি সেইদিকেই চেয়ে থাকল।

সারা রাত বুনো হাঁসরা বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গ নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যেরকম উড়তে লাগল, কুমু লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নীচে নামল, ডান পাটা যেন একটু ছোটোই মনে হল।

কুমু বলল, "দিম্মা, পাটা একটু ছোটো হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোটো হয়ে গেছে।"

শুনে দিম্মা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দুজনে মিলে দিম্মাকে পাখির গল্প বলল। দিম্মা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ওমা, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি দেখতে ভালোবাসি।"

মূল্যায়ন

১. মৌখিক

১.১. এখানে যে মেয়েটির কথা বলা হয়েছে তার নাম কী?

১.২. দিম্মার বাড়ি কোথায়?

১.৩. সরবতি লেবুগাছে কুমু কী দেখতে পেল?

১.৪. লাটু পাখিটিকে কোথায় রাখল?

১.৫. তারপর পাখিটির কী হল সংক্ষেপে বলো।

১.৬. তারপর কুমুর কী হল সংক্ষেপে বলো।

১.৭. এই গল্প পড়ে আমাদের কী ধারণা হয়?

২. লিখিত

দু-একটি কথায় উত্তর লেখো :

২.১. মেয়েটির কী অসুখ?

২.২. পরদিন সকালে জানলা খুলে কুমু কী দেখল?

২.৩. পাখিটিকে লাটু কোথায় রাখল?

২.৪. কুমু চিঠিতে পাখিটি সম্বন্ধে কী লিখেছিল?

২.৫. গল্পের শেষে কুমু তার দিম্মাকে পাখিটি আর নিজের সম্বন্ধে কী বলেছে?

৩. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১. দিম্মার বাড়ি গেলে কুমুর কী উপকার হবে?

৩.২. ফুটফুটে চাঁদ দেখে কুমুর কী মনে পড়ে গেল?

৩.৩. হাঁসটা থরথর করে কাঁপছিল কেন?

৩.৪. কুমুর পায়ের সঙ্গে হাঁসের ডানার কী কী মিল আছে?

৩.৫. কারণগুলো লেখো :

(i) কুমু চলতে ফিরতে পারে না, কারণ ....

(ii) লাটু হাঁসকে ঝুড়িতে রেখে দিল, কারণ ....

(iii) কুমু মায়ের কাছে হাঁসের কথা লিখেও কেটে দিল, কারণ ....

৪. শেষ পর্যন্ত পাখির ও কুমুর কী হয়েছিল?

৪. **অর্থ বুঝিয়ে দাও :**

(i) দিস্মা (ii) ঝলমল (iii) সরবতি লেবুর গাছে (iv) মগডাল

৫. **ছ-সাতটি বাক্যের মধ্যে উত্তর লেখো :**

৫.১. কুমু বৃষ্টিতে বিলের যে দৃশ্য দেখেছিল, সে দৃশ্যটি নিজের ভাষায় লেখো।

৫.২. কুমুর দেখা আহত হাঁসের বর্ণনা লেখো।

৫.৩. হাঁসটি কীভাবে সেরে উঠল পরপর লেখো।

৫.৪. পাখিটা ডানা না ভাঙলে পাখিটা আর কুমুর পা না ভাঙলে কুমু — ওরা কী কী করত লেখো।

৫.৫. 'এমনি করে একমাস কাটল' — তারপর কী কী হয়েছিল লেখো।

৫.৬. **বাক্য রচনা করো :**

চাঙা; ল্যাংড়া, আরামচেয়ার; ফুটফুটে; বুনো; ক্রমাগত।

ভাষারীতি

৬. **একটি করে বিশেষ্য বসাও :**

(i) ফুটফুটে ... উঠল। (ii) দূরে একটা ...। (iii) ... একটা ছোটো মেয়ে।

৭. **একটি করে উপযুক্ত বিশেষণ বসাও :**

(i) এই ঘরে একটি ... জানালা আছে। (ii) পাখিটির ... ঠোঁট। (iii) এমনি করে ... মাস কাটল।

৮. **শূন্যস্থানে বন্ধনীর শব্দের বিপরীত শব্দ বসাও। বাক্যটি আবার লেখো :**

(i) পাখিটি (কাছে) উড়ে গেল। (ii) আমাদের ঘরটা খুবই (বড়ো)। (iii) জানালা (বন্ধ করলেই) পুবের রোদ ঘরে ঢোকে। (iv) দুপুরে (ঠান্ডা) হাওয়া দিচ্ছে।

৯. **প্রতি বাক্যে একটি করে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করো :**

(i) পুরো মাসটা কেটে ...। (ii) ওই যে ওরা ...। (iii) তুমি চললে ...। (iv) আমি বেড়াতে ...।

শিল্প-বাণিজ্য-সমাজ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এই পাঠ থেকে প্রত্যাশিত সামর্থ্য

১. শিল্পকর্ম সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারা।
২. শিল্পের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলতে পারা।
৩. কৃষি ও শিল্পের সম্বন্ধ বুঝিয়ে দিতে পারা।
৪. বাণিজ্যের প্রয়োজন দেখাতে পারা।
৫. সমাজ সম্বন্ধে ধারণা প্রকাশ করতে পারা।
৬. সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করতে পারা।

মূল পাঠ :

লোকে কৃষিকার্য প্রভৃতি দ্বারা যে সকল বস্তু লাভ করে, তাহাদিগের অধিকাংশ নানা উপায়ে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। কার্পাস কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়; কিন্তু তুলা হইতে সূত্র এবং সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে, বিশেষ পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হইয়া থাকে। লৌহ আকরে জন্মে; কিন্তু লৌহ হইতে ইস্পাত এবং সেই ইস্পাত হইতে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, পুনর্বার পরিশ্রম ও কৌশল আবশ্যক হয়। এই সকল কার্যকে সচরাচর শিল্পকার্য বলে।

কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতিকে শিল্পী বলা যায়। উহারা না থাকিলে আমাদিগের একদিনের জন্যও সুখে বাস করা সুকঠিন হইত। তন্তুবায় না থাকিলে বস্ত্রাদি মিলিত না; কুম্ভকার না থাকিলে রন্ধনকার্য চলিত না; কর্মকার না থাকিলে কি কুম্ভকার, কি তন্তুবায়, কেহই অস্ত্রাদির অভাবে স্ব স্ব শিল্পকার্য চালাইতে পারিত না। এজন্য পৃথিবীর সর্বস্থানেই শিল্পীদিগের যথেষ্ট আদর। যে দেশে শিল্পকর্মের যত উন্নতি, সে দেশ তত সমৃদ্ধিশালী হয়। ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে এত ধন ও ঐশ্বর্য, শিল্পকর্মের উন্নতি তাহার একটি প্রধান কারণ।

পূর্বকালে আমাদের দেশে শিল্পকর্মের বিশেষ উন্নতি ছিল। ঢাকাই মসলিন বা মলমল নামক একপ্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপে উচ্চ দরে বিক্রীত হইত। কটক প্রভৃতি স্থানের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার, সকল স্থানেই আদৃত হইত। জ্ঞান ও উদ্যমের অভাবে, এই সকল শিল্পের লোপ হইয়া আসিতেছে। যাহাতে পুনর্বার উহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য সর্বপ্রকারে যত্নবান হওয়া উচিত।

কৃষকেরা যে শস্যাদি উৎপাদন করে, এবং শিল্পীরা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা সকলের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। এজন্য কোনো কোনো লোক, কৃষক ও শিল্পীদিগের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, এক-একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। ওই স্থানকে বিপণি বা বাজার কহে; এবং ওই সকল লোককে বণিক বা ব্যবসায়ী বলিয়া থাকে। কৃষক ও শিল্পী না থাকিলে, যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত না, ব্যবসায়ী না থাকিলে সেইরূপ সকলে সুবিধামতো দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাইত না।

সকল দেশে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মে না, বা প্রস্তুত করিবার সুবিধা হয় না। কোনো কোনো দেশ ধান্যের বিশেষ উপযোগী, তথায় অল্প পরিশ্রমেই অপর্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। কোনো কোনো দেশের ভূমিতে তত ধান্য জন্মে না; কিন্তু কার্পাস চাষ করিলে, যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। কোনো কোনো দেশে লবণের খনি আছে; কিন্তু অপর কোনো দ্রব্য ভালো জন্মে না। এই সকল দেশের লোক আপন আপন দ্রব্যাদি বিনিময় করিলে, সকলেই নিজ নিজ আবশ্যক সামগ্রী লাভ করিয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। এইরূপ বিনিময়ের নাম বাণিজ্য।

বাণিজ্যের গুণে লোকের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার যে কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের ভূমি অতিশয় উর্বরা; এখানে খাদ্যসামগ্রী, অধিবাসীদিগের যে পরিমাণে আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক জন্মিয়া থাকে। আমরা এই খাদ্যসামগ্রীর কিয়দংশের বিনিময়ে, কোনো কোনো আবশ্যক বস্তু অপরাপর দেশ হইতে প্রাপ্ত হই। আঙুর, বেদানা প্রভৃতি ফল কাবুল হইতে আসে। লবণ, বস্ত্র, নানাবিধ লৌহনির্মিত যন্ত্র ইত্যাদি বিলাত হইতে, এবং কুইনাইন, কেরোসিন তেল প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকা হইতে আনীত হয়।

কৃষক, শিল্পী ও বণিক এই তিন শ্রেণির লোকের সাহায্য আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কখনোই আমাদের সমুদয় অভাবের মোচন হয় না। জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অন্যবিধ লোকের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে নানা শ্রেণির লোক, পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণির লোকের সমাবেশ দ্বারা সমাজ সংগঠিত হয়।

সমাজ না থাকিলে, মনুষ্য কোনো বিষয়ে, বিশেষত জ্ঞান ও ধর্মের এতাদৃশ উন্নতি করিতে পারিত না। পশুপক্ষীদিগের সমাজ নাই; সুতরাং তাহাদের কোনো উন্নতি নাই। কেবল আহার অন্বেষণ করিতেই তাহাদের সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু সমাজ থাকাতে, মনুষ্যেরা আহারাদি সংগ্রহ ব্যতীত, জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন করিবারও যথেষ্ট সময় পায়।

সমাজে ভালো মন্দ নানাবিধ লোক বাস করে। একদিকে, জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকেরা সুশিক্ষা ও সৎপরামর্শ দ্বারা, সকলকেই সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন এবং দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করিয়া সমাজের সুখবর্ধন করেন। অপরদিকে চোর, ডাকাইত, প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ পরের দ্রব্য আহরণ করিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিয়া থাকে। এই সকল লোককে দমন করিতে না পারিলে অল্পকাল মধ্যে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। (নির্বাচিত অংশ)

শিখন প্রক্রিয়া

— গদ্য পাঠ ও পদ্য পাঠের শিখন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপগুলো কী কী হবে সেটা আগেই দেখানো হয়েছে।
— এই পাঠের শিখনের ক্ষেত্রে সেগুলি বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে।
— লেখাটির ভাষা সাধু, যার শব্দ, বিশেষ করে সর্বনাম ও ক্রিয়ার বিশেষ রূপ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে হবে।
— একালে লেখকগণ এভাষায় সাধারণত লেখেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ প্রাচীন বিখ্যাত লেখকগণ সাধুভাষাতেই লিখেছেন। তাঁদের ভাষারীতির সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।
— দেড়শো বছর আগে সব লেখকের গদ্য সাহিত্যের ভাষাই ছিল ওই সাধুভাষা।
— সাধুভাষা বলতে বুঝতে হবে সেকালের শিষ্ট মার্জিত লেখ্যভাষা।

মূল্যায়ন

১. **মৌখিক**

১.১. তুলা কী কাজে লাগে?

১.২. লোহা দিয়ে কী কী তৈরি হয়?

১.৩. কৃষকের কাজ কী?

১.৪. বাজারে কী কাজ হয়?

১.৫. **চলিত ভাষায় কী হবে বলো** : লইতে হয়, কার্যকে, তজ্জন্য, আসিতেছে, না থাকিলে, কিয়দংশ, উহাদিগের, তাহার, কেহই, সর্বস্থানে, কহে।

২. লিখিত

দু-একটি শব্দে বা বাক্যে উত্তর লেখো :

২.১. শূন্যস্থানে একটি শব্দ বসাও :

(i) .... না থাকলে বস্ত্রাদি মিলত না।

(ii) ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে .... বলে।

২.২. যেটি ঠিক সেটি বেছে নাও :

(i) সমাজে (কেবল ভালো লোকই / ভালো মন্দ নানারকম লোক) বাস করে।

(ii) সমাজ (কেবল এক শ্রেণির লোকের দ্বারা / বিভিন্ন শ্রেণির লোকের দ্বারা) সংগঠিত হয়।

(iii) সব দেশে সবরকম প্রয়োজনীয় জিনিস (জন্মে / জন্মে না)।

৩. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১. 'এই সকল কার্যকে সচরাচর শিল্পকার্য বলে।' এরকম দুটি কাজের উল্লেখ করো।

৩.২. ইংলন্ড, আমেরিকার উন্নতির কারণ কী?

৩.৩. এরা না থাকলে কী কী অসুবিধা হত? (i) কৃষক (ii) শিল্পী (iii) বণিক

৩.৪. পাখিদের উন্নতি নেই কেন বুঝিয়ে দাও।

৩.৫. বাংলা দেশে ধানের উৎপাদন সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?

৪. ছটি-সাতটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১. বাংলা দেশে কী কী জিনিস প্রচুর উৎপন্ন হয় ও কী কী জিনিস আমদানি করতে হয়?

৪.২. সমাজ কাদের নিয়ে গঠিত হয় লেখো।

৪.৩. কৃষি থেকে উৎপন্ন জিনিস কীভাবে ব্যবহারের উপযোগী করা হয় সেটা বুঝিয়ে দাও।

৪.৪. বাণিজ্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য বুঝিয়ে দাও।

৪.৫. টীকা লেখো :

(i) মসলিন (ii) বিপণি (iii) কেরোসিন

৪.৬. অর্থ লেখো :

(i) আহরণ (ii) বিপন্ন (iii) সমাবেশ (iv) সামগ্রী (v) প্রবঞ্চক

৫. ভাষারীতি

৫.১. বিপরীতার্থক শব্দ ডানদিক থেকে বেছে নাও :

(i) কঠিন (ii) ক্রয় (iii) উন্নতি (iv) সূক্ষ্ম (v) সুখে (vi) মূর্খ (অবনতি / স্থূল / জ্ঞানী / সহজ / বিক্রয় / দুঃখে)

৫.২. মান্য চলিত ভাষায় লেখো :

(i) আমেরিকা হইতে আনীত হয়। (ii) সকলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিত না। (iii) তাহাদের সমস্ত সময় কাটিয়া যায়।

৫.৩. সন্ধিবিচ্ছেদ করে দেখাও :

(i) দ্রব্যাদি (ii) যথেষ্ট (iii) অন্বেষণ (iv) পরস্পর (v) অপরাপর

৫.৪. ডানদিক থেকে বিশেষণ খুঁজে নাও।

(i) বিপদ (ii) দারিদ্র্য (iii) উন্নতি (iv) নির্মাণ (v) ক্রয় (উন্নত / বিপন্ন / দরিদ্র / ক্রীত / নির্মিত)

৫.৫. এককথায় কী হবে লেখো :

(i) ব্যবসায় করে যে (iii) পশু ও পক্ষী (v) প্রবঞ্চনা করে যে

(ii) লৌহ দ্বারা নির্মিত (iv) সৎ যে পথ (vi) তন্তু বয়ন করে যে

❒ সহায়ক পাঠ শিখন

১. সামর্থ্য

— পাঠ থেকে প্রত্যাশিত সামর্থ্য চিহ্নিত করতে হবে। সহায়ক পাঠের সামর্থ্যগুলো অন্যান্য পাঠ থেকে কিছুটা আলাদা।

— এখানে অর্জিত হবে পাঠ ও আবৃত্তির সামর্থ্য।

— পাঠের বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশের সামর্থ্য।

— পাঠের বক্তব্য যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে প্রকাশভঙ্গির কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য থাকলে সেটি দেখাতে পারা।

— বক্তব্য নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারা।

২. শিখন প্রক্রিয়া

— পাঠটি ভালো করে পড়তে হবে।

— কাহিনি বা বর্ণনা আগে শিক্ষার্থীদের দিয়ে বলিয়ে নিতে হবে।

— প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে হবে।

৩. মূল্যায়ন

— সহায়ক পাঠের মূল্যায়ন হবে মৌখিক ও লিখিত।

— মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের মৌখিক অংশে থাকবে পাঠ ও আবৃত্তির প্রশ্ন।

— লিখিত অংশে থাকবে মাত্র দুরকম প্রশ্ন : (১) বিষয়ভিত্তিক (২) রচনারীতির বৈশিষ্ট্যমূলক

[সহায়ক পাঠ]

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যাশিত সামর্থ্য

১. মেজদার তত্ত্বাবধানে পড়াশুনার পরিবেশের বর্ণনা দিতে পারা।

২. 'রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবির্ভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত্র অবস্থার বর্ণনা দিতে পারা।

৩. রচনারীতির বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারা।

পাঠ :

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য প্রথামতো বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্‌চায আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানি পেয়াদাদের তুলসীদাসি সুর শুনা যাইতেছে এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এন্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারও সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদা'র 'পাসের পড়া' বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মতো করিতেন। তাহার কোনোটিতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনোটাতে 'থুথুফেলা' কোনোটাতে 'নাকঝাড়া', কোনোটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদা'র সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ সেই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারী করিয়া মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা আটচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা একচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ত তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময়

আমরা যখন বাড়ির ভিতরে-শুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে তো আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা'র দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনোদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার। যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কী হইবে।

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ওই জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইনসংগত কিনা, অর্থাৎ কাল-পরশু কী পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রই রই চিৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কীসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা, মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে তাঁহার দুই-পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উলটাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আঁ-আঁ' করিয়া প্রদীপ উলটাইয়া চিত হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চ্যাচাইয়া ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধকরি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চিৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা তো ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানি সিপাহিরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকাবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাংলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী। ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্চায্যিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, কান পাকাড়কে লাও।

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভটচায্যিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দি বলিতে লাগিলেন। এই বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতিবৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্চায্যিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উলটাইয়া মহামারি কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল একটু ঠান্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভালো যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দারোয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারিকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ওই দরওয়ানদের। একটা ছোটো ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই। পিসেমশাই কোনো কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

মূল্যায়ন

১. **মৌখিক**

১.১. যতিচিহ্ন ঠিক রেখে পড়ে শোনাও।

১.২. মেজদা ভয় পেয়ে কী করল?

১.৩. 'সেদিনটার কথা আমার খুব মনে পড়ে?' — সেদিন কী কী হয়েছিল সংক্ষেপে বলো।

২. **লিখিত**

২.১. মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা কীভাবে চলত লেখো।

২.২. 'রয়েল বেঙ্গাল টাইগার' যখন এল তখন কী কী ঘটেছিল সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

২.৩. 'আমি বাঘ ভালুক নই — ছিনাথ বউরূপী', — ছিনাথের এই কথা শোনার পর ভট্টাচার্যমশাই, কিশোরী সিং, পিশেমশাই, পিসিমা — কে কী করেছিল লেখো।

৩. কাহিনিটির রচনারীতির (চলিত / সাধু কোন্ ভাষায় লেখা, কী কী বিশেষ শব্দ ব্যবহার হয়েছে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য দেখাও।

৪. রচনাটিতে হাসি বা হাস্যরসের কী কী বিষয় আছে লেখো।

৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণিতে ব্যাকরণ ও নির্মিতি শিখন

নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী ব্যাকরণ ও নির্মিতি পাঠের কয়েকটি বিশেষ দিক :

— ব্যাকরণের শিক্ষণ ও শিখন হবে আরোহ পদ্ধতিতে। অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে প্রচুর উদাহরণ দিতে হবে।

— যেমন, 'বিভক্তি' বোঝানোর জন্য প্রথমে পাঠ্য রচনা থেকে কয়েকটি বিভক্তিযুক্ত পদের উদাহরণ দিতে হবে।

— তারপর কোন্ কোন্ শব্দের সঙ্গে কোন্ কোন্ চিহ্ন বসে পদ তৈরি হল তা প্রথমে শিক্ষার্থীরা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবে।

— এবং এই চিহ্নগুলোই যে বিভক্তি সেটা ধরিয়ে দিতে হবে।

— এভাবে অনুরূপ বিভক্তিযুক্ত পদের উদাহরণ পাঠের বাইরে থেকেও দিতে চেষ্টা করতে হবে।

— অর্থাৎ প্রথমে সংজ্ঞা, পরে উদাহরণ এমনভাবে নয়, প্রথমে উদাহরণ দিয়ে প্রক্রিয়াটা বুঝিয়ে দিয়ে পরে সংজ্ঞায় আসতে হবে।

— ব্যাকরণের বিভিন্ন পরিভাষার সাধারণ অর্থ ও ব্যাকরণে তার বিশেষ অর্থটি বুঝে নিতে হবে ও বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন, সন্ধির সাধারণ অর্থ মিলন। কিন্তু ব্যাকরণে সন্ধি মানে দুই ধ্বনির মিলন। এইভাবে ব্যাকরণের বিভিন্ন পরিভাষা বুঝিতে দিতে হবে।

— নির্মিতির সাধারণ অর্থ গঠন, প্রস্তুতি ইত্যাদি। কিন্তু পাঠ্যসূচিতে নির্মিতি বলতে বোঝাবে শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ (সমার্থক, বিপরীতার্থক ইত্যাদি), বোধপরীক্ষণ, চিঠি লেখা, অনুচ্ছেদ লেখা, আমন্ত্রণপত্র লেখা, প্রবন্ধ লেখা ইত্যাদি।

ব্যাকরণের শিখন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া : উদাহরণ

সন্ধির পাঠ

'সন্ধি' পাঠের শেখা-শেখানো :

(i) **সামর্থ্য :**

— দুই শব্দের মিলিত উচ্চারণ ঠিকমতো করতে পারা।

— স্বরসন্ধির কয়েকটি বিষয় দেখাতে পারা।

— দুই শব্দকে এক শব্দ করতে পারা।

— সন্ধিবদ্ধ শব্দকে ভাগ করে দেখাতে পারা।

— সন্ধিবদ্ধ শব্দ বাক্যে প্রয়োগ করতে পারা।

(ii) **শিখন প্রক্রিয়া :**

— ভিত জরিপ করে জেনে নিতে হবে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যস্তর। তার জন্য ধ্বনির বৈশিষ্ট্য—

স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি—ধ্বনি ও বর্ণ—শব্দের ভিতরকার বর্ণ চেনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে।

— এ প্রসঙ্গে ধ্বনি ও বর্ণের সাধারণ অর্থ ও ব্যাকরণে ব্যবহৃত অর্থের পার্থক্য বিশেষভাবে আলোচ্য।

— একই জাতীয় স্বরধ্বনির মিলিত উচ্চারণের শব্দ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে (যেমন, ভগ্নাংশ/বিদ্যালয়/রবীন্দ্র)।

— যে যে শব্দ মিলে সন্ধিবন্ধ শব্দগুলো গঠিত সেগুলো আলাদা করে দেখানো।

— প্রথমটির শেষ বর্ণের ধ্বনি ও দ্বিতীয়টির প্রথম বর্ণের ধ্বনির মিলিত উচ্চারণের প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দেওয়া।

— সন্ধি করে শব্দ জুড়ে দেওয়া, সন্ধির নিয়মে শব্দ ভাগ করে দেখানোর কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিতে হবে।

— সন্ধি যে কেবল শব্দের ভাঙা-গড়া দেখাবার জন্য নয়, শব্দসংকোচনের মাধ্যমে তা ভাষার মাধুর্য সৃষ্টির কাজে লাগে সেটা বিশেষভাবে শেখাতে ও বোঝাতে হবে।

— সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য প্রথমে সামর্থ্যগুলো বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী সহজ থেকে কঠিনে, চেনা থেকে অচেনায় এবং জানা থেকে অজানায় প্রশ্নগুলো ক্রমান্বয়ে সাজাতে হবে।

— সন্ধি (বা ব্যাকরণের যে-কোনো পাঠ) বিষয়ে শিখন প্রক্রিয়া অনায়াসে সহজ ও সাবলীল হবে যদি চারপাশের পরিচিত উদাহরণ ও তুলনার সাহায্যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

— শিক্ষক-শিক্ষিকা শুধু একতরফাভাবে না বলে শিক্ষার্থীদের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে শিখন প্রক্রিয়া চালালে প্রক্রিয়াটি সজীব হয়ে উঠবে।

উদাহরণ — সন্ধি

(iii) সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন

ক. জ্ঞানমূলক : তথ্য স্মরণ করা ও চেনা

শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও :

১. সন্ধি মানে..........

২. সন্ধির ফলে দুটো শব্দ..........হয়ে যায়।

৩. প্রথম শব্দের..........ধ্বনি আর দ্বিতীয় শব্দের......ধ্বনির মিলনে সন্ধি হয়।

৪. দুটো ধ্বনির মিলনে.......ধ্বনি সৃষ্টি হয়।

৫. পঠিত অংশ থেকে উদাহরণ দাও।

অ + অ মিলে আ হওয়া ....।

আ + আ মিলে আ হওয়া ....।

খ. বোধমূলক : তথ্য বুঝিয়ে দেওয়া

১. দুটি ধ্বনির সন্ধি করতে গেলে ধ্বনিগুলো শব্দের কোন্ কোন্ জায়গায় থাকা চাই।

২. কোন্‌টি ঠিক : যে-কোনো দুটি শব্দের ধ্বনির মধ্যে সন্ধি হয়/সন্ধি হয় না।

৩. উদাহরণ দিয়ে বোঝাও ঃ দুটো ধ্বনি মিলে একটি নতুন ধ্বনি হয়।

৪. (i) সূর্যালোক, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত

(ii) প্রত্যহ, প্রতীক্ষা, পরীক্ষা

(i) ও (ii) এর কোন্ কোন্ শব্দে একই জাতীয় সন্ধি (অর্থাৎ একই ধরনের স্বরধ্বনির সন্ধি) হয়েছে?

৫. সন্ধির পার্থক্য দেখাও : মহাশয়-মহার্ঘ

গ. প্রয়োগমূলক ঃ তথ্যের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা

১. সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখাও : সহ্যাতীত, পূর্বাকাশ, নীলাচল, স্মরণাতীত

২. সন্ধি করে দেখাও : মধ্য + অহ্ন, শব + আধার, ব্রতী + ইন্দ্র

৩. নীচের কোন্ শব্দে সন্ধি হয়েছে, কোন্ শব্দে সন্ধি হয়নি, দেখাও : দ্বীপান্তর, দ্বীপপুঞ্জ

৪. সন্ধি করে নিয়ে বাক্যগুলো আবার লেখো : তুমি দীর্ঘ-আয়ু হও। এক সপ্ত-অহ বাইরে থাকব। বিদ্যা-অর্জনে আনন্দ হয়।

৫. সন্ধি করা হয় কেন বুঝিয়ে দাও।

নির্মিতি (বোধপরীক্ষণ) শিখন

এই পাঠ থেকে প্রত্যাশিত সামর্থ্য

১. পুম্পুহারের পরিচয় দিতে পারা।

২. সুনামির জলোচ্ছ্বাসের কথা প্রকাশ করতে পারা।

৩. মণিমেগালাইয়ের কৃতিত্বের কথা বলতে পারা।

সমুদ্রের ধারে ছোট্ট গ্রাম পুম্পুহার। এই গ্রামেরই পঞ্চায়েত-প্রধান মণিমেগালাইয়ের কথা এখন এলাকার মানুষের মুখে মুখে। তাঁরই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অন্তত একশোটি প্রাণ বেঁচেছে নাগপত্তিনমের এই গ্রামে। ভোরে জল তুলতে গিয়ে কুয়োয় অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস চোখে পড়ে এই প্রবীণার। আশপাশের পুকুরও তখন উথালপাথাল। অজানা বিপদ আশঙ্কা করে সব ফেলে সমুদ্রের দিকে ছুটে যান মণি। তটে তখন ধীবরদের ভিড়, বাচ্চারা খেলছে। পথে পড়ে থানা। পুলিশকেও সতর্ক হতে বলেন। সমুদ্রের তীরে গিয়ে হাঁকডাক করে প্রায় তাড়িয়েই নিয়ে আসেন মানুষগুলোকে। আর তার কয়েক মিনিটের মধ্যে সমুদ্র ফুঁসে উঠে আছড়ে পড়ে পুম্পুহারের তটে। এত করে কপাল চাপড়াচ্ছেন মণিমেগালাই। পুম্পুহারের ৭৯টি মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে সুনামি। কচিকাঁচার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ৯৮ সালে সেরা পঞ্চায়েত-প্রধানের পুরস্কার নিয়েছিলেন মণি প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর হাত থেকে। ১৫ বছর বয়স থেকে বাপজ্যাঠার হাত ধরে সমাজ সেবায়, দরিদ্রদের ঘর বানিয়ে, জলাধার গড়ে, রাস্তা কেটে পুম্পুহারকে আদর্শ গ্রামের চেহারা দিতে আবাল্য লড়াই চালিয়েছেন মণি। সুনামি এখন নতুন লড়াইয়ের সামনে ফেলে দিল তাঁকে। দুর্গত শিবিরে শিবিরে ঘুরে গাঁয়ের মানুষদের দেখভাল চালাচ্ছেন রোজ। নাগপত্তিনমেরই সিক্কামের শিবিরে ঠাঁই পেয়েছে তিনটি বাচ্চা। মালতী, বালমুরুগান আর অপিতাম। সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বাবা-মাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝার ক্ষমতা হয়নি এখনও।

১. শিখন প্রক্রিয়া

১.১. অনুচ্ছেদটি ভালো করে খুঁটিয়ে পড়তে হবে।

১.২. পাঠের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে রাখতে হবে।

১.৩. বক্তব্য নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে।

২. মুল্যায়ন

২.১. গ্রামটি কোথায়?

২.২. মণিমেগালাই সবাইকে সেখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এলেন কেন?

২.৩. সুনামি পুম্পুহারের কী ক্ষতি করেছিল?

২.৪. মণি তাঁর কাজের জন্য কী পুরস্কার পেয়েছিলেন?

২.৫. বর্ণনার কোন্ অংশটি তোমার কাছে বেশি বেদনাদায়ক মনে হয়েছে লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র
একক অভীক্ষা
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির ব্যাকরণ ও নির্মিতি
ষষ্ঠ শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : পূর্ণমান-৪

১ম একক অভীক্ষা :

১. ধ্বনি ও বর্ণ

১.১ ধ্বনির অন্য নাম : [যেটি ঠিক তার পাশে ✔ চিহ্ন দাও] ½

হাওয়া	
আওয়াজ	

১.২ ভাষার ধ্বনি ওঠে দেহের এইসব জায়গা থেকে : [যেটি ঠিক তার পাশে ✔ চিহ্ন দাও] ½

নাক	
কান	
মুখ	
চোখ	

১.৩ ভাষার ধ্বনি ওঠে : [যেটি ঠিক তার পাশে ✔ চিহ্ন দাও]

আপনাআপনি	
বক্তার ইচ্ছা অনুসারে	

১.৪ বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির [ঠিক জায়গায় ✔ চিহ্ন দাও]

উচ্চারণ করা রূপ	
লিখে দেখানো রূপ	

½

১.৫ বর্ণ কয় ভাগে বিভক্ত?— দুই, তিন, চার ভাগে। [যেটি ঠিক তার মাথায় ✔ চিহ্ন দাও] ½

১.৬ ভাগগুলির নাম লেখো : ————

১.৭ খোপ কেটে তাতে ভাগের নাম লিখে নীচের বর্ণগুলি ঠিক খোপে বসাও : ১

ণ ঋ চ ঐ

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৪**

১. **প্রতিশব্দ** ২

১.১ নীচের শব্দগুলির দুটি করে প্রতিশব্দ লেখো ঃ ১/২+১/২

মাথা ——— ———

সূর্য ——— ———

১.২ **বাঁপাশে যে শব্দটি দেওয়া আছে ডানপাশের শব্দগুলির মধ্য থেকে তার ঠিক প্রতিশব্দটি খুঁজে তার মাথায় ✔ চিহ্ন দাও :** **১**

১.২.১ আগুন—(বিদ্যুৎ/অনল/বজ্র) ১/২+১/২

১.২.২ গাছ—(তৃণ/লতা/বৃক্ষ)

২. **বিপরীত শব্দ :** **২**

২.১ **বাঁদিকে কিছু শব্দ দেওয়া আছে। ডানদিকের লেখা যে শব্দ বাঁদিকের শব্দের বিপরীত অর্থ বোঝাচ্ছে তার মাথায় ✔ চিহ্ন দাও :** ১/২

দিন———(সকাল/সন্ধ্যা/রাত্রি)

অল্প———(কম/অধিক/ভীষণ)

২.২ **নীচে দেওয়া শব্দদুটির বিপরীত শব্দ দিয়ে দুটি বাক্য লেখো :** ১

বেশি ———

হাসি ———

২.৩ নীচে দুটি বিপরীত শব্দ পাশাপাশি দেওয়া আছে। এ দুটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্যরচনা করো। যেমন—নতুন : পুরোনো—পুরোনো জামা ছিঁড়ে যাওয়ায় নতুন জামা কিনেছি।)

কঠিন : সহজ____

নমুনা প্রশ্নপত্র
প্রথম একক অভীক্ষা
সপ্তম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৪**

১. **ব্যঞ্জন সন্ধি**

১.১ **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি লেখো :** $\frac{১}{৪}$×৪=১

—— + চিত্র = চলচ্চিত্র

বাক্ + —— = বাঙ্ময়

১.২ **সন্ধিবিচ্ছেদ করো :** ১

জগদীশ =

উচ্ছ্বাস =

সম্বোধন =

অসদুপায় =

১.৩ **সন্ধি করে এক শব্দে লেখো :** $\frac{১}{২}$×২

১.৩.১ সৎ ও অসৎ =

১.৩.২ দিক্ বিজয় করে যে =

২. **বানান-শুদ্ধি :**

২.১ নীচে লেখা শব্দগুলির বানান ঠিক আছে কিনা বিচার করো। (পাশে লেখা হ্যাঁ/না-র মধ্যে যেটা ঠিক সেটা রেখে অন্যটা কেটে দাও) এবং যে বানান ভুল তার শুদ্ধ বানান পাশের ঘরে লেখো : $\frac{১}{৪}$×৪=১

শব্দ	বিচার	শুদ্ধ বানান
সম্বর্ধনা	হ্যাঁ/না	
দুর্ণাম	হ্যাঁ/না	
অপরাহ্ন	হ্যাঁ/না	
পুরষ্কার	হ্যাঁ/না	

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৪**

১. **বিপরীত শব্দ :** ২

১.১ নীচে লেখা শব্দগুলিতে যে শব্দের নীচে দাগ দেওয়া আছে শূন্যস্থানে সেই শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

১.১.১ <u>জন্ম</u> হলে —— হবেই। ১

১.১.২ <u>আলো</u> জ্বেলে ঘরের —— দূর করো।

১.২ 'ক' চিহ্নিত অংশে যে সব শব্দ আছে 'খ' চিহ্নিত অংশে সেগুলির বিপরীত শব্দ এলোমেলোভাবে আছে। সেগুলি ঠিকমতো সাজাও : ১

'ক'	'খ'
(১) সরল	(১) পাওনা
(২) দেনা	(২) জটিল

২. **বোধপরীক্ষণ** ২

২.১ **নীচের অংশটি পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

"পুজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসি কাপড়, কত সোনার অলংকার। আর ভাণ্ড ভরে ক্ষীর দই, পাত্র ভরে মিষ্টান্ন। মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।"

২.১.১ মা সওগাত পাঠাচ্ছেন কেন? ½

২.১.২ নানা সামগ্রী কোথায় ছিল? ½

২.১.৩ ভাণ্ড ভরে কী কী ছিল? ½

২.১.৪ মিষ্টান্ন কোথায় ছিল? ½

নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রথম একক অভীক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

১. **বিসর্গ সন্ধি**

১.১ **সন্ধি করো :** ১

নিঃ + জন =

নিঃ + রব =

১.২ **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি বসাও :** ১

—— + কার = পুরস্কার

—— + তত = ইতস্তত

২. **লিঙ্গ**

২.১ **নীচের বাক্যে যেসব শব্দে দাগ আছে তাদের স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ দিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :**

তিনি একজন <u>বিদ্বান</u> <u>পুরুষ</u>। ১

২.২ **লিঙ্গ বদল করো :**

পুংলিঙ্গ	**স্ত্রীলিঙ্গ**	
অভিমানী	——	$\frac{1}{8}$
——	গিন্নি	$\frac{1}{8}$
পুলিশ	——	$\frac{1}{8}$
——	মাতুলানি	$\frac{1}{8}$

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৬**

১. **সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ :** ২

২.১ **নীচের সমোচ্চারিত শব্দযুগল দিয়ে ২+২=৪টি বাক্য লেখো :** ২+১=২

২.১.১ মূক —

মুখ —

২.১.২ আবরণ —

আভরণ —

২. **অশুদ্ধি সংশোধন :** ২

২.১ বানানের অশুদ্ধি সংশোধন করো : $\frac{১}{২}$×২=১

২.১.১ যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশে ত্রাণ চাই।

২.২.২ প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই সভায় পৌরহিত্য করবেন।

২.২ **নীচের বাক্যদুটি ঠিক করে লেখো :** $\frac{১}{২}$×২=১

২.২.২ ছেলেটি আরোগ্য হয়েছে।

২.২.২ ক্লাসের সব ছেলেরা মাঠে গিয়েছে।

নমুনা প্রশ্নপত্র
দ্বিতীয় একক অভীক্ষা
ষষ্ঠ শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৪**

১. **সন্ধি :**

১.১ পাশের খোপ থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো : ½
পাশাপাশি থাকা দুই —— মিলনকে বলে সন্ধি। | ধ্বনির/বর্ণের |

১.২ **শূন্যস্থান পূরণ করো :** ½
সন্ধি তিন রকম। স্বরসন্ধি, —— সন্ধি এবং —— সন্ধি।

১.৩ **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও :** ½×২=১
নর + —— = নরাধম
—— + আরোহী = অশ্বারোহী।

১.৪ **নীচের বাক্যগুলিতে যেসব সন্ধিবদ্ধ শব্দ আছে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো :** ½×২=১

১.৪.১ আজ আমাদের দ্বিতীয় একক অভীক্ষা।

১.৪.২ শচীশ স্যার আমাদের বাংলা পড়ান।

১.৫ **সন্ধিবিচ্ছেদ করে শুদ্ধ বানান লেখো :** ½+২=১

শব্দ	**সন্ধিবিচ্ছেদ**	**শুদ্ধ বানান**
পরিক্ষা	——	——
রবিন্দ্রনাথ	——	——

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান ৪**

১. **বোধপরীক্ষণ**

১.১ এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভরতি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাব শতক, ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়। মাসিক সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়। এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসংকোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল চোখের জলে। তখন ধারণা ছিল যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন্ উদ্দেশ্য আছে? এরই মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটল। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে

কলেজে পড়তেন। তিনি এলেন বাড়ি। তাঁর সংগীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি; বাড়ির মেয়েদের জড়ো করে তিনি একদিন পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখে জল এল। পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটল এবং বেশ মনে পড়ে এইবার পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়।

প্রশ্ন :

১। ছাত্রবৃত্তির ক্লাসে কী কী বই পড়তে হত? ১

২। 'তখন ধারণা ছিল যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন্ উদ্দেশ্য আছে?'— লেখকের এমন ধারণার কারণ কী? ১

৩। লেখকের আত্মীয় কোন্ বই পড়ে শুনিয়েছিলেন? ১

৪। এই বইয়ের কবিতা শোনার পর লেখক কী করেছিলেন ও তাঁর কী মনে হয়েছিল? ১

নমুনা প্রশ্নপত্র
দ্বিতীয় একক অভীক্ষা
সপ্তম শ্রেণি

পূর্ণমান-৪

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন :

১. **বাক্যের সাধারণ গঠন :** $\frac{১}{২}$×২=১

১.১.১ সব বাক্যেরই দুটো অঙ্গ। উদ্দেশ্য ও ——।

১.১.২ বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বলে ——।

১.২ **ছক কেটে নীচের বাক্যগুলোর উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ ভাগ করে দেখাও :** $\frac{১}{২}$×২=২

১.২.১ রাম দৌড়োচ্ছে।

১.২.২ আমাদের স্কুলের সবাই প্রথম বিভাগে পাস করেছে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

১.৩ **নীচের বাক্যগুলির উদ্দেশ্যপদ ও বিধেয় ক্রিয়া বেছে দেখাও :** $\frac{১}{২}$×২=১

১.৩.১ নরেশবাবুর ছোটো মেয়ে শ্যামলী খুব সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত গায়। উদ্দেশ্য পদ ——; বিধেয় ক্রিয়া ——

১.৩.২ সে আর তার ভাই বসে বসে ভাত খাচ্ছে।
উদ্দেশ্য পদ ——; বিধেয় ক্রিয়া ——।

১.৪ **নীচের বাক্যগুলোর উদ্দেশ্যপদের প্রসারক ও বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারক বেছে দেখাও :**

১.৪.১ এখানকার রাস্তাঘাট তেমন ভালো নয়।

১.৪.২ রামবাবুর বড়ো ছেলে যদু অঙ্কে লেটার পেয়েছে।

পূর্ণমান-২

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন :

১. **সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ**

১.১ **নীচের জোড়া শব্দ দিয়ে এমন দুটো করে বাক্য রচনা করো যাতে তাদের অর্থের তফাত বোঝা যায় :** $\frac{১}{২}$×৪=২

অন্ন-অন্য, দিন-দীন, প্রসাদ-প্রাসাদ; পরিচ্ছদ-পরিচ্ছেদ।

১.২ **নীচের শব্দগুলির পাশের ফাঁকা জায়গা সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ দিয়ে পূরণ করো :** $\frac{১}{২}$×৪=২

স্বর্গ —

সাক্ষর —

কুল —

নীড় —

নমুনা প্রশ্নপত্র
দ্বিতীয় একক অভীক্ষা
অষ্টম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৪**

১. **বচন :**

১.১ **বচন অনুসারে নীচের শব্দগুলো ঠিক ঘরে বসাও :** $\frac{১}{২}$×৪=২

মানুষটি, সে, আমাদিগকে, লাল লাল ফুল

একবচন	বহুবচন

১.২ **ভুল সংশোধন করে আবার লেখো :** $\frac{১}{২}$×৪=২

যেসব ছাত্ররা; ———

দেশের সমস্ত নাগরিকবৃন্দ; ———

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনাবলি; ———

লক্ষ লক্ষ লোকেদের ভিড়। ———

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৪**

১. **সমার্থক শব্দ :**

১.১ **নীচের শব্দদুটির দুটি করে সমার্থক শব্দ দিয়ে মোট ৪টি বাক্যরচনা করো : আগুন; আকাশ।**

নমুনা প্রশ্নপত্র
তৃতীয় একক অভীক্ষা
ষষ্ঠ শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৬**

১. **বর্ণ থেকে শব্দ :**

১.১ বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যোগ করলেই কি শব্দ হয়, না শব্দ হতে গেলে আরও কিছুর দরকার হয়? উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ২

১.২ **বর্ণ বিশ্লেষণ করো** (যে-কোনো ২টি) : ১

রাষ্ট্রপতি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, স্টেডিয়াম, কৃষ্ণকান্ত

২. **শব্দযোগে বাক্য গঠন :**

২.১ শব্দের সঙ্গে শব্দ যোগ করলেই কি তা বাক্য হবে? ঠিক উত্তরে ✔ চিহ্ন দাও : ১

হ্যাঁ	
না	

২.২ **নীচে লেখা শব্দগুলি বাক্য কিনা বিচার করো।** (পাশে লেখা হ্যাঁ/না-র মধ্যে যেটা ঠিক সেটা রেখে অন্যটা কেটে দাও) : ২

২.২.১	আগুনে হাত ভিজে গেল	হ্যাঁ	না
২.২.২	কাল স্কুল থেকে এসে	হ্যাঁ	না
২.২.৩	রবীন্দ্রসংগীত ভালো মেয়েটা গায়	হ্যাঁ	না
২.২.৪	টুনটুনি কুলগাছে বাসা করে আছে	হ্যাঁ	না

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৪**

১. **পত্ররচনা**

তোমাদের স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো। ৪

নমুনা প্রশ্নপত্র
তৃতীয় একক অভীক্ষা
সপ্তম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৬**

১. **বাক্যের বিভিন্ন পদের অন্বয়গত বা পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের চিহ্ন :**

১.১ নীচের বাক্যগুলিতে যেসব রেখাঙ্কিত পদ আছে বাক্যের ক্রিয়া বা অন্যপদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকলে সেই সম্পর্কের নাম (কর্তা, কর্ম, করণ, নিমিত্ত, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ, সম্বোধন) বলো এবং সেই সম্পর্কের চিহ্ন নির্দেশ করো **(যে-কোনো ২টি) :** ২

১.১.১ <u>নদীতে</u> বন্যা হয়েছে।

১.১.১ <u>মশায়</u> কামড়ায়।

১.১.১ ছেলেরা <u>বল</u> খেলে।

১.১.১ রাম <u>আমার</u> বন্ধু।

২. **বিভক্তি ও অনুসর্গ :**

২.১ **নীচের বাক্যগুলি থেকে বিভক্তি ও অনুসর্গ বেছে নিয়ে অনুসর্গ ও বিভক্তির মিল ও অমিল বুঝিয়ে দাও :** ২

২.১.১ <u>জলে</u> মাছ আছে।
<u>জলের মধ্যে</u> মাছ আছে।

২.১.২ এ <u>কলমে</u> লেখা যায় না।
এ <u>কলম দিয়ে</u> লেখা যায় না।

৩. **ক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়াবিশেষণের সম্পর্ক**

৩.১ **নীচের বাক্যগুলি থেকে দুটি ক্রিয়াবিশেষণ পদ বেছে দেখাও এবং এ দুটি ক্ষেত্রে ক্রিয়াবিশেষণ গঠনে কী কী নিয়ম কাজ করেছে তা লেখো (যে-কোনো ২টি) :** ২

৩.১.১ হঠাৎ বৃষ্টি এল।

৩.১.২ গাড়িটি ধীরে চলছে।

৩.১.২ শুনে শুনে গানটা শিখেছি।

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৪**

অনুচ্ছেদ রচনা :

খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আটটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র
তৃতীয় একক অভীক্ষা
অষ্টম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : পূর্ণমান-৬

১. পুরুষ :

১.১ শূন্যস্থানে ক্রিয়া অনুসারে পুরুষবাচক শব্দ বসাও (যে-কোনো ২টি) :

১.১.১ —— কোথায় গিয়েছিলে?

১.১.২ কাল —— খেলা দেখতে যাব।

১.১.৩ —— বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে (সর্বনাম পদ বসাও)।

১.১.৪ আজ —— অফিসে যান নাই।

১.২ শূন্যস্থানে পুরুষবোধক ক্রিয়াপদ বসাও (যে-কোনো ২টি) : ১

১.২.১ রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার ——।

১.২.২ আমরা বেড়াইতে ——।

১.২.৩ আপনি কোথা থেকে ——?

১.২.৪ তুই কি রাত্রে ভাত ——?

২. বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ

২.১ উদাহরণ দাও (যে-কোনো দুটি) : ১

২.১.১ ভাববাচক বিশেষ্য______________

২.১.২ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য______________

২.১.৩ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য______________

২.১.৪ শ্রেণিবাচক বিশেষ্য______________

২.২ শব্দগুলি কোন্ শ্রেণির বিশেষ্য লেখো (যে-কোনো দুটি) : ১

২.২.১পঞ্চায়েত ২.২.২ লড়াই ২.২.৩ ডাক্তার ২.২.৪ ম্যালেরিয়া।

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : পূর্ণমান-৪

পত্ররচনা ৪

তোমার দিদির বিয়ে, এজন্য তুমি দুদিন স্কুলে আসতে পারবে না। দুদিনের ছুটি চেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে আবেদনপত্র লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র
চতুর্থ একক অভীক্ষা
ষষ্ঠ শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

১. বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ

১.১ বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নিম্নশ্রেণিভুক্ত শব্দ কী কাজ করে লেখো (যে-কোনো ২টি) : ২

১.১.১ বিশেষ্য

১.১.২ ক্রিয়াবিশেষণ

১.১.৩ সর্বনাম

১.১.৪ আলংকারিক শব্দ

১.২ নীচের বাক্যগুলিতে রেখাচিহ্নিত শব্দগুলি কোন্ শ্রেণিভুক্ত লেখো (যে-কোনো ২টি) : ২

১.২.১ শম্ভু এই বাড়ির ছেলে

১.২.২ তার বাবা আমাদের শিক্ষক।

১.২.৩ তিনি খুব গম্ভীর মানুষ।

১.২.৪ তবে ছাত্রদের খুব ভালোবাসেন।

১.৩ একটি উদাহরণ দিয়ে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়ার তফাত বুঝিয়ে দাও। ১

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

গাছ আমাদের বন্ধু—এ বিষয়ে দশটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র
চতুর্থ একক অভীক্ষা
সপ্তম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান ৫**

১. বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের শব্দরূপ

১.১ নিম্নলিখিত বিশেষ্য পদ গুলির শব্দরূপ লেখো (যে-কোনো ২টি) : ২

১.১.১ রবীন্দ্রনাথ + কর্ম ও সম্বন্ধ
কর্ম ——
সম্বন্ধ ——

১.১.২ মা + নিমিত্ত ও সম্বোধন
নিমিত্ত ——
সম্বোধন ——

১.১.৩ গাছ + কর্ম ও অধিকরণ
কর্ম ——
অধিকরণ ——

১.১.৪ পাতা + অপাদান ও সম্বন্ধ
অপাদান ——
সম্বন্ধ ——

১.২ নিম্নলিখিত সর্বনাম পদগুলির শব্দরূপ দেখাও (যে-কোনো ২টি) : ২

১.২.১ প্রথম পুরুষের সম্মানসূচক সর্বনাম (কর্তা) ——
১.২.২ মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক সর্বনাম (সম্বন্ধ)
১.২.৩ উত্তম পুরুষ বহুবচন (করণ)
১.২.৪ মধ্যম পুরুষের সাধারণ সর্বনাম একবচন (অধিকরণ)

২. বিশেষণের তর-তম

২.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১

২.১.১ **নীচের বিশেষণ পদ থেকে তর-বাচক বিশেষণ তৈরি করো এবং ওই শব্দ দিয়ে একটি বাক্যরচনা করো** (যে-কোনো ১টি) :
গুরু, সুন্দর, প্রিয়, মহৎ

২.১.২ **নীচের বিশেষণ পদ থেকে তম-বাচক বিশেষণ পদ তৈরি করো এবং ওই শব্দ দিয়ে একটি বাক্য রচনা করো** (যে-কোনো ১টি) :
গুরু, বলবান, পাপী, বৃদ্ধ।

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

তোমার দেখা কোনো একটি উৎসবের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র
চতুর্থ একক অভীক্ষা
অষ্টম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

১. **ক্রিয়াপদ**

১.১ **ক্রিয়ার কাল**

১.১.১ **নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলি কোন্ কোন্ কালের তা নির্দেশ করো (যে-কোনো ২টি) : ২**

দেখিলাম ....

খেয়েছিলাম ....

দেখতে থাকব ....

খাচ্ছে ....

১.১.২ **নির্দেশ অনুসারে লেখো** (যে-কোনো ২টি) **:** ২

১.১.২.১ কর্ ধাতু + উত্তমপুরুষ অতীত কালের ক্রিয়ারূপ (চলিত ভাষায়)

১.১.২.২ দেখ্ ধাতু + মধ্যমপুরুষ (সম্মানবাচক) ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ (সাধুভাষায়)

১.১.২.৩ পা ধাতু + প্রথম পুরুষ বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপ (চলিত ভাষায়)

১.১.২.৪ দে ধাতু + প্রথম পুরুষ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ (সাধুভাষায়)

১.২ **ক্রিয়ার ভাব**

১.২.১ **যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** ১

১.২.১.১ **উদাহরণ দাও** (যে-কোনো ১টি) **:**

নির্দেশক ভাব, অনুজ্ঞা ভাব

১.২.১.২ **নীচের ক্রিয়াপদে কোন্ 'ভাব' প্রকাশ পেয়েছে লেখো** (যে-কোনো ১টি) **:**

সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

<u>বোধপরীক্ষণ</u>

নীচের লেখাটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বুনো হাতির দল তত ভয়ের নয়। যত ভয় বনের মধ্যে একলা হাতি। তার কারণ হাতিরা দল বেঁধে থাকে। দলের নিয়ম মেনে চলে। দুষ্টু হাতি, আর খ্যাপা হাতিদের ওরা দল থেকে বের করে দেয়। তারাই একলা একলা ঘুরে বেড়ায়। অন্য জানোয়ার কিংবা মানুষ দেখলে তেড়ে আসে।

হাতির দল থাকতেও ভালোবাসে গভীর জঙ্গলে। কোনো কারণে সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হলে, তবেই তারা গ্রামে উৎপাত করে। ফসল খেয়ে ফেলে।

বাবার লেখা বইয়ে পড়েছি— 'একবার বর্মায় জঙ্গলে জরিপ করতে গিয়ে দেখেছিলাম অনেক দূরের পাহাড়ে ধস নেমেছে। আনেকখানি মাটি বসে গেছে। তলাকার লালচে পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। আর তারি ওপর দিয়ে কালো স্রোতের মতো কী যেন নেমে আসছে।'

বাবা তো দেখেই অবাক!

গাঁয়ের খালাসিরা বলল, 'ও কিছু নয়। ও হল গিয়ে হাতির পাল। ওদের চরে বেড়াবার জায়গা নষ্ট হয়েছে। তাই অন্য জায়গার খোঁজে নেমে আসছে। মানুষদের বাড়ির কাছে ওরা আসবে না।'

প্রশ্ন :

১। কোন্ হাতি ভয়ানক?
২। সেই হাতি ভয়ানক কেন?
৩। হাতির দল কোথায় থাকতে ভালোবাসে?
৪। হাতির দল কখন এসে গ্রামে উৎপাত করে?
৫। বর্মার জঙ্গলে পাহাড় থেকে হাতিরা নেমে আসছিল কেন?

নমুনা প্রশ্নপত্র

পঞ্চম একক অভীক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

১. **শব্দের পদান্তর**

১.১ **যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** ২

১.১.১ **পদান্তর করো (যে-কোনো ৪টি) :**

ভারত, পাণ্ডিত্য, ধীর, জীবিত, মাটি, চব্বিশ।

১.১.২ **নীচের শব্দগুলো ঠিক ঘরে বসাও** (যে-কোনো ৪টি) :

প্রাকৃতিক, নীরব, দোকানদার, ছেলেমানুষ, আলসেমি, চালাক, দরিদ্র, মিথ্যা।

বিশেষ্য	বিশেষণ

২. **পুরুষ, লিঙ্গ, বচন**

২.১ **পুরুষ** ১

২.১.১ **নীচের পদগুলি ঠিক ঘরে বসাও** (২টি) :

রাম, আমি, তোমাদের, আপনি, মম, তাকে।

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ

২.২ **লিঙ্গ** ১

২.২.১ **লিঙ্গান্তর করো** (২টি) :

বিদ্বান, সাহেব, মাসিমা, শিব, বেগম।

অথবা

২.২.২ লিঙ্গ অনুসারে পদগুলি ঠিক ঘরে বসাও (৪টি) :

টিভি, নায়িকা, শিক্ষক, শিশু, হাতি, গিন্নি।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	উভলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ

২.৩ বচন

২.৩.১ বচন পরিবর্তন করে বাক্যরচনা করো (২টি) : ১

বৃক্ষ, আপনি, কে, ছাত্র, কর্মীবৃন্দ, পশুসকল।

অথবা

২.৩.২ বচন অনুসারে শব্দগুলি ঠিক ঘরে বসাও (৪টি) : ১

ছাত্রবৃন্দ, লম্বা লম্বা গাছ, কথামালা, মোর, তোমাকে, তিনি।

একবচন	বহুবচন

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : পূর্ণমান-৫

অনুচ্ছেদ রচনা :

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান—এই বিষয়ে দশটি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র
পঞ্চম একক অভীক্ষা
সপ্তম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

১. **সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ**

১.১ **যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :**

১.১.১ **মোটা হরফের শব্দগুলি ঠিক ঘরে বসাও** (৪টি) : ২

দোসরা এপ্রিল। **একুশ** বছর। **একুশ** শতক। **একুশে** ফেব্রুয়ারি। **তিনের** পাতা। **পনেরোই** আগস্ট। ভ্রাতৃ **দ্বিতীয়া**। **দ্বিতীয়া** কন্যা।

সাধারণ সংখ্যাবাচক	পূরণবাচক

১.১.২ **সাধারণ সংখ্যাবাচক শব্দগুলির পূরণবাচক শব্দ লেখো** (৪টি) :

চার, আঠারো, নব, ঊনবিংশ, পঞ্চাশৎ, বাইশ (শ্রাবণ)।

২. **শব্দ তৈরির প্রাথমিক কৌশল (প্রত্যয়)**

২.১ **নীচের ধাতু ও শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করো** (২টি) : ১

খা (ধাতু), নিন্দা, চালাক, কাঁদ্ (ধাতু)

২.২ **প্রত্যয় ব্যবহার করে এক শব্দে লেখো (২টি) :** ১

ঢাকায় উৎপন্ন (শাড়ি)। দোকানদারের কাজ। পাণ্ডুর পুত্র। সহ্য করতে অভ্যস্ত।

২.৩ **প্রত্যয় দিয়ে তৈরি করা শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :** ১

মেয়েটি খুব ——। তবে খুব ভালো ——। গান গেয়ে —— করেছে। তার —— সবাই খুশি।

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

বোধপরীক্ষণ অথবা অনুচ্ছেদ রচনা

নমুনা প্রশ্নপত্র
পঞ্চম একক অভীক্ষা
অষ্টম শ্রেণি

ব্যাকরণের নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান-৫**

১. প্রত্যয়জাত শব্দ ও অনুষঙ্গজাত শব্দ ২

১.১ নীচের শব্দগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি কৃদন্ত ও কোন্ কোন্‌টি তদ্ধিতান্ত তা বেছে দেখাও : (৪টি) ১

জাপানি, রামায়ণ, ছেলেভুলানো (ছড়া), হাঁচি, পানীয়, কর্তব্য, জলীয়, সামুদ্রিক।

অথবা

১.২ নীচের চিহ্নিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্‌টি ধ্বন্যাত্মক, কোন্‌টি অনুকার শব্দ ও কোন্‌টি শব্দদ্বৈত তা নির্দেশ করো : (৪টি) ১

১.২.১ **ঝমঝম** করে বৃষ্টি পড়ছে।

১.২.২ **কনকনে** ঠান্ডা পড়েছে।

১.২.৩ লুচি-**টুচি** আমার ভালো লাগে না।

১.২.৪ মোটা-**সোটা** লোক।

১.২.৫ জিনিস-**পত্রের** দাম বেড়েছে।

১.২.৬ রাস্তায় **লোকজন** তেমন নেই।

২. বাক্য

২.১ যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৩

২.১.১ একটি জটিল বাক্যের উদাহরণ দিয়ে বাক্যটি কেন ‘জটিল’ তা লেখো। ১

২.১.২ গঠনের দিক থেকে নীচের কোন্ বাক্যটি কোন্ ধরনের তা লেখো : (২টি) ১

২.১.২.১ জ্বর হওয়ায় সে আজ স্কুলে আসেনি।

২.১.২.২ তার জ্বর হয়েছে, তাই সে আজ স্কুলে আসেনি।

২.১.২.৩ যতদিন বাঁচি, তত দিন শিখি।

২.১.২.৪ তুমি না গেলে আমি যাব।

২.১.৩ **অর্থের দিক থেকে নীচের কোন্ বাক্যটি কোন্ ধরনের তা লেখো : (২টি)** ১

২.১.৩.১ রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

২.১.৩.২ তোমার স্কুল কবে খুলবে?

২.১.৩.৩ একটা গান করুন না।

২.১.৩.৪ 'তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'।

২.১.৩.৫ 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।'

নির্মিতির নমুনা প্রশ্ন : **পূর্ণমান ৫**

প্রবন্ধ রচনা :

কমবেশি ৩০০ শব্দের মধ্যে নীচের যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করো :

১. স্কুলে তোমার প্রথম দিনটি

২. ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ

৩. আধুনিক জীবনে বিদ্যুৎ

৪. টেলিভিশন।

সামগ্রিক / বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা

মৌখিক অংশে থাকবে

— গদ্য রচনাংশের সরব পাঠ।
— কবিতার আবৃত্তি।
— গদ্য ও কবিতা থেকে ছোটো ছোটো প্রশ্ন (মান্য ভাষায় বলা)।

লিখিত অংশে থাকবে

— অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (দু-একটি শব্দে বা একটি বাক্যে উত্তরযোগ্য)।
— সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (চারটি বাক্যে উত্তরযোগ্য)।
— রচনাধর্মী প্রশ্ন (দশ-বারোটি বাক্যে উত্তরযোগ্য)।
— টীকা (দু-তিনটি বাক্যে বিশেষ অর্থের প্রকাশযোগ্য)।
— সব প্রশ্নই হবে সামর্থ্যভিত্তিক (তথ্যসন্ধানী, বোধমূলক, প্রয়োগধর্মী)।
— প্রশ্নের ভাষা হবে মান্য চলিত।
— প্রশ্নের ভাষা শিক্ষার্থীর সহজে বোধগম্য হওয়া চাই।
— সুনির্দিষ্ট উত্তর হয় এমনভাবেই প্রশ্ন হতে হবে, দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে এমন প্রশ্ন বর্জন করতে হবে।
— ব্যাকরণ ও নির্মিতির প্রশ্ন হবে প্রয়োগমূলক ও নির্ণয়মূলক কিন্তু সংজ্ঞামূলক নয়।
— সহায়ক পাঠ থেকে কেবল মৌখিক প্রশ্নই করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে পাঠ, আবৃত্তি ও ছোটো ছোটো প্রশ্ন।

প্রত্যাশিত সামর্থ্য

১. মৌখিক

১.১. স্পষ্ট উচ্চারণে পাঠ ও আবৃত্তি।
১.২. কবিতার বক্তব্য নিজের মতো করে বুঝতে পারা ও বলতে পারা।
১.৩. নতুন শব্দের অর্থ জানতে পারা।
১.৪. কবিতাটি থেকে মুখে মুখে প্রশ্ন করতে পারা।
১.৫. প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা।

২. লিখিত

২.১. তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন

— মুখস্থ লেখো।
— কে লিখেছে?

— কাকে বলেছে?
— এই শব্দটি কোন্ লাইনে আছে?
— শূন্যস্থানে কবিতার শব্দ বসাও।

২.২. **বোধমূলক প্রশ্ন**

— কেন বলা হয়েছে?
— উদাহরণ দাও।
— বুঝিয়ে দাও।
— মিল ও পার্থক্য দেখাও (চরিত্রের, ঘটনার, তথ্যের)।
— ভুল থাকলে সংশোধন করো।
— প্রশ্ন করো।
— প্রতিশব্দ / বিপরীতার্থক শব্দ লেখো।

২.৩. **প্রয়োগমূলক প্রশ্ন**

— নিজের ভাষায় লেখো।
— সংক্ষেপে লেখো।
— বাক্য রচনা করো।
— বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
— বিষয়টি নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোচনা এদেশীয়রাই শুরু করলেন। পথিকৃৎ হিসাবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম মনে করতে হবে। আচার্য রায় বিদেশে রসায়নে কৃতবিদ্য হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশে ফিরে এসে গবেষণায় ও অধ্যাপনায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এদিকে যেমন ভাবছেন দেশে কীভাবে নতুন করে রাসায়নিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন করা যায়, আবার অন্যদিকে অন্বেষণ আরম্ভ করলেন প্রাচীন পুথি ইত্যাদি, যার মধ্যে প্রাচীনকালের খবর পাওয়া যাবে।

নিজের অধ্যাপনা ও গবেষণা চালিয়ে পরে যে অবসর মিলত, তা সব ব্যয় করতেন পুরাতন পুথি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে। সংস্কৃত পন্ডিতদের সাহায্যে অনেক পুরানো তথ্য উদ্‌ঘাটিত হল। বৈদ্যক শাস্ত্রের আদি গ্রন্থগুলি পরীক্ষা করে অনেক প্রয়োজনীয় খবর পেলেন। পুরাকাল থেকেই হিন্দুরা ক্ষার ও অম্লকের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন। লোহা, সিসা, তামা, রঙ্গা (টিন), পারদ ইত্যাদি ধাতুদের বিশুদ্ধ অবস্থায় আনতে পারতেন। নানা শোধনক্রিয়া তাঁরা অনুসরণ করতেন। ধাতুভস্ম প্রস্তুত করার অনেক উন্নত প্রণালী তাঁদের জানা ছিল। স্বল্পায়াসেই রাসায়নিক নানা প্রক্রিয়ার জন্য তাঁরা নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। ঊর্ধ্ব-পাতন, অধঃপাতন তির্যকপাতন প্রক্রিয়ার ফলে তাঁরা যে সব রাসায়নিক তথ্যে উপনীত হয়েছিলেন, তা সত্যিই আমাদের সকলকে বিস্মিত করবে। পুথির অনেকগুলি পারদের নানা রূপান্তর বর্ণনা করেছে। গন্ধকের সঙ্গে নানা ধাতুর যৌগিক পদার্থ অনেকগুলি তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। হিন্দু রসায়ন ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ হল ১৯০২ সালে। পরে দ্বিতীয় খণ্ড লেখা শেষ হল ১৯০৮ সালে। বহু বৎসর পরিশ্রম করে হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার এক নতুন অধ্যায়ের খবর দিয়ে বিশ্বের পণ্ডিতমহলে এক বরেণ্য স্থান অধিকার করলেন আচার্য রায়। এ দেশ থেকে গণিতের অনেক আবিষ্কার যে আরবজাতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তা কোলব্রুক সাহেব আগেই দেখিয়েছিলেন। আচার্য রায় দেখালেন—প্রাচীনকালে রসায়নের অনেক তথ্য ভারতে প্রথম আবিষ্কৃত হয়ে পরে মুসলমানদের মাধ্যমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদের সঙ্গে রাসায়নিক অনেক ভারতীয় প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। অল্প কিছুদিন আগে আচার্য রায়ের সুযোগ্য ছাত্র অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য আচার্য রায়ের হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসের একটা সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ছাপিয়েছেন।

চাঁদে পাড়ি

নিখিল সেন

খোকন ঘুমায় কোন্‌খানে
চাঁদের দেশের কোন্ বনে,
সেখানে খোকন হাসছে
চাঁদের কিরণ ঝরছে।

আকাশের চাঁদকে নিয়ে কত ছড়া আর কবিতাই না লেখা হয়েছে। রচিত হয়েছে কত রূপকথা আর উপকথা। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে পৃথিবীর এই উপগ্রহটিকে নিয়ে একদিন মানুষ কত না স্বপ্ন দেখেছে। কত কল্পনাই না করেছে। চাঁদের সুতোকাটা সেই বুড়িটি, চাঁদের পাহাড় ও গর্ত, চাঁদের খালবিল, ফুটফুটে জোছনা আর অন্ধকার দিককে নিয়ে মানুষের কতই না জল্পনা-কল্পনা ছিল এককাল। আজ তা রূপ পেল বাস্তবে। মাটির মানুষ চাঁদের দেশে নেমে ঘুরে ফিরে আবার নিরাপদে ফিরে এল মাটির বুকে। প্রয়োগ বিদ্যার কৌশল শিখে নিয়ে আজকের মানুষ করেছে এই অসাধ্য সাধন। করল নতুন যুগের সূচনা।

১৬ জুলাই, ১৯৬৯ সালে তিন বীর নভশ্চারী চাঁদের দেশে যাত্রা করলেন। ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে অ্যাপলো-১১ মহাকাশযানে তাঁদের যাত্রা হল শুরু। এই দলের অধিনায়ক হলেন নিল এ. আর্মস্ট্রং। ড. এডুইন্-ই. অল্‌ড্রিন ছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক সহচর আর মাইকেল কলিন্স ছিলেন মহাকাশযান অ্যাপলো-১১-র পাইলট। চাঁদের চারপেয়ে ভেলা 'ইগলে' করে আর্মস্ট্রং তাঁর চন্দ্রযানে অপেক্ষা করতে থাকেন। ২১ জুলাই, ১৯৬৯ সোমবার সকালে আর্মস্ট্রং, ড. অল্‌ড্রিন চাঁদের মাটিতে নেমে পড়েন 'ইগল' থেকে। তারপর শুরু হল ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে চলা। মহাকাশযাত্রীর পোশাক পরে অক্সিজেনের বাক্স আর তার সঙ্গে বেতারযন্ত্রটি কাঁধে নিয়ে ঘোরাফেরা চাঁদের পাথর ও নুড়ি সংগ্রহ করা।

অধিনায়ক চাঁদের মাটিতে নেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা পুঁতে দিলেন। নানান দেশের জাতীয় পতাকাও তাঁরা রেখে এলেন। আর পুঁতে আসেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও আরও বহু নেতার সই করা একটি ফলক :

"উনিশশো উনসত্তর সালের জুলাই মাসে পৃথিবীর গ্রহ থেকে মানুষ এখানে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। আমরা এসেছিলাম সমগ্র মানবজাতির শান্তি কামনার জন্য।"

চাঁদের দেশের বর্ণনা করে নিল আর্মস্ট্রং বলে উঠলেন ঃ বাঃ! কী চমৎকার দেশ! বালুকাময় নুড়িতে সারা দেশ ভরতি। চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধাই হয় না। নামবার সময় ইঞ্জিন তেমন কোনো গর্তের সৃষ্টি করেনি। আমরা বরং মসৃণ সমতলে এসেছি। এখানে কেমন যেন ছায়া ছায়া অন্ধকার—কোথায় পা ফেলছি ভালো ভাবে দেখা যায় না; অথচ চোখ তুললে চাঁদের ভেলাটিকে দেখতে পাচ্ছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহাকাশচারী হলেন সেপার্ড। তিনি ৫ মে, ১৯৬১ সালে 'ফ্রিডম'-এ মহাকাশযানে করে চাঁদে পাড়ি দেন। এরপর অরোরা, জেমিনি, 'অ্যাপলো' প্রভৃতি নানা যানে করে মার্কিন নভশ্চারীদের চাঁদে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতিপর্ব চলতে থাকে সমানে ৮ বছর ধরে। শেষে ১৬ জুলাই, ১৯৬৯ সালে অ্যাপলো-১১ করে আর্মস্ট্রং, কলিন্স আর অল্‌ড্রিন বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করে দেন।

প্রভাত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্মল তরুণ উষা শীতল সমীর,
শিহরি শিহরি উঠে শান্ত নদী তীর।
এখনো নামেনি জলে রাজহাঁসগুলি।
এখনো ছাড়েনি নৌকা সাদা পাল তুলি।
এখানো গ্রামের বধূ আসে নাই ঘাটে,
চাষি নাহি চলে পথ, গোরু নাই মাঠে।
আমি শুধু একা বসি মুক্ত বাতায়নে
তপ্ত ভাল পাতিয়াছি, উদার গগনে।
বাতাস সোহাগস্পর্শ বুলাইছে কেশে,
প্রসন্ন কিরণখানি মুখে পড়ে এসে।
পাখির আনন্দগান দশ দিক হতে
দুলাইছে নীলাকাশ অমৃতের স্রোতে।
ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

বঙ্গজননী

কাজী নজরুল ইসলাম

(১)

এ কী অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লিজননী!
ফুলে ও ফসলে কাদা-মাটি-জলে ঝলমল করে লাবণি।।
রৌদ্র-তপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খ্যালো লয়ে অশনি।।

কেতকী-কদম-যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথো মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খ্যালো চঞ্চলা বালিকা।

(২)

তড়াগে পুকুরে থইথই করে শ্যামল শোভার নবনী।
শাপ্‌লা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া,
শিউলি-ছোপানো শাড়ি প'রে ফের আগমনি-গীত গাহিয়া।
অঘ্রাণে মাগো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরো অবনি।।
শীতের শূন্য মাঠে ফেরো তুমি উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে কীর্তন শোনো রাতে মা
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবিরে রাঙাও নিখিল ধরণি।।

নাজমা

নবনীতা দেবসেন

সেই মেয়েটির অনেক দূরে বাসা—
সেই মেয়েটির তরুণ যুবক স্বামী
হঠাৎ উধাও অফিস যাবার পথে।
ঠিক ছিল আজ বিকেলবেলায় ফিরে
বউকে নিয়ে টি ভি কিনতে যাবে।

হঠাৎ কারা ধরল পথের মাঝে
হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিল নীচে
একটা, দুটো, দশটা মানুষ—কারা?
ওদের সঙ্গে নেই তো চেনাশোনা
ওদের সঙ্গে নেই তো রেষারেষি?

কী হল যে, কিছুই হল কি না
বোঝার আগেই পেট্রোল-ট্যাংক থেকে
তেল বেরুল, যুবক স্বামীর গায়ে
তেল ছড়াল, ফুল ছড়ানোর মতো
কে ছোঁয়াল দেশলাইটার কাঠি?

পরের দিনেই কাঁপল গোটা পাড়া
পুলিশ এলেন, এন.জি.ও.—রাও এলেন
'নাজমা, দ্যাখো, এই ছবিটা কার?'
—'এই ছবিটা? মানুষ নাকি এটা?—'
নাজমা বলে, '—নাঃ, চিনি না ওকে।'

'নাজমা, তবে এই যে স্কুটারখানা
এই নম্বর, এইটে চেন নাকি?'
হাহাকারের দুরন্ত ঝড় তুলে

জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ে মেয়ে—
ওই স্কুটারের সওয়ার যে তার চেনা।

নাজমা, এটাই নয়, নয়, শেষ কথা —
আমরা আছি হাত ধরে তোর পাশে
পাপের ভরা পূর্ণ পৃথিবীতে
এবার বাঁচার একটাই পথ : ওঠা।
অধঃপাতের ঠাঁই আছে আর কোথা?

(সংক্ষেপিত)

নাটক

চিন্তাশীল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম দৃশ্য

(চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাচ্ছে। মা মাছি তাড়াচ্ছেন)

মা। অত ভেবো না, মাথার ব্যামো হবে বাছা!

নরহরি। আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি।

মা। কি জানি বাপু!

নরহরি। 'বৎস'। আজ তুমি বলেছ 'বাছা'—দু হাজার বৎসর আগে বলত 'বৎস'—এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখোনি মা। কথাটা বড়ো সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না।

(পুনরায় চিন্তায় মা)

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী বাপু! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার, একবার ওঠ্।

নরহরি। (চমকে) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এককালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে! একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়! ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

(ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব)

মা। আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুই তো এত ভাবিস, তুইই বল দেখি, উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই-সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি। এ কথাটা বড়ো গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে — ভেবে পরে বলব।

মা। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর-কাউকে পাঠিয়ে দিই।

(প্রস্থান)

(মাসিমা)

মাসিমা। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি। সমুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র।

নরহরি। কুরুক্ষেত্র! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র! মনে পড়লে কি শরীর রোমাঞ্চিত হয় না? অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না? আহা কত কথা মনে পড়ে! কত ভাবনাই জেগে ওঠে! বলো কী মাসি! হেসেই কুরুক্ষেত্র! তার চেয়ে বলো-না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র?

(অশ্রুনিপাত)

মাসিমা। ওমা, এ যে কাঁদতে বসল! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু!

(প্রস্থান)

(দিদিমা)

দিদিমা। ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায়।

নরহরি। ছি দিদিমা, সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উলটে যায়। বোসো, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

(চারদিকে চেয়ে)

একটা গোল জিনিস কোথাও নেই?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে—মুণ্ডু আছে।

নরহরি। কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে! নাও, আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এদিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন্ ভন্ করছে।

নরহরি। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উলটো কথা বললে; মাছি তো ভন্ ভন্ করে না। মাছির ডানা থেকেই এইরকম শব্দ হয়। বোসো, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাঙাবার উদ্দেশ্যে নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করে মাতার প্রবেশ)

মা। (শিশুর প্রতি) দাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ করো।

নরহরি। ছি মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না—দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেছ মা? কেননা দণ্ডবৎ মানে—

মা। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নেকে এখন একটু আদর করো।

নরহরি। আদর করব? আচ্ছা এসো, আদর করি।

(শিশুকে কোলে নিয়ে)

কী করে আদর আরম্ভ করি? বোসো, একটু ভাবি।

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?

নরহরি। ভাবতে হবে না মা? বলো কী? ছেলেবেলাকার আদরের ওপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জান? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য কাজ সামান্য বলে মনে করা যায়? এইটে একবার ভেবে দেখো দিকি মা! (সংক্ষিপ্ত)

সহায়ক পাঠ : কবিতা

বর্ষায়

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে ঢল,
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা—বড়ো চঞ্চল,
বড়ো দুরন্ত মেয়ে!

ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশথের তলে বসে নাকো হাট
সারা দিনরাত বৃষ্টির ছাট,
ঝরিতেছে একঘেয়ে।

(২)

ভাসিল পুকুর, আউশের ভুঁই,
পালায় কাতলা, কালবোস, রুই,
আঙিনায় জল করে ছলছল,
কই যায় কানে হেঁটে।

কাঁটালি চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল-বাতাস,
গাছে ভরা জাম সুচিকণ শ্যাম
রসে পড়ে যেন ফেটে।

(৩)

ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই,
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই,
চলে গেছে চিল, গগনের নীল
গলে গেছে জলধারে।

রাঙা আঁখি মেলি', আনারস-রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ
লেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ
চন্দন-দিঘি পারে।

সহায়ক পাঠ : গদ্য

বীরাঙ্গনা

মহাশ্বেতা দেবী

তাঁতিয়া টোপির পরাজয় রানির মনে গভীর হতাশার সৃষ্টি করল। তিনি বুঝলেন এবার ঝাঁসির পতন আসন্ন। তাঁর পঁয়ত্রিশটি কামান আছে, কিন্তু গোলা-বারুদ ফুরিয়ে এসেছে। অবরুদ্ধ নগরীর খাদ্যভাণ্ডারের অবস্থাও শোচনীয়। তাঁর বাছাই-করা যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই মৃত বা আহত। নাগরিকদের মনেও গভীর হতাশা সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর জন্য জীবনমৃত্যুর পরোয়া না রেখে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল যত সৈন্য-সওয়ার, নরনারী, শিশু, তাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ তিনি দায়ী বোধ করলেন। ইংরেজ যখন প্রতিহিংসা নেবে, তখন তাদের কী অবস্থা হবে তিনি ভেবে পেলেন না। ১ এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে কেল্লায় এলেন।

রানি তাঁর সর্দারদের এবং সিপাহিদের সমবেতন করলেন। — "পেশোয়ার সৈন্য" — এই কথা বলতে বলতে তাঁর নয়ন রক্তিম এবং অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল। তিনি কণ্ঠ পরিষ্কার করে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন — "আমার বাহাদুর সিপাহি সর্দার, বন্ধুগণ, পেশোয়ার সৈন্যের ভরসায় আমরা যুদ্ধে নামিনি। নিজেদের হিম্মতে আমরা এতদিন ঝাঁসিকে রক্ষা করেছি। আজ শত্রুসৈন্য সামনে, তবু আমাদের নিজের হিম্মতেই শেষ অবধি লড়তে হবে।"

১ এপ্রিল সারারাত রানি তাঁর সর্দারদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গোলন্দাজদের বকশিশ করলেন। দরওয়াজাগুলি সুরক্ষিত করলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদের উৎসাহিত করে নির্দেশ দিলেন স্ব-স্ব স্থানে যেন তারা ঠিক থাকে। নগরীতে ঘুরে ঘুরে তিনি সমস্ত পরিদর্শন করতে লাগলেন। তাঁর নসিবের সঙ্গে নসিব মিলিয়ে যেসব নরনারী শিশু আজ আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েছে, তারা এখনও তাঁকে বিশ্বাস করে এবং এতটুকু অনুযোগ করে না, এই উপলব্ধি তাঁকে আঘাত করতে লাগল নিরন্তর।

সেই রাতে ইংরেজ শিবির থেকে গোলা পড়তে লাগল যেন বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি হচ্ছে—।

২ এপ্রিল রাত তিনটের সময়ে ইংরেজবাহিনী সন্তর্পণে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সেদিন শুক্লা নবমী, আকাশে চাঁদের আলো ঝলমল করছল। মই ঘাড়ে করে নিয়ে Sapper দল এগোচ্ছিল। সংকেত শোনামাত্র অন্য সৈন্যরাও তাদের অনুসরণ করল। চাঁদের আলোয় তাদের হাতের বেয়নেট ও তলোয়ার ঝকমক করতে লাগল।

হিউরোজ যদি ভেবে থাকেন, রানিকে তিনি অতর্কিতে আক্রমণ করবেন, তাহলে তিনি ভুল করেছেন। কেন-না সেই রাত্রে ঝাঁসি নগরীর কোনো ঘরে কারও চোখে ঘুম নেই। ঘরে ঘরে সকলে প্রতীক্ষা করছে। শিশু আজ কাঁদছে না, আহতও আর্তনাদ করছে না, কোনো বাড়িতে জ্বলছে না আলো। কোনো ঘরে রান্না হচ্ছে না। সন্ধ্যার আগেই জবাহির সিংহ ও রঘুনাথ সিংহ সমস্ত নগরী ঘুরে সকলকে জানিয়ে এসেছেন, আজকের রাত খুব সাবধানে থাকতে, আজকের রাতে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। প্রত্যেকটি বুরুজে, নগরীর প্রত্যেকটি দরওয়াজায় সতর্ক প্রহরা জেগে আছে। রাজপুরোহিত যাগযজ্ঞ করে দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রানির অনুমতি পাননি।

রানি জানেন না, তিন মাস আগে, তাঁর কাছে কাশী যাবার পাথেয় সংগ্রহ করতে যে ব্রাহ্মণ এসেছিল সে ইংরেজের গুপ্তচর। তিনি আরও জানেন না যে, উৎকোচ নিয়ে সেই ব্রাহ্মণ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে যথাসময়ে ইংরেজকে দরজা খুলে দেবে বলে। আজ সে সাগর গেটের পাশে অপেক্ষা করছে।

এদিকে মৃত্যু যেমন নিঃশব্দে আসে, তেমনই নীরবে ইংরেজরা দলে দলে এসে দুর্গপ্রাকারের তলায় দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রানির নির্দেশে বেজে উঠল বিউগল। অন্ধকার কেল্লা, নগর, বুরুজ সর্বত্র যেন মন্ত্রবলে সহসা হাজার হাজার মশাল জ্বলে উঠল, গর্জে উঠল কামান, বন্দুক। Sapper-বাহিনী মই নিয়ে লাগাল প্রাচীরের গায়ে। তখন মেয়েরা হাতে হাতে ওপর থেকে গাছ, পাথর, যা পেলেন ছুড়তে লাগলেন। মই বারবার পড়ে গেল। শেষকালে জোর করে উঠে পড়লেন লে. ডিক ও লে. মেকলেজন। তারা রকেট টাওয়ারের ভিতরে লাফিয়ে পড়লেন। দিলীপ সিংহ পাওয়ার ছিলেন সেখানে। ডিক ও মেকলেজনকে হত্যা করে তিনি নিজেও প্রাণ দিলেন ইংরেজের

গুলিতে। এইভাবে অরছার এই রাজপুত সর্দার ঝাঁসির প্রতি তাঁর শেষ ঋণ শোধ করলেন। দানবীয় উল্লাসে গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল অবশিষ্ট সৈন্য, অফিসার ও সিপাহিরা। ওদিকে সাগর গেটও খুলে দিয়েছে সেই অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণ।

Left attack-এর দলটিও নগরীতে প্রবেশ করল এবং হিউরোজের নেতৃত্বে সমগ্র ইংরেজবাহিনী প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হবার জন্য লড়তে লড়তে চলল। প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে রাইফেল গর্জন করে উঠল। ইংরেজ সৈন্যরা তখন প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দিল। পাঁচ থেকে আশি বছরের প্রত্যেক পুরুষকে হিউরোজের সৈন্যরা হত্যা করতে লাগল। জ্বলতে লাগল শহরের শ্রেষ্ঠ পল্লি হালোয়াইপুরা। কাতর নরনারীর আর্তনাদ সমুদ্রকল্লোলের মতো উদ্‌বেলিত হয়ে দিগ্‌বিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এই নিদারুণ দৃশ্যে রানি আত্মহারা হয়ে তলোয়ার কোশমুক্ত করে ঘোড়া নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এখন তাঁর যেন কোনো জ্ঞান নেই। অসিচালনা করতে করতে তিনি বিপদের কেন্দ্রস্থলে চলে যাচ্ছেন দেখে জনৈক বৃদ্ধ সর্দার নিজে আহত হয়েও তাঁর ঘোড়ার রাশ ঘুরিয়ে টেনে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে এল। বলল— "মহারানি, ইংরেজের গুলিতেই যদি মরবেন তবে স্বামীর চিতায় সহমৃতা হওয়াই তো ভালো ছিল। এখন গোরা সৈন্য শহরে জলস্রোতের মতো ঢুকছে। নগরের প্রতিটি দ্বার উন্মুক্ত। এইভাবে মৃত্যুবরণ আপনার কি শোভা পায়? কেল্লায় চলে যান, দরওয়াজা বন্ধ করে বন্ধুদের সঙ্গে যুক্তি করে কর্মপন্থা ঠিক করুন।"

রানি তখন হৃতসংবিৎ ফিরে পেলেন। স্বীয় আচরণের ব্যর্থতা বুঝলেন। কেল্লায় এসে দরওয়াজা বন্ধ করলেন।

জীবনমরণ সংগ্রাম করে তবে ইংরেজরা এক-এক পা অগ্রসর হতে পারল। শত শত ভারতীয় সংগ্রামী সৈনিকের শবদেহ অতিক্রম করে তারপর তারা প্রাসাদে প্রবেশ করল।

সমস্ত সৈন্যদল এইসময়ে প্রাসাদে সন্নিবেশিত হল। তারপর হিউরোজ নগরের অন্যান্য অংশ অধিকার করতে বেরোলেন। কোনো ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছাড়া একচুল অধিকার ছাড়েননি।

যাঁর নেতৃত্বের অধীনে তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন, যাঁর আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যিনি সেই দিনের সংগ্রাম সত্যিকারের স্বাধীনতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন সেই বীর তরুণীর কথা ভারতবাসীর মনে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

বঙ্গভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা।
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা!
কি জাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তি ধারা;
আছে কই এমন ভাষা,
এমন দুঃখ ক্লান্তি-নাশা।

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
এই ফুলেরই মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আনল মালা জগৎ জিনে!

তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা।
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে 'মা, মা' বলে;
ওই ভাষাতেই বলব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।

১। **সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে বাক্যটি পুনরায় লেখো :**

(ক) এই কবিতার প্রধান আলোচ্য বিষয় (বাংলা দেশ/বাঙালি/বাংলা ভাষা)।

(খ) 'তোমার কোলে' বলতে কবি এখানে বুঝিয়েছেন (বাংলা ভাষাকে / বাংলার প্রকৃতিকে / কবির নিজের মাকে)।

(গ) এখানে 'বোলে' শব্দটির অর্থ (বেলা / ভাষা / বাজনার আওয়াজ)।

২। **অনধিক একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

(ক) ভক্তির স্রোত কারা এনেছিল?

(খ) কোন্ ভাষা দেহের ক্লান্তি দূর করে বলে কবি বিশ্বাস করেন?

(গ) কোন্ লাইনে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাবার কথা আছে?

(ঘ) কোন্‌টি কাকে বোঝানো হয়েছে বেছে নিয়ে বন্ধনীতে লিখবে :

(অ) হেম — ( )	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(আ) মধু — ( )	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
(ই) বঙ্কিম — ( )	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(ঈ) রবি — ( )	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩। **তিনটি-চারটি বাক্যে উত্তর লেখো :**

(ক) 'তোমার চরণতীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া আসা।' — এই বাক্যের বক্তব্য বুঝিয়ে দাও।

(খ) কবি তাঁর কবিতায় বাউল ও মাঝির উল্লেখ কেন করেছেন?

(গ) বাংলা ভাষার কৃতিত্বের অনেক কথাই কবিতায় বলা হয়েছে। তার কয়েকটি উল্লেখ করো।

৪। **অনধিক ১০টি বাক্যে উত্তর দাও :**

(ক) 'কী জাদু বাংলা গানে' — বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

(খ) বাংলা ভাষার গৌরব কবি কীভাবে প্রকাশ করেছেন?

(গ) 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

৫। **গদ্যে কী রূপ হবে ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে দেখাও :**

(ক) মোদের—	ডেকেছিলাম
(খ) বীণে—	বীণায়
(গ) জিনে—	আমাদের
(ঘ) ডাকনু—	জয় করে

৬। **পদান্তর করো :**

(ক) শান্তি —। (খ) ভক্তি —। (গ) দুঃখ —। (ঘ) ক্লান্তি —।

৭। **অন্বয়গত পরিচয় দাও এবং বিভক্তি দেখাও :**

(ক) আনল মালা জগৎ জিনে।

(খ) মধুর রস।

(গ) জগৎ করে যাওয়া আসা।

(ঘ) তোমার কোলে কত শান্তি।

৮। **উপযুক্ত সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ বসাও :**

(ক) — আলমারিতে ঘুণ ধরেছে। (সম্বন্ধপদ)

(খ) — মাঠটি ঘাসে ভরে গেছে। (সম্বন্ধপদ)

(গ) — তুমি চললে কোথায়? (সম্বোধনপদ)

(ঘ) — আমায় এক গ্লাস জল দাও। (সম্বোধনপদ)

সামগ্রিক মূল্যায়ন / বাৎসরিক পরীক্ষা : ৭ম শ্রেণি

নির্ধারিত পাঠ

গদ্য ২টি	মৌখিক পরীক্ষার জন্য
কবিতা ৩টি	কেবল সহায়ক পাঠ (গদ্য ও কবিতা)
নাট্যাংশ ১টি	

ব্যাকরণ (৭ম শ্রেণি)	পদের অন্বয়গত পরিচয় এবং বিভক্তি ও অনুসর্গ সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দগঠন শব্দ তৈরির প্রাথমিক কৌশল
নির্মিতি (৭ম শ্রেণি)	অনুচ্ছেদ রচনা পত্র রচনা সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন মান্য বানানের নিয়ম

সামর্থ্য অনুযায়ী নম্বর বিভাজন

তথ্য : ৬

বোধ : ১০

প্রয়োগ : ১৪

ব্যাকরণ : ২০

নির্মিতি : ২০ (অনুচ্ছেদ ৮ + পত্র ৬ + সমোচ্চারিত ৩ + বানান ৩)

মৌখিক : ১০ (আবৃত্তি ৩ + পাঠ ২ + প্রশ্নোত্তর ৫)

সামর্থ্যভিত্তিক বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নপত্রের নমুনা : ৭ম শ্রেণি

পূর্ণমান : ৮০

সময় : ২ ঘ. ৩০মি.

মৌখিক

১. আবৃত্তি করো : 'বর্ষায়' কবিতাটির প্রথম দুটি লাইন অথবা শেষ দুটি লাইন। ৩

২. পাঠ করে শোনাও : 'বীরাঙ্গনা' পাঠটির চারটি বাক্য। ২

৩. **উত্তর দাও (যে-কোনো একটি) :**

৩.১ তাঁতিয়া টোপির পরাজয়ের রানির মনে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল কেন? (বীরাঙ্গনা) ৫

৩.২ ঝাঁসি আক্রমণের সময় ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে? তাঁর নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী কেমন অত্যাচার করেছিল? ১+৪

৩.৩. ইংরেজদের গুপ্তচর কে ছিল? সে রানির সঙ্গে কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? ১+৪

৩.৪ 'বর্ষায়' কবিতায় কবি বর্ষাকে দুরন্ত মেয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন? কবিতাটি কে লিখেছেন? ৪+১

লিখিত

১. **একটি-দুটি পূর্ণবাক্যে উত্তর লেখো (যে-কোনো ৩টি) :** ৩×২=৬

১.১ 'অ্যাপলো' মহাকাশচারীদের নাম লেখো। তাঁরা কী করেছিলেন?

১.২ ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় দুজন ভারতীয় পথিকৃতের নাম লেখো।

১.৩ চাঁদে কী কী আছে বলে কল্পনা করা হত?

১.৪ 'প্রভাত' কবিতার প্রথম দুটি অথবা শেষ দুটি লাইন অবিকল লেখো।

১.৫ 'বঙ্গজননী' কবিতাটির আরও দুটি উপযুক্ত নাম ভেবে নিয়ে লেখো।

২. **অনধিক পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও (যে-কোনো দুটি) :**

২.১ বিদেশে রসায়নে কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফেরার পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কী করেছিলেন? তিনি পুরাতন পুথি পড়তেন কেন? ৩+২

২.২ কবি বঙ্গজননীকে বাউলের সাথে তুলনা করেছেন কেন বুঝিয়ে দাও। ৩+২

২.৩ চাঁদে নেমে নিল আর্মস্ট্রং কী কী বলেছিলেন? নিল আর্মস্ট্রং কে?

২.৪ 'প্রভাত' কবিতায় কবি নিজেকে ধন্য মনে করছেন কেন বুঝিয়ে দাও। এই কবিতাটি কার? ৩+২

২.৫ নরহরির চিন্তাশীলতা তার কোন্ কোন্ কাজে ও কথায় প্রকাশ পেয়েছে দু-তিনটির কথা লেখো।

২.৬ 'নাজমা'-র জীবনে দুঃখ কীভাবে নেমে এসেছিল লেখো। দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য কী করতে বলা হয়েছে? ৩+২

৩. **অনধিক দশটি বাক্যে উত্তর দাও (যে-কোনো একটি) :**

৩.১ প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র যে গবেষণা করেছিলেন নির্বাচিত পাঠ অনুসরণে নিজের ভাষায় তার পরিচয় দাও। ১৪

৩.২ নরহরির বিভিন্ন কাজ নিয়ে তার আত্মীয়েরা যে অসন্তুষ্ট, এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও। ১৪

৩.৩ তুমি নিল আর্মস্ট্রংদের সঙ্গে চাঁদে গেলে তোমার কী কী অভিজ্ঞতা হত বলে মনে হয়? ১৪

৩.৪ 'প্রভাত' কবিতায় প্রকাশিত ভোরের প্রকৃতির যে দৃশ্য ফুটে উঠেছে সেটি নিজের কথায় বর্ণনা করো। ১৪

৩.৫ 'নাজমা' কবিতায় যে অসামাজিক ঘটনার বর্ণনা আছে তা নিজের ভাষায় লেখো এবং এমন ঘটনা কীভাবে বন্ধ করা যেতে পারে লেখো। ৮+৬=১৪

৩.৬ 'বঙ্গজননী' কবিতায় কবি বঙ্গজননীকে বিভিন্নরূপে দেখেছেন। সে রূপগুলোর বৈশিষ্ট্য দেখাও। ১৪

ব্যাকরণ

৪. নির্দেশমতো বিভক্তি ও অনুসর্গ বসিয়ে বাক্য লেখো : ১×৪=৪

(ক) অধিকরণে এ বিভক্তি (খ) কর্মে শূন্য বিভক্তি (গ) কর্তায় য় বিভক্তি (ঘ) করণে 'দ্বারা' অনুসর্গ।

৫. চিহ্নিত পদের অন্বয়গত পরিচয় ও বিভক্তি-অনুসর্গ নির্ণয় করো : ১×৪=৪

(ক) আমি কলকাতা দেখেছি। (খ) এ কাঠ দিয়ে রান্না হবে। (গ) বাড়ি চলো। (ঘ) আইলার তাণ্ডবে মানুষ ঘরছাড়া।

৬. বিভক্তি ও অনুসর্গ — দুটোর মধ্যে একটি মিল ও একটি অমিল দেখাও। ১×২=২

৭. ডানদিকে নির্দেশ অনুযায়ী লেখো : ১×৪=৪

ক) আমাকে — কলম দাও (সংখ্যাবাচক শব্দ বসাও)

খ) — বছরে — শতাব্দী (ওই)

গ) আমি — শ্রেণিতে পড়ি। (পূরণবাচক শব্দ বসাও)

ঘ) — বৈশাখ নববর্ষ। (ওই)

৮. কোন্ প্রত্যয় যোগ হয়েছে দেখাও : ১×৪=৪

(ক) বাটনা (খ) মিশুক (গ) গঠিত (ঘ) পূজনীয়

৯. প্রত্যয় যোগ করে শব্দ তৈরি করো (যে-কোনো ২টি) : ১×২=২

(ক) ঢাকা — (ঢাকায় তৈরি) (খ) লাজ — (খুব লজ্জা পায়) (গ) মানব — (একটি বিশেষ গুণ) (ঘ) প্রাণ — (জীব)

নির্মিতি

১০. কোন্‌টির কী অর্থ লেখো : ১×৩=৩

ক) সব —। খ) পাট —। গ) আন্ত্রিক —
শব —। পাঠ —। আন্তরিক —

১১. অর্থ অনুযায়ী বর্ণটি বসাও : ১×৩=৩

(ক) প্র — ষ (ভোর)। (খ) শ্রে — (ক্লাস)। (গ) — ৎকার (চেঁচামেচি)

১২. বন্ধুর কাছে বর্ষার দিনের কথা জানিয়ে একটি চিঠি লেখো। ৬

১৩. মেলার বর্ণনা দিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। ৮

দ্বিতীয় ভাগ

নবম - দশম শ্রেণিপর্যায়

মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলা শেখার লক্ষ্য ঃ বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিক

নবম ও দশম শ্রেণিতে প্রথম ভাষা বাংলা পাঠের লক্ষ্য সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে যে পাঁচটি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হল :

১। প্রথম ভাষা বাংলার বিভিন্ন কথ্য ও লেখ্য (পদ্য ও গদ্য) উপভাষা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত হওয়া;

২। বাংলা লেখ্য ও গদ্য উপভাষার দুই রূপ (সাধু ও চলিত) সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করা;

৩। মান্য চলিত ভাষায় লিখিতভাবে ভাববিনিময়ের সামর্থ্য অর্জন করা এবং এ ব্যাপারে ভাষাগত শুদ্ধি ও অশুদ্ধির মান সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই মান অবলম্বনের দক্ষতা লাভ করা;

৪। পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত বিভিন্ন পদ্য ও গদ্য রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

৫। পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে পরিবেশ-চেতনা সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

এই লক্ষ্যপূরণের জন্য পর্ষদের 'পাঠসংকলনে' ও 'সহায়ক পাঠে' বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে রচিত নানা সাহিত্যিক রচনা সংকলিত হয়েছে।

বিষয়ের বিভিন্ন অভিমুখ :

১. সামাজিক মূল্যবোধ : স্থায়ী ও পরিবর্তমান।
২. দেশাত্মবোধ— দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা।
৩. ক্ষমতাহীনের প্রতি ক্ষমতাবানের অন্যায় আচরণের সমালোচনা।
৪. তারুণ্যের জয়গান।
৫. প্রকৃতি-চেতনা : আধুনিক মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি—মানুষের নিসর্গায়ন।
৬. সমাজের অবক্ষয় ও ধর্মের নামে অনাচারের স্বরূপ উন্মোচন।
৭. ইতিবাচক স্মৃতিচিত্রের রসাত্মক বর্ণনা।
৮. মহৎ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

৯. পৌরাণিক বৃত্তান্তের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা।

১০. কুসংস্কার ও অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মানসিকতা।

১১. মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আপেক্ষিক উৎকর্ষ।

১২. পরিবেশের ভারসাম্য।

১৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ।

১৪. অভিযান-বৃত্তান্ত।

১৫. ভ্রমণ-কাহিনি।

১৬. নারীর নবমূল্যায়ন।

১৭. নিপীড়িত ও শোষিতের প্রতি সহানুভূতি।

১৮. শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে জীবনের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর।

এই বিষয়গুলো যে সব আঙ্গিকে উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো হল :

১. কবিতা—কবিতার প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক আঙ্গিক।

২. নাটক।

৩. বর্ণনা।

৪. আত্মজীবনী।

৫. প্রবন্ধ— বস্তুগত ও ব্যক্তিগত।

৬. গল্প।

৭. উপন্যাস (আংশিক)।

৮. পত্রসাহিত্য।

৯. অভিভাষণ।

১০. প্রাচীন পদ্যভাষা।

১১. অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

১২. কবিতার নানা আধুনিক ছন্দ-রীতি।

১৩. সাধুভাষা—সাধুভাষার প্রাচীন রূপ ও আধুনিক রূপ।

১৪. মান্য চলিত ভাষা।

১৫. কথ্য উপভাষা।

৯ম-১০ম শ্রেণিস্তরে সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন : প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা

উচ্চপ্রাথমিক (৬ষ্ঠ-৮ম) স্তরে বাংলা প্রথম ভাষা শেখা-শেখানোকে আরও কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পর্যদ ইতিমধ্যে মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিমুখন কর্মশালা করেছে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা জেনে গেছেন যে ওই লক্ষ্যপূরণের জন্য ভাষা শেখা ও শেখানোর কাজে নানা সামর্থ্য অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কীভাবে একাজ সুসম্পন্ন করা যায় তার বিভিন্ন প্রক্রিয়াও তাঁরা নিজেরা অবগত হয়েছেন। সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা প্রতি জেলায় অনুরূপ কর্মশালা করে ভাষা শেখানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামর্থ্য অর্জন প্রক্রিয়ায় আগ্রহী ও দক্ষতা-সম্পন্ন করে তুলতে সাহায্য করবেন।

শেখা-শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়ন-প্রক্রিয়াকেও সামর্থ্যভিত্তিক করা অপরিহার্য এবং এই উদ্দেশ্যে নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী লিখিত ও সংকলিত পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ করছেন।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরের এই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে মাধ্যমিক স্তরেও অনুরূপভাবে সামর্থ্যভিত্তিক শিখন ও মূল্যায়নের পথে এগিয়ে যাওয়াই অভিপ্রেত। শিখনের ক্ষেত্রে উচ্চপ্রাথমিকে চিহ্নিত সামর্থ্যগুলোর উন্নততর রূপই মাধ্যমিক স্তরে আকাঙ্ক্ষিত।

সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠনের অভিপ্রেত ফললাভের জন্য মূল্যায়ন-প্রক্রিয়াকেও সামর্থ্যভিত্তিক করা দরকার। এইভাবেই প্রাথমিক-উচ্চপ্রাথমিক-মাধ্যমিক—এই তিনস্তরের ভাষা শেখার প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাবে।

৯ম-১০ম শ্রেণিতে প্রথম ভাষা বাংলার অত্যাবশ্যক সামর্থ্যসমূহ

ক. বিষয়গত সামর্থ্য :

১. তথ্যমূলক (মূল পাঠ শুরু করার আগে—পাঠের নাম, রচয়িতার নাম, রচয়িতার অন্যান্য রচনার প্রাথমিক পরিচয়)

২. বোধমূলক

২.১ শব্দ ও বাক্যের অর্থ/প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা।

২.২ পাঠে ব্যক্ত ভাবের সারাংশ নির্দেশ।

২.৩ চরিত্র বর্ণনা।

২.৪ পাঠে উল্লিখিত দৃশ্য ও ঘটনা বর্ণনা (পূর্বাপর ক্রম রক্ষা করে)।

২.৫ তথ্য নির্দেশ (পাঠ শেষ করার পর এবং পাঠের অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গ সম্পর্কে)।

২.৬ তুলনা (মিল ও অমিল দেখানো)।

২.৭ পঠিত বিভিন্ন গদ্যে ও পদ্যে ভাবের বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে প্রকাশ করা।

৩. (তথ্য ও বোধমূলক সামর্থ্যের) প্রয়োগ-সামর্থ্য।

৩.১ ভাব বিশ্লেষণ।

৩.২ বক্তব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ।

৩.৩ বক্তব্যের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা।

৩.৪ পাঠবহির্ভূত (সমমানের) অংশের ভাবার্থ রচনা (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে)।

৩.৫. পাঠবহির্ভূত বিশেষ বক্তব্যকে বিশদরূপে ব্যাখ্যা/ভাব সম্প্রসারণ (সীমাবদ্ধ পরিসরে)।

৩.৬ প্রদত্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা (সীমাবদ্ধ পরিসরে)।

৩.৭ অনুবাদ।

৩.৮ প্রতিবেদন রচনা।

৩.৯ সভার কার্যবিবরণী রচনা।

খ. ভাষাগত সামর্থ্য :

১. শব্দের বানানে মান্য আদর্শ অনুসরণ।

২. বাক্যের নির্ভুল গঠন।

২.১ অন্বয়গত শুদ্ধতা রক্ষা।

২.২ অর্থগত বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কাঠামোর বাক্য রচনা।

২.৩ ভাবগত বৈচিত্র্যপ্রকাশের জন্য প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা।

৩. গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা সংক্ষেপে ও সহজভাবে প্রকাশ।

৪. উপযুক্ত ছেদচিহ্নের ব্যবহার।

৫. বিস্তৃত উত্তর অনুচ্ছেদে ভাগ করে লেখা—ঠিক জায়গায় অনুচ্ছেদের খাঁজ (indent) দেওয়া।

৬. শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে পরিমিতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা এবং অপ্রাসঙ্গিক শব্দ ও বাক্য বর্জন।

৭. অনুবাদে মূলভাব বজায় রেখে বাংলা বাক্য গঠনের স্বাভাবিকতা রক্ষা করা।

৮. স্বরচিত বাক্যে বাগ্‌ধারার সঠিক প্রয়োগ।

ব্যাকরণ-পাঠের নানা সামর্থ্য

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণের পাঠ্যক্রমে যেসব পাঠ উল্লিখিত হয়েছে তার সামর্থ্যগুলিকে প্রাথমিকভাবে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে :

১। সাধারণ

এবং

২। বিশেষ বিষয়ভিত্তিক।

১. সাধারণ সামর্থ্য :

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন পাঠ্যক্রমে বাংলা ব্যাকরণের পঠন-পাঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে : ব্যাকরণের পঠন-পাঠন হবে আরোহ-পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে উদাহরণ থেকে সংজ্ঞায় অর্থাৎ প্রয়োগ থেকে তত্ত্বে পৌঁছোবার প্রক্রিয়াকে রূপায়িত করা হয়। এ জন্য ব্যাকরণ পাঠের সাধারণ সামর্থ্য হিসাবে পাঠ্য রচনা ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় যেসব প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত আছে সেসব থেকে শিক্ষার্থী যাতে সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা তথা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা একতরফাভাবে প্রথমে সংজ্ঞা ও তারপর তার উদাহরণ না দিয়ে প্রয়োগ থেকে তত্ত্বে পৌঁছোবার আরোহী প্রক্রিয়ার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের আলোচনায় টেনে আনবেন (প্রয়োজনবোধে দলবন্ধ আলোচনাও হতে পারে)। যেমন : পড়া ও পড়ানোর বিষয় যদি হয় 'সমাস', তবে প্রথমেই সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ না দিয়ে পাঠ্য রচনা থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক সমাসবন্ধ পদের উদাহরণ টেনে এনে শেষ পর্যন্ত তাদের দিয়েই বলিয়ে নেবেন যে বিষয়টির নাম 'সমাস'। এক্ষেত্রে সামর্থ্যটি হচ্ছে ভাষার কোনো প্রয়োগের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার সামর্থ্য।

(খ) সাধারণ সামর্থ্যের আর একটি দিক হচ্ছে তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার অর্জিত সামর্থ্যের ভিত্তিতে পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য। এক্ষেত্রে প্রয়োগ থেকে তত্ত্বে পৌঁছোবার সময় যেসব উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে তার বাইরের প্রয়োগ-দৃষ্টান্তগুলিকে বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য প্রকাশ করতে হবে। আগেকার সমাসের উদাহরণ নিলে এক্ষেত্রে যে-কোনো অপরিচিত রচনা থেকে সমাসবন্ধ পদগুলি চিহ্নিত করে ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখতে হবে।

আসলে ব্যাকরণ-পাঠের সাধারণ সামর্থ্য হচ্ছে সামর্থ্যের একটি সর্বাঙ্গীণ রূপরেখা। এই রূপরেখার নিরিখেই বিশেষ বিষয়ভিত্তিক সামর্থ্যগুলি অর্জিত হবে।

২. বিশেষ বিষয়ভিত্তিক সামর্থ্য :

নীচে ব্যাকরণের পাঠক্রম অনুসারে (২ নং থেকে ১৬ নং পর্যন্ত) পরপর বিষয়ভিত্তিক সামর্থ্যগুলি নির্ধারণ করা হল।

[২] (ক)—এর উদ্দেশ্য :

(i) ভাষা ও উপভাষার সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিক ধারণা অর্জন করতে ও বুঝিয়ে দিতে পারা;

(ii) বাংলা উপভাষাগুলির প্রাথমিক পরিচয় দিতে পারা :

(iii) বাংলা কথ্য উপভাষাগুলির ভৌগোলিক এলাকা নির্দেশ করতে এবং প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত সাধারণ পরিচয় দিতে পারা;

(iv) বাংলা লেখ্য উপভাষার পদ্য ও গদ্য রূপের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারা এবং পদ্য রূপের রচনাংশকে মান্য লেখ্য গদ্যে রূপান্তরিত করতে পারা;

(v) বাংলা লেখ্য গদ্য উপভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বুঝতে ও বুঝিয়ে দিতে পারা এবং দুই রীতির পারস্পরিক রূপান্তর করতে পারা।

[৩] (ক) — উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি অনুসারে বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির বর্গীকরণ করতে পারা;

(খ) পাঠ্যক্রম-নির্দেশিত বিভিন্ন ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মগুলি বুঝতে এবং পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় পঠিত নিয়মগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাসহ চিহ্নিত করতে পারা;

(গ) 'দল' (syllable) ও তার কাঠামো সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারা এবং বিশ্লেষণ করতে পারা।

[৪] (ক) উদাহরণের মাধ্যমে 'প্রত্যয়'-এর তত্ত্ব বুঝতে পারা এবং তার বিভিন্ন প্রকারসহ সেগুলির প্রয়োগ চিহ্নিত করতে পারা;

(খ) উদাহরণের মাধ্যমে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈতের তত্ত্ব, পার্থক্য ও প্রকারবৈচিত্র্য বুঝতে পারা এবং প্রদত্ত রচনাংশে সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা;

[৫] বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রকারবৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং প্রয়োগ থেকে এই প্রকারবৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করতে পারা।

[৬] প্রয়োগ থেকে পদের অন্বয়গত পরিচয় (কারক ও অকারক) এবং পদের বিভক্তি ও অনুসর্গ চিহ্নিত করতে পারা।

[৭] (i) উদাহরণের মাধ্যমে সমাসের তত্ত্ব বুঝতে পারা এবং তার প্রকারভেদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা;

(ii) পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় সমাসবদ্ধ পদ চিহ্নিত করতে এবং ব্যাসবাক্যসহ তার নাম উল্লেখ করতে পারা।

[৮] (i) উদাহরণের মাধ্যমে সর্বনামের বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে অবহিত হতে পারা;

(ii) পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় বিভিন্ন শ্রেণির সর্বনামের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা এবং প্রয়োজনে নতুন উদাহরণ দিতে পারা।

[৯] (ক) উদাহরণের মাধ্যমে বিশেষিত পদের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষণের বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে অবহিত হতে পারা;

(খ) পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনা থেকে বিশেষণের প্রয়োগবৈচিত্র্য চিহ্নিত করতে পারা এবং প্রয়োজনে নতুন প্রয়োগ দেখতে পারা।

[১০] (i) উদাহরণের মাধ্যমে উপসর্গের তত্ত্ব ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং তার নতুন প্রয়োগ দেখাতে পারা;

(ii) উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রত্যয়ের সঙ্গে উপসর্গের প্রয়োগগত তুলনা করতে পারা।

[১১] (ক) উদাহরণের মাধ্যমে ধাতু ও ক্রিয়াপদের পারস্পরিক সম্পর্কের তত্ত্বটি বুঝতে পারা;

(খ) ধাতু ও ক্রিয়ার গঠনগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা, প্রদত্ত প্রয়োগের মধ্যে এই শ্রেণিবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন প্রয়োগদৃষ্টান্ত দিতে পারা;

(গ) (i) ক্রিয়ার অবস্থাগত শ্রেণিবিভাগ (সমাপিকা ও অসমাপিকা) সম্পর্কে অবহিত হতে পারা;

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়ার শ্রেণিবৈচিত্র্য বুঝতে পারা;

(ঘ) ক্রিয়ার অন্বয়গত শ্রেণিবিভাগের বিষয়টি বুঝে নিয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই শ্রেণিবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা এবং প্রয়োজনে নতুন উদাহরণ দিতে পারা;

(ঙ) সমাপিকা ক্রিয়ার কাল (tense), প্রকার (aspect) ও ভাব (mood) সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের প্রয়োগ চিহ্নিত করতে পারা;

(চ) ক্রিয়ার বিভিন্ন বিভক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের বিভক্তির উল্লেখ করতে পারা।

[১২] (ক) উদাহরণের মাধ্যমে 'বাচ্য' বিষয়টির তত্ত্ব ও তার শ্রেণিবিভাগ বুঝতে পারা এবং পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় বাচ্যের শ্রেণিবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারা;

(খ) বাচ্যান্তর করতে পারা।

[১৩] (ক) বাক্যের গঠন ও অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় এই শ্রেণিবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারা;

(খ) গঠন ও অর্থ অনুসারে বাক্যের রূপান্তর করতে পারা।

[১৪] (i) বাক্যে অন্বয়ের বৈচিত্র্যসূচক শব্দাবলি এবং তার প্রয়োগ ও শ্রেণিবৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারা;

(ii) বাক্যে ওইসব বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ দেখাতে পারা।

[১৫] বাংলায় প্রচলিত সন্ধিবদ্ধ তৎসম শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পারা [এখানে প্রধানত গদ্য ও পদ্য পাঠ্যাংশ থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে হবে।]।

[১৬] বহুপ্রচলিত বর্ণগত, পদগঠনগত ও বাক্যগত অশুদ্ধি সংশোধন করতে পারা [এখানে বহুপ্রচলিত প্রয়োগ-অশুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে হবে]।

যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে বাংলা ব্যাকরণের শেখা-শেখানোর প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষাপরিচয়' বইটি আর একবার পড়ে নিলে উপকৃত হবেন।

শেখা-শেখানোর কিছু কার্যক্রম

বিদ্যালয়ে যাঁরা শিখন-প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। এ ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনেকে দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সুতরাং শেখা-শেখানো সম্পর্কে তাঁদের কোনো সাধারণ নির্দেশ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তবু নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে শেখা ও শেখানোর প্রক্রিয়াকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য এখানে এ সম্পর্কে কিছু সহযোগী পরামর্শ যোগ করা হল :

- **পাঠসংকলন ও বাংলা সহায়ক পাঠের জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের পূর্ব-প্রস্তুতি :**

উল্লিখিত পাঠ্যবইদুটির যে-রচনাটি যে-তারিখে পড়ানো শুরু করবেন তার দু-একদিন আগে শিক্ষার্থীদের তা মনে করিয়ে দেবেন যাতে তারা ওই রচনাটি আগে থেকে পড়ে রচনাটির বিষয় বা ভাব সম্পর্কে নিজের মতো করে এটা প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আসে। পড়ার সময় তারা যাতে রচনাটির সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ পদগুলি চিহ্নিত করে রাখে তারও নির্দেশ দেবেন।

- **কোনো রচনা বা পাঠ শুরু করার প্রথম দিন :**

যে তারিখে কোনো রচনা বা পাঠ প্রথম শুরু হবে সেদিন প্রথমেই নিজে পড়ানো শুরু না করে আগে কোনো ছাত্র/ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন রচনাটির বিষয়ে সে কী বুঝেছে এবং তাকে তা অল্প কথায় বলতে বলুন। এরপর আর একজন বা ক্লাসের অন্যান্যদের বলতে বলুন প্রথম ছাত্র/ছাত্রীটি যা বলেছে তা ঠিক কিনা। মতভেদের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতটি জানাতে বলুন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ছাত্র/ছাত্রীদের বক্তব্য ঠিক কি ভুল তা তখনই বলবেন না। এটা একটা ভিত জরিপ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে শুধু বুঝে নিতে হবে ছাত্র/ছাত্রীরা সামর্থ্যের কোন্ স্তরে আছে। ওই পিরিয়ডের জন্য রুটিনে যে সময় বরাদ্দ আছে তার ৫০/৬০ শতাংশ সময় এই প্রক্রিয়ার জন্য ব্যয় করে বাকি সময়টা সংশ্লিষ্ট রচনার কবি/লেখক সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করে সেদিনের ক্লাস শেষ করে দিন।

- **পাঠ্য রচনা সম্পর্কে শেখা-শেখানোর অন্যান্য দিন :**

কোনো রচনা শেখা-শেখানোর প্রথম দিন ও শেষ দিনের মাঝে যে সময় পাওয়া যাবে তাতে যে আলোচনা করবেন সেখানেই প্রথম দিনের ক্লাসে ছাত্র/ছাত্রীদের উত্তরে যেসব ভুল, অসংগতি বা অসম্পূর্ণতা লক্ষ করেছেন তার সংশোধন করে দেবেন।

বলা বাহুল্য, প্রথম দিন, মাঝের অন্যান্য দিন ও শেষ দিন সম্পর্কে যা বলা হল তা যেসব রচনার জন্য সময়-সারণিতে বেশি ক্লাস বা দিন ধার্য আছে সেখানে ভালোভাবে কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু যেখানে ক্লাস বা পিরিয়ডের বরাদ্দ কম সেখানে এই মডেলটি খুব সংক্ষেপে অনুসরণ করা যেতে পারে, যা অবশিষ্ট থাকবে তা মাসিক আলোচনা-সভায় উপস্থাপিত করতে হবে।

লিখিত অনুশীলনী ও সমষ্টিগত আলোচনা-সভা :

প্রথম ভাষা বাংলার শেখা-শেখানো প্রক্রিয়াকে আরও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে লিখিত অনুশীলনীর জন্য অন্তত দুটি ক্লাস/পিরিয়ড এবং সমষ্টিগত আলোচনার (group discussion) জন্য অন্তত একটি ক্লাস/পিরিয়ড ধার্য করতে হবে। অনুশীলনীর ক্লাসে প্রশ্নপত্রের কাঠামো এবং নমুনা-প্রশ্নপত্র ও নমুনা-উত্তর অনুসারে লেখার অনুশীলন করাতে হবে। সমষ্টিগত আলোচনায় সংশ্লিষ্ট মাসে যে-কয়টি রচনা পড়ানো হয়েছে সে সম্পর্কে ছাত্র/ছাত্রীদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মেটাতে হবে। আলোচনা-সভায় ছাত্রছাত্রীদেরই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ব্যাকরণের পাঠ ও প্রশ্নোত্তর অনুশীলন :

❑ নতুন পাঠ্যক্রমে আরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পড়াবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একাধিক উদাহরণ দিয়ে তারপর এইসব উদাহরণের ভিত্তিতে সংজ্ঞায় পৌঁছোতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা চলবে না।

❑ ব্যাকরণের পাঠে একটা সমস্যা থাকে পরিভাষা নিয়ে। ব্যাকরণের পরিভাষাগুলি সাধারণত দুধরনের। এক ধরনের পরিভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরিভাষা হিসেবে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি ভাষার সাধারণ শব্দভাণ্ডারে আগে থেকেই প্রচলিত, ব্যাকরণে শুধু শব্দটিকে বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ করে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের পরিভাষাকে বলা হয় অকৃত্রিম পরিভাষা। সন্ধি, পুরুষ, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি এই অকৃত্রিম পরিভাষার উদাহরণ। অন্যদিকে ব্যাকরণে আর এক ধরনের পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায় যেগুলি ভাষার সাধারণ শব্দভাণ্ডারে নেই। ভাষার কোনো বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবার জন্য ব্যাকরণকারেরা সেগুলি তৈরি করে নিয়েছেন। এগুলিকে বলা হয় কৃত্রিম পরিভাষা। সমাস, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অনুসর্গ ইত্যাদি শব্দ এই ধরনের কৃত্রিম পরিভাষার উদাহরণ।

ব্যাকরণ পড়ার সময় অকৃত্রিম পরিভাষার ক্ষেত্রে পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে শব্দটির সাধারণ অর্থ (যা ভাষার সাধারণ শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়) বুঝিয়ে সেই সাধারণ অর্থের সঙ্গে পরিভাষার বিশেষ অর্থের যোগটি পরিষ্কার করে দিতে হবে, যেমন : 'সন্ধি' বোঝাবার সময় বলতে হবে সন্ধি শব্দটির সাধারণ অর্থ মিলন। ব্যাকরণের বিশেষ অর্থ দুই ধ্বনির মিলন। অন্যদিকে, কৃত্রিম পরিভাষার ক্ষেত্রে প্রথমে পারিভাষিক শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করে তার অর্থ পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পরিচিত উদাহরণ দিয়ে

তার মধ্যে ওই অর্থের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করে সবশেষে সংজ্ঞায় পৌঁছোতে হবে। যেমন : সমাস-ব্যুৎপত্তি—সম্-√অস্+অ (ঘঞ্), অর্থ—সংহতভাবে থাকা। এরপর একাধিক ব্যাসবাক্যের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে কীভাবে সমাসবদ্ধ পদে সমস্যমান পদগুলি সংহতভাবে থাকে।

❑ ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর অনুশীলনের সময় প্রশ্নপত্রের কাঠামো, কাঠামো-সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নমুনা-প্রশ্নপত্র ও নমুনা-উত্তর অনুসরণ করতে হবে। পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল পাঠ্যক্রমে নির্দেশিত পরিভাষাটিই ব্যবহৃত করতে হবে। যেমন, পূর্বপ্রচলিত নঞ্ তৎপুরুষের বদলে কেবল 'না-তৎপুরুষ'ই ব্যবহার করতে হবে, কারণ পাঠ্যক্রমে এই পরিভাষাটিই শুধু আছে, কোনো বিকল্প পরিভাষার উল্লেখ নেই।

● নির্মিতির পাঠ ও অনুশীলন :

এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্রের কাঠামো, কাঠামো-সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নমুনা-প্রশ্নপত্র ও নমুনা-উত্তর অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া, উত্তরের আয়তন তথা শব্দসীমা/বাক্যসীমা সম্পর্কে প্রশ্নপত্রের বিশেষ নির্দেশ যাতে পালিত হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

● বানান সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশিকা :

উত্তরপত্রের মূল্যায়নে বানানকে কেন্দ্র করে দুটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। একটি সমস্যা বানানের প্রকৃত শুদ্ধি-অশুদ্ধি নিয়ে। অন্য সমস্যাটি বানানের মান্য আদর্শের পালনকে নিয়ে। এক্ষেত্রে যে বানানটি ব্যাকরণের মানদণ্ডে প্রকৃতই অশুদ্ধ, সেটি অশুদ্ধ বলে গণ্য। কিন্তু যেখানে বানানের মান্য আদর্শের পাশাপাশি পুরোনো আদর্শের শুদ্ধ বানানও প্রচলিত আছে সেখানে পরীক্ষার্থী পুরোনো অভ্যাসের বশে নতুন মান্য আদর্শের বদলে পুরোনো অথচ শুদ্ধ বানান লিখলে তাকে বানানভুলের শাস্তি দেওয়া চলবে না। সম্ভব হলে তাকে ডেকে বানানের মান্য আদর্শের দিকে ক্রমশ অভিমুখী করে তুলতে হবে। যেমন : ব্যাকরণের বিচারে 'তরী' ও 'তরি' দুটি শব্দই শুদ্ধ। কিন্তু এখনকার মান্যতার আদর্শ অনুসারে শব্দটির মান্য বানান 'তরি'। তবে কেউ যদি পুরোনো অভ্যাসে অনুসারে 'তরী' বানানটি লেখে তবে তাকে বানান ভুলের নিদর্শন বলে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু তরী/তরি-র দেখাদেখি কেউ যদি 'নদী'র বদলে 'নদি' বানান লেখে তবে তা ভুল বলেই গণ্য করতে হবে, কারণ ওই শব্দের একটিমাত্র ব্যাকরণসম্মত বানান হচ্ছে 'নদী'। বানানের মান্যতার ক্ষেত্রে এখন যে সন্ধিকালীন সমান্তরালতা চলছে স্বাভাবিকভাবেই তা আরও কিছুদিন চলতে থাকবে। তাই বানানভুলের ব্যাপারে একটা সজাগ সতর্কতা সব সময় বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে একজন ভাষা-শিক্ষকের যা করণীয় তা হল নিজেকে সংশ্লিষ্ট বানান-বিধি ও বানান-অভিধানের সাহায্যে যথাশীঘ্র নতুন মান্য আদর্শের অনুগামী করে তোলা এবং বানান অশুদ্ধ না হলে নিতান্ত মান্যতা লঙ্ঘনের দায়ে ছাত্রছাত্রীদের দণ্ডবিধান না করে যুক্তিসহকারে তাদের নতুন আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করা। অন্য বিষয়-শিক্ষকের তুলনায় একজন ভাষা-শিক্ষকের এখানেই অনন্যতা।

নতুন পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে

প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

প্রথম পত্র (লিখিত)

প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর-সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা
	[পাঠসংকলন : পদ্যাংশ]				
১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	৩	২	৬	অনধিক ৩
২.	অংশসমন্বিত ছোটো উত্তরের উপযোগী বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জ (বিকল্পসহ)	৪	৫	২০	কমবেশি ৬
৩.	বিচার/ব্যাখ্যা/তুলনা/বর্ণনাধর্মী বিস্তৃত উত্তরের প্রয়োগমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	১০	১০	কমবেশি ১০
৪.	সংক্ষিপ্ত টীকা (বিকল্পসহ)	২	২	৪	অনধিক ৪
	[সহায়ক পাঠ : পদ্যাংশ]				
৫.	বিচার/বর্ণনা/ব্যাখ্যা/তুলনামূলক প্রশ্ন [প্রশ্ন বিকল্পসহ অখণ্ড বা দুই অংশে খণ্ডিত হতে পারে।]	১	১০	১০	কমবেশি ১৫
৬.	প্রবন্ধ রচনা [৪টি বিকল্প]	১	২০	২০	অনধিক ৫০০ শব্দ
৭.	বঙ্গানুবাদ	১	১০	১০	
৮.	নির্মিতি	১	৫	৫	
৮.১	ভাবার্থ	১	৫	৫	মূল রচনার ১/৩
		অথবা	অথবা	অথবা	
৮.২	ভাবসম্প্রসারণ	১	৫	৫	কমবেশি ১০
৯.	নির্মিতি	১	৫	৫	
৯.১	প্রতিবেদন রচনা	১	৫	৫	অনধিক ১০
		অথবা	অথবা	অথবা	
৯.২	সভার কার্যবিবরণী রচনা	১	৫	৫	অনধিক ১০
		সর্বমোট		৯০	

প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

দ্বিতীয় পত্র (লিখিত)

প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর-সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা
	[পাঠসংকলন : পদ্যাংশ]				
১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন	৩	২	৬	অনধিক ৩
২.	অংশসমন্বিত ছোটো উত্তরের উপযোগী বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জ (বিকল্পসহ)	৫	৫	২৫	কমবেশি ৬
৩.	বিচার/ব্যাখ্যা/তুলনা/বর্ণনাধর্মী বিস্তৃত উত্তরের প্রয়োগমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	১০	১০	কমবেশি ১৫
৪.	সংক্ষিপ্ত টীকা (বিকল্প সহ)	২	২	৪	অনধিক ৪
	[সহায়ক পাঠ : পদ্যাংশ]				
৫.	বিচার/বর্ণনা/ব্যাখ্যা/তুলনামূলক প্রশ্ন [প্রশ্ন বিকল্পসহ অখণ্ড বা দুই অংশে খণ্ডিত হতে পারে।]	১	১০	১০	কমবেশি ১৫
৬.	[পাঠ্যাংশগত ব্যাকরণ : অভ্যন্তরীণ বিকল্পসহ]			১০	
৬.১	সন্ধি	২	১	২	
৬.২	সমাস	২	১	২	
৬.৩	পদবিচার ও বিভক্তিনির্দেশ	২	১	২	
৬.৪	রূপান্তর	৪	১	৪	
	(ক) বাক্যান্তর / [(ক), (খ), (গ), (ঘ) - এর মধ্য থেকে যে-কোনো চারটি।] (খ) বাচ্যান্তর / (গ) পদ্য থেকে গদ্যে / (ঘ) সাধু-চলিতের পারস্পরিক				

[প্রয়োজনে এখানে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।]

প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর-সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর
৭.	[সাধারণ ব্যাকরণ : অভ্যন্তরীণ বিকল্পসহ]			২১
৭.১	পাঠ্যক্রমের ২নং থেকে ১৪ নং পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের যেসব তত্ত্ব, পরিভাষা বা সংজ্ঞানাম আছে তার ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নপুঞ্জ [অংশসমন্বিত]	১	৫	৫
৭.২	পাঠ্যক্রমের ৩, ৪, ৫ নং পাঠের উপর প্রশ্ন	১	৪	৪
৭.৩	পাঠ্যক্রমের ৮, ৯, ১০ নং পাঠের উপর প্রশ্ন	১	৪	৪
৭.৪	পাঠ্যক্রমের ১১নং পাঠের উপর প্রশ্ন	১	৪	৪
৭.৫	পাঠ্যক্রমের ১৪, ১৬ নং পাঠের উপর প্রশ্ন	১	৪	৪
৮.	নির্মিতি	১	৪	৪
৮.১	বিরামচিহ্ন	১	৪	৪
		অথবা	অথবা	অথবা
৮.২	বাগ্‌ধারা	১	৪	৪
		সর্বমোট		৯০

প্রশ্নরচনা এবং শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন সম্পর্কে নির্দেশিকা

১. পাঠসংকলনের পদ্যাংশ ও গদ্যাংশ সম্পর্কে বিকল্পসহ চার ধরনের প্রশ্ন থাকবে :

১.১ একমুখীন ছোটো উত্তরের প্রশ্ন—প্রতি প্রশ্নের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। প্রশ্নের অভিমুখ হবে একটি ও অখণ্ড অর্থাৎ একটি প্রশ্নের মধ্যে একাধিক অনুপ্রশ্ন থাকবে না। এই ধরনের প্রশ্নরচনার সময় মনে রাখতে হবে, এখানে 'একমুখীন প্রশ্ন' বলতে 'কে বলেছে' বা 'কাকে বলেছে' কিংবা 'রচয়িতার নাম কী?' 'উদ্ধৃতিটি কোন্ রচনার অন্তর্গত?'—এই ধরনের অতিসংক্ষিপ্ত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক একক প্রশ্ন চলবে না, কারণ অতিসংক্ষিপ্ত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক একক প্রশ্নের পালা অষ্টম শ্রেণিতেই শেষ। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার একমুখীন প্রশ্নের উত্তরে যে তথ্যটি উল্লেখ করতে হবে তা মূলত পাঠের বর্ণনা/বিবরণ/সংলাপের মধ্যে কিছুটা পরোক্ষভাবে বা অস্পষ্টভাবে নিহিত থাকবে। পরীক্ষার্থীকে তা যুক্তি-বুদ্ধি-অনুমান-তুলনা ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠ থেকে চিহ্নিত করতে হবে এবং অনধিক তিনটি বাক্যের মধ্যে তা লিখে প্রকাশ করতে হবে।

১.২ অংশসমন্বিত ছোটো উত্তরের উপযোগী বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জ :
এখানে 'প্রশ্নপুঞ্জ' বলতে 'উদ্ধৃতিটি কোন্ কবি/লেখকের কোন্ রচনার অন্তর্গত?' 'মূল গ্রন্থের নাম কী?' কিংবা 'কে কাকে কখন কোথায় বলেছে?'—এ ধরনের একাধিক তথ্যসন্ধানী ছোটো ছোটো অনুপ্রশ্নের সমাবেশকে বোঝাচ্ছে না। এই ধরনের অনুপ্রশ্নবহুল তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন-সমন্বয় আসলে সংক্ষিপ্ত জ্ঞানমূলক প্রশ্নেরই ভিন্নরূপী সমাবেশ যার প্রয়োগ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জে উদ্ধৃতির ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক নানা ছোটো প্রশ্ন থাকতে পারে। বলা বাহুল্য প্রশ্নগুলি হবে প্রধানত বোধমূলক অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে পাঠের ভিত্তিতে যেসব প্রশ্ন থাকবে সংক্ষেপে সেগুলির তাৎপর্য এবং/অথবা বর্ণিত ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রশ্নপুঞ্জের উত্তরগুলি প্রশ্ন অনুসারে ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদে ভাগ করে লিখতে হবে। মোট উত্তর হবে কমবেশি ছয়টি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। [কমবেশি = ১০% কম বা ১০% বেশি]

১.৩ বিচার/ব্যাখ্যা/তুলনা/বর্ণনাধর্মী বিস্তৃত উত্তরের প্রশ্ন। উত্তর হবে কমবেশি ১৫ বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মূলত এই বিস্তারধর্মী উত্তরের ভিত্তিতেই প্রথম ভাষা বাংলায় শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান, ভাষাবোধ, তথ্যপ্রয়োগ, যুক্তিবিন্যাস ও শৈলীগত উৎকর্ষের মান নির্ণয় করা হবে।

১.৪ সংক্ষিপ্ত টীকা : পাঠসংকলনের পদ্য ও গদ্য পাঠ্যাংশের কোনো তাৎপর্যবাহী শব্দ, বাক্যাংশে বা উল্লেখের (allusion)-এর উপর প্রশ্ন। উত্তরের প্রথমে উৎস নির্দেশ করতে হবে। উত্তর তিন-চারটি বাক্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২. সহায়ক পাঠের গদ্য ও পদ্য সম্পর্কে বিকল্পসহ একটি করে প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্ন মূলত দুটি অংশে বিভক্ত থাকবে। একটি অংশে সমাজচেতনা বা সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন থাকবে, অন্য অংশে সংশ্লিষ্ট রচনার রসগত ও রীতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রশ্ন থাকবে (দ্রষ্টব্য ভূমিকা : সহায়ক পাঠ ২০০৫)। উত্তর হবে প্রশ্ন অনুসারে দুই অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। দুই অনুচ্ছেদ মিলে মোট উত্তর হবে কমবেশি ১৫ বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৩. প্রথম পত্রের প্রবন্ধ রচনায় নির্ধারিত শব্দসীমা বজায় রাখতে হবে। ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা। প্রবন্ধের সাধারণ বিন্যাসক্রম হবে : ভূমিকা—যুক্তি ও তথ্যের উপযুক্ত বিস্তার—উপসংহার। বিষয়ানুগত্য, অনুচ্ছেদ বিভাজন, বানান—শুদ্ধি, ভাষার পারিপাট্য (propriety) ও নিজস্বতা এবং রচনাভঙ্গির (style) উৎকর্ষের উপর উত্তরের মানাঙ্ক নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে নম্বর বিভাজন হবে এইভাবে :

বিষয়ানুগত্য—	১৫
রচনাশৈলী—	৫
	২০

৪. প্রথম পত্রের বঙ্গানুবাদের উত্তরে প্রধান বিচার্য মূল রচনার ভাবানুগত্য ও অনুবাদের ভাষার প্রকৃতিগত স্বাচ্ছন্দ্য। অনুবাদের ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা আনার জন্য মূল রচনার বাক্যগত কাঠামো বদলানো যেতে পারে, কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যাতে এর ফলে মূল রচনার ভাবগত বিচ্যুতি না ঘটে। উত্তরের মূল্যায়নে মূল রচনায় ব্যবহৃত শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ, পরিভাষা ইত্যাদির উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ, বাগ্ধারা, প্রবাদ, পরিভাষা ইত্যাদির ব্যবহারের যথাযথতার উপর উত্তরের মানাঙ্ক নির্ভর করবে। বঙ্গানুবাদের ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা।

৫. প্রথম পত্রের নির্মিতি পর্যায়ে

৫.১ ভাবার্থের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে উত্তর লিখতে হবে। উত্তরের ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা।

৫.২ ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উত্তর কমবেশি দশটি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা।

৫.৩ প্রতিবেদন রচনা ও সভার কার্যবিবরণী রচনার উত্তরে সংশ্লিষ্ট রচনা নিজস্ব রূপরীতি (form and style)-র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে। রচনার ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা।

১. দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণের প্রশ্ন দুভাগে বিভক্ত : পাঠ্যাংশগত ও সাধারণ।

৬.১ পাঠ্যাংশগত প্রশ্ন পাঠ্য গদ্য ও পদ্য রচনায় যেসব ব্যাকরণগত প্রয়োগের উদাহরণ আছে তার উপর করতে হবে। প্রশ্নপত্রে উদাহরণের পাশে সংশ্লিষ্ট রচনার শিরোনাম দিতে হবে। এখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে প্রথমে প্রয়োগবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে তারপর নির্দেশ অনুসারে উত্তর দিতে হবে; যেমন : সন্ধি ও সমাসের ক্ষেত্রে পাঠ্যাংশ থেকে উদ্ধৃত বাক্যে সন্ধিবদ্ধ বা সমাসবদ্ধ পদ চিহ্নিত করা থাকবে না। পরীক্ষার্থী আগে ওই ধরনের পদ চিহ্নিত করবে, তারপর নির্দেশ অনুসারে উত্তর দেবে। তবে এই ধরনের প্রশ্ন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে উদ্ধৃত বাক্যে কাঙ্ক্ষিত প্রয়োগের একটিমাত্র উদাহরণ থাকে, নাহলে পরীক্ষার্থী বিভ্রান্ত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মূল পাঠ্যাংশে যদি একাধিক প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত থাকে, তবে তার একটিমাত্র রেখে বাকিগুলি (....)—এই বর্জনচিহ্ন দিয়ে বাদ দিতে হবে।

৬.২ সাধারণ ব্যাকরণ অংশের প্রশ্নগুলি পাঠক্রমে ব্যাকরণের যে সব সাধারণ পাঠ নির্দিষ্ট আছে তার উপর তৈরি করতে হবে। ব্যাকরণের সাধারণ প্রশ্ন হবে দু-ধরনের : (১) ব্যাখ্যামূলক ও (২) সংক্ষিপ্ত।

৬.২.১ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নে পাঠ্যক্রমে ব্যাকরণের যেসব তত্ত্ব, পরিভাষা ও সংজ্ঞানাম আছে আগে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দিতে বলে সেগুলির মাধ্যমে তত্ত্ব/পরিভাষা/সংজ্ঞানামের ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উদাহরণ ও ব্যাখ্যার সমন্বয় ও যথার্থতার উপর প্রশ্নের পূর্ণমানের সীমার মধ্যে উত্তরের মানাঙ্ক নির্ভর করবে।

৬.২.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আবার দু-ধরনের হবে ঃ নির্ণয়মূলক ও প্রয়োগমূলক।

৬.২.২.১ নির্ণয়মূলক প্রশ্নে প্রয়োগদৃষ্টান্ত দেওয়া থাকবে। ওই ধরনের প্রয়োগকে ব্যাকরণের সংজ্ঞা বা পরিভাষায় কী বলা হয় উত্তরে শুধু তা-ই নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে নাম-নির্ণয়ই যথেষ্ট, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৬.২.২.২ প্রয়োগমূলক প্রশ্নে ব্যাকরণের পরিভাষা বা সংজ্ঞানাম উল্লেখ করে শুধু তার উপযুক্ত প্রয়োগদৃষ্টান্ত চাওয়া হবে। এক্ষেত্রে উত্তরে শুধু প্রয়োগদৃষ্টান্তই দিতে হবে, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৭. দ্বিতীয় পত্রের নির্মিত-পর্যায়ে বিরাম-চিহ্নের প্রশ্নটি হবে প্রয়োগমূলক। সাধারণভাবে 'পাঠসংকলন' ও সহায়ক পাঠের যে-কোনো একটি রচনাংশ (পদ্য/গদ্য এবং পাঠ্য/পাঠ্যবহির্ভূত) থেকে বিরাম-চিহ্ন বাদ দিয়ে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত করে তাতে উপযুক্ত বিরাম-চিহ্ন প্রয়োগ করতে বলা হবে। কোন্ বিরাম-চিহ্ন কোথায় কখন ব্যবহৃত হয়— কোনো প্রশ্নে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে না।

৮. দ্বিতীয় পত্রের নির্মিতি-পর্যায়ে বাগ্‌ধারার প্রশ্নটিও হবে প্রয়োগমূলক। প্রশ্নে পর্ষদ নির্ধারিত ৫০টি বাগ্‌ধারার তালিকা (দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট ১০.৩) থেকে কয়েকটি বাগ্‌ধারার উল্লেখ করে বাক্যে তার প্রয়োগ দেখাতে বলা হবে। উত্তরে বাগ্‌ধারার অর্থ বা তাৎপর্য আপনা-আপনি ফুটে ওঠে। বাক্যের এই স্বতঃস্ফূর্ত অর্থদ্যোতনার সামর্থ্যের উপরই উত্তরের উৎকর্ষগত মানাঙ্ক নির্ধারণ করতে হবে।

৯. এতদিন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের ক্রম অঙ্ক ও বর্ণ মিলিয়ে নির্দেশ করা হত, যেমন : ১ (ক), ৫ (ঙ), ৬ গ (আ) ইত্যাদি। কিন্তু এখন থেকে বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্নপত্রের রীতি অনুসারে প্রশ্নের ক্রম শুধু অঙ্ক (digit) দিয়ে নির্দেশ করা হবে। একটি মূল প্রশ্নের মধ্যে একাধিক অনুপ্রশ্ন থাকলে অনুপ্রশ্নগুলিকে মূল প্রশ্নের অঙ্কসংখ্যার পর দশমিক বিন্দু-চিহ্ন দিয়ে পর পর নির্দেশ করা হবে, যেমন ঃ ১.৩, ১.৩.১ ইত্যাদি। উত্তর লেখার সময় উত্তরপত্রে প্রশ্নের বা প্রশ্নের কোনো অংশের পুনর্লিখন না করে প্রথমে প্রশ্নের বিন্দুচিহ্নযুক্ত অঙ্কসংখ্যাটি লিখে ঠিক তার পর থেকেই উত্তর লেখা শুরু করতে হবে। এর ফলে সময়ের সাশ্রয় হবে। শ্রেণিকক্ষে উত্তরের অনুশীলন করানোর সময় এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের অভ্যস্ত করাতে হবে।

১০. শ্রেণিকক্ষে উত্তরের অনুশীলন করানোর সময় একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের নিজের ভাষায় লিখতে উৎসাহিত করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি প্রশ্নপত্রে নির্দেশিত উত্তরের বাক্যসীমা/শব্দসীমা বজায় রাখার ব্যাপারে অভ্যস্ত করাতে হবে।

একক ভিত্তিক

পাঠ ও নম্বর বিভাজন এবং প্রশ্নপত্রের কাঠামো

শ্রেণি — নবম

বিষয় : — বাংলা (প্রথম ভাষা) — প্রথম পত্র

একক অভীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা	
প্রথম একক অভীক্ষা পূর্ণমান-২০ সময়-৪০ মিনিট	(১) পতিত হেরিয়া কাঁদে (পাঠ-সংকলন)	১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	২	২	৪	অনধিক-৩	
		২.	অংশসমন্বিত ছোটো - উত্তরের উপ-যোগী বোধমূলক প্রশ্ন - (বিকল্পসহ)	১	৬	৬	অনধিক-৮	
	(২) সহায়ক পাঠ-পদ্য :— দুরন্ত আশা	৩.	প্রশ্ন বিকল্পসহ দুই অংশে খণ্ডিত হবে— (১) বিষয় সম্পর্কিত (২) প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কিত। নম্বর বিভাজন হবে — (৩+২)=৫	১	৫	৫	কমবেশি-৬টি বাক্যে	
	(৩) নির্মিতি : ভাবার্থ		→ →	১	৫	৫	প্রদত্ত রচনার ১/৩ অংশ	
দ্বিতীয় একক অভীক্ষা পূর্ণমান-২০ সময়-৪০ মিনিট	(১) বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ (পাঠ- সংকলন)	১	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	২	২	৪	অনধিক-৩টি বাক্যে	
		২	অংশ সমন্বিত ছোটো উত্তরের উপ-যোগী-বোধমূলক প্রশ্ন -	১	৬	৬	অনধিক-৮টি বাক্যে	
	(২) মৃত্যুঞ্জয় (সহায়ক পাঠ)	৩	সহায়ক পাঠের প্রশ্ন-বিকল্পসহ দুই অংশে খণ্ডিত হবে (১) বিষয় সম্পর্কিত — ৩ (২) প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কিত — ২	১	৫	৫	অনধিক-৬টি বাক্যে	
	(৩) বঙ্গানুবাদ (নির্মিতি)	৪	বঙ্গানুবাদ—চলিত গদ্যে হবে	১	৫	৫	×	

একক অভীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা	
তৃতীয় একক অভীক্ষা পূর্ণমান-৩০ সময়-৪০ মিনিট লিখিত - ২০ মৌখিক - ১০	(১) দুই বিঘা জমি	১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন।	২	১	২	অনধিক-৩টি বাক্যে	মৌখিক এ পর্যন্ত গঠিত পদ্য সহায়কের সবগুলি পাঠ মৌখিকের অন্তর্ভুক্ত হবে। নির্বাচিত পদ্যাংশ- আবৃত্তি-৬ [স্মৃতি-২, উচ্চারণ-২, সামগ্রিক উপস্থাপন তথা বোধ-২] নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর-৪ [তথ্যমূলক-২, বোধমূলক-২]
	(২) ছেলের দল (পাঠ-সংকলন)	২.	বিচার/ব্যাখ্যা/বর্ণনা/তুলনামূলক প্রশ্ন — (প্রশ্নে বিকল্প থাকবে)	১	৪	৪	অনধিক-৮টি বাক্যে	
	(৩) করমের যুগ এসেছে (সহায়ক পাঠ)	৩.	সহায়ক পাঠের প্রশ্ন বিকল্পসহ দু'অংশে খণ্ডিত হবে — (১) বিষয় সম্পর্কিত - ৩ (২) প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কিত-১	১	৪	৪	অনধিক-৬টি বাক্যে	
	(৪) প্রবন্ধ রচনা	৪.	প্রবন্ধ অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে।	১	১০	১০	—	
চতুর্থ একক অভীক্ষা পূর্ণমান-২০ সময়-৪০ মিনিট	(১) পথের দিশা (পাঠ-সংকলন)	১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	২	২	অনধিক-৩টি বাক্যে	
		২.	সংক্ষিপ্ত টীকা (বিকল্পসহ)	১	২	২	অনধিক-৪টি বাক্যে	
		৩.	বোধমূলক (অংশ সমন্বিত অথবা অখণ্ড) (পাঠ সংকলন)	১	৬	৬	অনধিক-৮টি বাক্যে	
	(২) চম্পা (সহায়ক পাঠ)	৪.	সহায়ক পাঠের প্রশ্ন বিকল্পসহ দু'অংশে খণ্ডিত হবে — (১) বিষয় সম্পর্কিত - ৩ (২) প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কিত - ২	১	৫	৫	অনধিক-৬টি বাক্যে	
	(৩) সভার কার্য বিবরণী লেখা (নির্মিতি)	৫.	সভার কার্যবিবরণী লেখা	১	৫	৫	—	

একক ভিত্তিক

পাঠ ও নম্বর বিভাজন এবং প্রশ্নপত্রের কাঠামো

শ্রেণি — নবম

বিষয় : — বাংলা (প্রথম ভাষা) — দ্বিতীয় পত্র

একক অভীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা	
প্রথম একক অভীক্ষা পূর্ণমান-২০ সময়-৪০ মিনিট	পাঠ সংকলন (১) সভ্য ও অসভ্য	১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	২ ৪	২ ৪	অনধিক-৩ অনধিক-৫	
	(২) সওগাত	২.	অখণ্ড অথবা অংশ সমন্বিত বোধমূলক প্রশ্ন	১				
	(সহায়ক পাঠ)	৩.	প্রশ্ন বিকল্পসহ দুটি অংশে হবে — (ক) বিষয় সম্পর্কিত-৩ (খ) প্রকাশভঙ্গি-১	১	৪	৪	অনধিক-৫	
	ব্যাকরণ (৩) বাংলা ভাষা ও উপভাষা →	৪.	প্রশ্ন বিকল্পসহ — অংশ সমন্বিত হবে	—	—	৮	—	
	নির্মিতি: বিরামচিহ্ন	৫.	পাঠ সংকলন থেকে উদ্ধৃতি দিতে হবে	—	—	২	—	
দ্বিতীয় একক অভীক্ষা পূর্ণমান-২০ সময়-৪০ মিনিট	পাঠ সংকলন	১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	২	২	অনধিক-৩টি	
	(১) সাগর সংগমে নবকুমার	২.	বিচার / বর্ণনা / ব্যাখ্যা / তুলনামূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	৬	৬	অনধিক-৮টি	
	(২) সহায়ক পাঠ : খাজাঞ্চি বাবু	৩.	বিকল্পসহ — প্রশ্নটি দুটি অংশ সমন্বিত হবে — বিষয় সম্পর্কিত-৩, প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কিত -১	১	৪	৪	অনধিক-৫টি	
	ব্যাকরণ ❒ ধ্বনি, স্বর, ব্যঞ্জন ও দল ❒ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ	৪.	বিকল্পসহ প্রশ্ন থাকবে-এক / একাধিক	—	—	৬	—	
	নির্মিতি : বাগ্‌ধারা	৫.	বাক্যে প্রয়োগ করতে হবে	২	১	২	—	

একক অভীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা	
তৃতীয় একক অভীক্ষা পূর্ণমান-৩০ লিখিত - ২০ মৌখিক - ১০	পাঠ সংকলন ❒ ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে	১.	ব্যাখ্যা / বিচার / তুলনা / বর্ণনাধর্মী বিস্তৃত উত্তরের প্রয়োগমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	১০	১০	কমবেশি-১৫	মৌখিক এ পর্যন্ত পঠিত গদ্য সহায়কের থেকে হবে। নির্বাচিত গদ্যাংশ—পাঠ-৬ (উচ্চারণ-২, সাবলীলতা-২ বোধ-২) গদ্যাংশ থেকে প্রশ্নোত্তর-২টি তথ্যমূলক -২, বোধমূলক -২	মোট - ৪
	সহায়ক পাঠ ❒ দুধের দাম	২.	সহায়ক পাঠের প্রশ্ন বিকল্পসহ দুটি অংশে বিভক্ত হবে — (১) বিষয়-৫ (২) প্রকাশভঙ্গি-২	১	৭	৭	কমবেশি-৯	
	ব্যাকরণ ❒ শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ ❒ কারক	৩.	দুটি প্রশ্ন থাকবে	২	—	৮	---	
চতুর্থ একক অভীক্ষা পূর্ণমান-২০ সময়-৪০ মিনিট	পাঠ সংকলন (১) ঘর ও বাহির	১.	অংশ সমন্বিত বিকল্পসহ বোধমূলক প্রশ্ন	১	৫	৫	কমবেশি -৬	
	সহায়ক পাঠ : (২) অসহযোগী	২.	সহায়ক পাঠের প্রশ্ন বিকল্পসহ দুটি অংশে বিভক্ত হবে — (১) বিষয় সম্পর্কিত-৩ (২) প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কিত-২	১	৫	৫	কমবেশি-৬	
	(৩) ব্যাকরণ ❒ সমাস ❒ সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ	৩.	সমাস — ৬ সর্বনাম — ২	২	—	৮	---	

মৌখিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষার
পাঠ্যসূচি, নম্বর বিভাজন ও প্রশ্নপত্রের কাঠামো
শ্রেণি — নবম
বিষয় : — বাংলাভাষা (প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র)

মৌখিক/বাৎসরিক পরীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা	মন্তব্য
পঞ্চম একক অভীক্ষা (মৌখিক) পূর্ণমান-১০	**প্রথম পত্র** ❒ পদ্য: সহায়ক থেকে নির্বাচিত কবিতা ❒ পদ্য: সহায়ক থেকে প্রশ্নোত্তর [পঞ্চম অভীক্ষা পর্যন্ত যে পদ্য সহায়ক পঠিত হবে সবগুলোই মৌখিক অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।]	১. ২.	**আবৃত্তি** স্মৃতি-২, উচ্চারণ-২, সামগ্রিক উপস্থাপন তথা বোধ-২ তথ্যমূলক / বোধমূলক	— ২	— ২	৬ ৪	X X	প্রথম সংশোধনী অভীক্ষা হবে — দ্বিতীয় একক অভীক্ষার পর এবং দ্বিতীয় সংশোধনী অভীক্ষা হবে চতুর্থ একক অভীক্ষার পর। সংশোধনী অভীক্ষা হবে -২০ নম্বরের। নির্দিষ্ট বিষয়ে কাম্য মানে উন্নীত হতে না পারা শিক্ষার্থীদের ওই নির্দিষ্ট বিষয়েই সংশোধনী অভীক্ষা হবে।
বাৎসরিক পরীক্ষা (প্রথম পত্র) লিখিত পূর্ণমান-৯০ সময় ৩ ঘণ্টা মৌখিক - ১০ মোট - ১০০	**পাঠ সংকলন** (১) কবর (২) বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ (৩) দুই বিঘা জমি (৪) পথের দিশা (৫) পতিত হেরিয়া কাঁদে **সহায়ক পাঠ** (১) মৃত্যুঞ্জয় (২) চম্পা (৩) লোহার ব্যথা **নির্মিতি** (১) বঙ্গানুবাদ (২) ভাব সম্প্রসারণ (৩) প্রতিবেদন রচনা (৪) প্রবন্ধ রচনা		প্রশ্নপত্রের কাঠামো এবং নম্বর বিভাজন — মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অনুসারী হবে। ❒ মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন পঞ্চম অভীক্ষার মতো হবে। পঠিত সহায়ক পাঠের সব পদ্যই মৌখিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।					

মৌখিক/বাৎসরিক পরীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা	মন্তব্য
পঞ্চম একক অভীক্ষা (দ্বিতীয় পত্র) মৌখিক পূর্ণমান-১০	দ্বিতীয় পত্র ❒ গদ্য : সহায়ক থেকে নির্বাচিত গদ্যাংশ পাঠ ❒ গদ্য : সহায়ক থেকে প্রশ্নোত্তর	— → —	যথাযথ উচ্চারণ-২, সাবললীতা-২ বোধ-২ (একটি অনুচ্ছেদ পঠিত হবে) তথ্যমূলক / বোধমূলক	— ২	— ২	৬ ৪		
বাৎসরিক পরীক্ষা (দ্বিতীয় পত্র) লিখিত পূর্ণমান-৯০ সময় ৩ ঘন্টা মৌখিক - ১০ মোট - ১০০	পাঠ সংকলন (১) বলাই (২) মহেশ (৩) সাগর সংগমে নবকুমার (৪) ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে। (৫) সভ্য ও অসভ্য সহায়ক পাঠ (১) খাজাঞ্চিবাবু (২) দুধের দাম (৩) অসহযোগী ব্যাকরণ ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম ও ১০ম অধ্যায় পাঠ্য অংশ-১০ সাধারণ অংশ-২৫ (নির্মিতি : বাগ্‌ধারা ও বিরাম চিহ্নসহ)		বাৎসরিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অনুসারী হবে। মৌখিক পরীক্ষার ধরন পঞ্চম অভীক্ষার মতোই হবে। সহায়ক পাঠের পঠিত সব গদ্য মৌখিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।	পাঠ্যাংশ -১০ সাধারণ - ২৫				

একক ভিত্তিক

পাঠ্যসূচি, নম্বর বিভাজন এবং প্রশ্নপত্রের কাঠামো

শ্রেণি — দশম

বিষয় : — বাংলা (প্রথম ভাষা) — প্রথম পত্র

অভীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা
প্রথম একক	পাঠ সংকলন		একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন	১	২	২	অনধিক-৩
অভীক্ষা	(১) বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি	১.	(বিকল্পসহ)				
পূর্ণমান-৪০	(২) জনম দুখিনির ঘর	২.	অংশ সমন্বিত ছোটো উত্তরের উপযোগী বোধমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	২	৫	১০	অনধিক-৬
সময়-১ ঘণ্টা	সহায়ক পাঠ						
১৫ মিনিট	(৩) দুঃখের কবি	৩.	সংক্ষিপ্ত টীকা (বিকল্পসহ)	২	২	৪	অনধিক-৪
	(৪) ফ্যান	৪.	সহায়ক পাঠের প্রশ্ন ও নম্বর দুই অংশে খণ্ডিত হতে পারে।	১	১০	১০	কমবেশি -১৫
	নির্মিতি						
	❒ বঙ্গানুবাদ	৫.	চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করতে হবে	১	১০	১০	—
	❒ প্রতিবেদন/সভার কার্যবিবরণী	৬.		১	৪	৪	—
দ্বিতীয় একক	পাঠ সংকলন		(১) একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	২	২	৪	অনধিক-৩
অভীক্ষা	(১) উলঙ্গ রাজা	১.	(২) অংশ সমন্বিত বোধমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	৫	৫	অনধিক-৬
পূর্ণমান - ৬০	(২) রবীন্দ্রনাথের প্রতি		(৩) বিচার / ব্যাখ্যা / তুলনা / বর্ণনাধর্মী বিস্তৃত উত্তরের প্রয়োগমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	১০	১০	কমবেশি-১৫
লিখিত - ৫০	সহায়ক পাঠ						
মৌখিক - ১০	❒ ক্ষুধা ❒ চিঠি ❒ স্বাগত		(৪) উৎস নির্দেশসহ সংক্ষিপ্ত টীকা (বিকল্পসহ)	২	২	৪	অনধিক-৪
লিখিত সময়-	নির্মিতি		(৫) সহায়ক পাঠের প্রশ্ন ও নম্বর দুই অংশে (১ বিষয়গত ২ রচনারীতিগত) বিভক্ত থাকবে (বিকল্পসহ)	১	৭	৭	অনধিক-১০
১ ঘণ্টা ৩০মিনিট	ভাবসম্প্রসারণ / ভাবার্থ					৫	ভাব সম্প্রসারণ অনধিক-১০টি
	প্রবন্ধ		(৬) ভাবার্থ — প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে করতে হবে।	১	৫	১৫	
			❒ প্রবন্ধ ৩৫০ শব্দের মধ্যে লিখতে হবে	১	১৫		—
মৌখিক - ১০	দুঃখের কবি, ফ্যান, ক্ষুধা, চিঠি, স্বাগত		নির্বাচিত পদ্যাংশ থেকে আবৃত্তি- (স্মৃতি-২, উচ্চারণ-২, বোধ বা সামগ্রিক উপস্থাপন-২) = ৬ প্রশ্নোত্তর - বোধমূলক -২ তথ্যমূলক -২ | মোট - ৪	— —		১০	

একক ভিত্তিক

পাঠ্যসূচি, নম্বর বিভাজন এবং প্রশ্নপত্রের কাঠামো

শ্রেণি — দশম

বিষয় : — বাংলা (প্রথম ভাষা) — দ্বিতীয় পত্র

অভীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা
প্রথম একক অভীক্ষা পূর্ণমান-৪০ সময়-১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট	পাঠ সংকলন (১) ছেঁড়া তার (২) অগ্নিদেবের শয্যা সহায়ক পাঠ (১) মুক্তির কাঁটা (২) দেবতার জন্ম ব্যাকরণ (১) ধাতু ও ক্রিয়াপদ (২) বাচ্য ও বাচ্যান্তর		❒ একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	২	২	৪	৩
			❒ বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জ (বিকল্পসহ)	৩	৫	১৫	কমবেশি-৬
			❒ টীকা (উৎস নির্দেশসহ) বিকল্পসহ	১	২	২	অনধিক-৪টি
			সহায়ক পাঠ ❒ বিকল্পসহ প্রশ্নের দুটি খণ্ড হবে	১	৯	৯	অনধিক-১৪
			(১) বিষয় সম্পর্কিত (২) প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কিত (নম্বরও বিভাজিত হবে)	—	—	১০	
দ্বিতীয় একক অভীক্ষা পূর্ণমান - ৬০ লিখিত - ৫০ মৌখিক - ১০ লিখিত সময়- ১ ঘণ্টা ৩০মিনিট	পাঠ সংকলন (১) নোনা জল (২) হারুন সালেমের মাসি (৩) পরিবেশ দূষণ সহায়ক পাঠ (১) অযান্ত্রিক (২) দেবতার জন্ম (৩) বঙ্কুবাবুর বন্ধু		❒ একমুখীন তথ্যমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	২	২	৪	অনধিক-৩
			❒ বোধমূলক (বিকল্পসহ)	১	৫	৫	কমবেশি-৬
			❒ বিচার / ব্যাখ্যা / তুলনা / বর্ণনাধর্মী (বিকল্পসহ) প্রয়োগমূলক প্রশ্ন	১	৯	৯	অনধিক-১৪
			❒ টীকা (উৎস নির্দেশসহ) - বিকল্প থাকবে	১	২	২	অনধিক-৩
			সহায়ক পাঠের প্রশ্ন দুটি অংশ থাকবে (১) বিষয় সম্পর্কিত (২) প্রকাশ সম্পর্কিত	১	৯	৯	অনধিক-১৪
	ব্যাকরণ সাধারণ ব্যাকরণ - ১৫ পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ - ৫ — মোট ২০ ❒ বাক্যের শ্রেণিবিভাগ ও বাক্যের রূপান্তর ❒ অব্যয় ❒ সন্ধি ❒ অশুদ্ধি সংশোধন			—	—	২০	—

অভীক্ষা	পাঠ বিভাজন	প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণমান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা
মৌখিক - ১০	❒ অযান্ত্রিক ❒ দেবতার জন্ম ❒ বঙ্কুবাবুর বন্ধু ❒ মুক্তির কাঁটা ❒ দেবতার জন্ম		নির্বাচিত গদ্যাংশ পাঠ — ৬ [উচ্চারণ-২, সাবলীলতা-২, বোধ-২ = মোট - ৬] প্রশ্নোত্তর — ৪ [বোধমূলক — ২ তথ্যমূলক — ২]	—	—	১০	—

বি. দ্র. ❒ দশম শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষা সমগ্র মাধ্যমিক পাঠ্যসূচি ও মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বরবিভাজন অনুযায়ী হবে।

নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রথম একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (প্রথম পত্র)

নবম শ্রেণি

পূর্ণমান : ২০ | সময় : ৪০ মিনিট

১. যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও (অনধিক তিনটি বাক্যে) : ২×২=৪

১.১. 'দান করয়ে জগজনে' —উদ্দিষ্ট ব্যক্তি 'জগজনে' কী দান করেন? ২

১.২. 'স্থির নাহি বান্ধে' কার এই আচরণ? ২

১.৩. 'পতিত হেরিয়া কাঁদে' কবিতায় 'পতিত' বলতে কবি কাদের বুঝিয়েছেন? ২

২. অনধিক আটটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৬

২.১. 'বরন-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন / কারো কোনো দোষ নাহি মানে।' —
'বরন-আশ্রম' বলতে কী বোঝ? কবি যার সম্পর্কে একথা বলেছেন তাঁর কোন্ মহিমা এখানে প্রকাশিত হয়েছে? ২+৪=৬

২.২. 'বঞ্চিত গোবিন্দদাস' —কীসের থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন? তার বঞ্চিত হওয়ার কারণ কী? ২+৪=৬

৩. অনধিক ছয়টি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৫=৫

৩.১. 'দুরন্ত আশা' কবিতায় কবি বাঙালি জীবনে যে চিত্র এঁকেছেন তার যে-কোনো তিনটির পরিচয় দাও। কবিতায় কবির ব্যঙ্গারস সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৩+২=৫

৩.২. 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' —আরব বেদুইনদের জীবনধারা কেমন? তার তুলনায় বাঙালিদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য কবির মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে? ৩+২=৫

৪. ভাবার্থ লেখো (প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে) : ৫

হে ভারত, ভুলিও না — নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত — তোমার ভাই। যে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো — আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো — ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, বলো ভাই — ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বলো দিনরাত — মা , আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রথম একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (দ্বিতীয় পত্র)

নবম শ্রেণি

পূর্ণমান : ২০ | সময় : ৪০ মিনিট

১. পাঠ সংকলন / গদ্যাংশ : ৬

প্রশ্ন : (তথ্যসন্ধানী)

১.১. 'কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।'
—বক্তা যার কাছে এ প্রার্থনা জানিয়েছিল, সে তার উত্তরে কী বলেছিল? [অনধিক ৩টি বাক্যে উত্তর করো] ২

প্রশ্ন : (বোধমূলক)

১.২. ' সৌজন্য ও সদ্‌ব্যবহার বিষয়ে অসভ্যজাতি, সভ্যজাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।'
—মন্তব্যের সমর্থনে তোমার যুক্তি (৫টি বাক্যে) স্থাপন করো। ৪

২. সহায়ক পাঠ / গদ্যাংশ : ৪

২.১. 'যখন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।'
—মায়ের এমন মন্তব্যের কারণ কী? মার কাছে সন্তানের সবচেয়ে বড়ো পাওনা কী? ৩+১=৪
[প্রথম অংশ উত্তর অনধিক ৪টি বাক্যে এবং ২য় অংশের উত্তর অনধিক ২টি বাক্যে লিখতে হবে]

৩. ব্যাকরণ : ৮

৩.১. ভাষা কাকে বলে? ভাষার সঙ্গে উপভাষার সম্পর্ক কী? ১+২=৪

৩.২. নীচের উদ্ধৃতিটি কোন্ উপভাষার নিদর্শন? ওই উপভাষা কোন্ এলাকায় প্রচলিত? ওই উপভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ১+১+২=৪
'মাইনষের জন্মের দিন ভাইগ্যে যেমন ন্যাকা হয়, পরে সুখ-দুঃখ সব সেইমত হয়।'

৪. নির্মিতি : ২

৪.১. নীচের উদ্ধৃতিটিতে যথাযথ বিরামচিহ্ন দিয়ে পুনরায় লেখো : ২
বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন ব্যস্ত হব না বল কী ব্যাটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল ছেলে পিলে সংবৎসর খাবে কী

নমুনা প্রশ্নপত্র

দ্বিতীয় একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (প্রথম পত্র)

নবম শ্রেণি

পূর্ণমান : ২০ | সময় : ৪০ মিনিট

১. অনধিক তিনটি বাক্যে যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ২×২=৪

১.১. 'অরিন্দম কহিলা বিষাদে' —অরিন্দমের বিষাদের কারণ কী? ২

১.২. 'জনম তব কোন্ মহাকুলে'? —বিভীষণ যে 'মহাকুলে' জন্মগ্রহণ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ২

১.৩. 'নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে / একথা।'
লঙ্কাপুরে শিশুরা কোন্ কথা শুনে হাসতে বাধ্য হবে? ২

২. অনধিক আটটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৬=৬

২.১. 'এ কি মহারথীপ্রথা' —মহারথীপ্রথা কী? মহারথীপ্রথাভঙ্গাকারী সম্পর্কে বক্তা কীরকম মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তা উল্লেখ করো। ২+৩=৫

২.২. 'উত্তরিলা বিভীষণ' —বিভীষণ কী বলেছিলেন? এ প্রসঙ্গো মেঘনাদ কী বলেছিলেন? ২+৩=৫

৩. অনধিক ছয়টি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৫=৫

৩.১. দূর থেকে দেখে মৃত্যু সম্পর্কে কবি কী ভেবেছিলেন? মৃত্যুর 'বিভীষিকা' কীভাবে বর্ণনা করেছেন তার উল্লেখ করো। ৩+২=৫

৩.২. 'যতো বড়ো হও, তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও'
—কবি কীভাবে এই উপলব্ধিতে পৌছেছেন? এই উপলব্ধির চিত্ররূপটি বর্ণনা করো। ৩+২=৫

৪. বঙ্গানুবাদ করো (চলিত গদ্যে) : ৫

At noon, he stopped by a milestone. He was seventy miles from London. In that great city nobody would find him. Oliver got up again and walked twenty miles that day with nothing to eat except dry bread and water.

নমুনা প্রশ্নপত্র

দ্বিতীয় একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (দ্বিতীয় পত্র)

নবম শ্রেণি

পূর্ণমান : ২০ সময় : ৪০ মিনিট

১. পাঠ সংকলন / গদ্যাংশ : ৮

প্রশ্ন : (তথ্যমূলক)

১.১. 'যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল।'
—দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করার প্রথা ছিল কেন? [অনধিক ৩টি বাক্যে উত্তর করো] ২

প্রশ্ন : (বিচার ও ব্যাখ্যামূলক)

১.২. 'যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।'
—মন্তব্যটির আলোকে বক্তার চরিত্র ব্যাখ্যা করো। (অনধিক ৮টি বাক্যে উত্তর করতে হবে) ৬

২. সহায়ক পাঠ / গদ্যাংশ : ৪

২.১. 'কইরে, এখনও সিটি দিলে না আজ এরা?'
—এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে খাজাঞ্চি বাবুর সঙ্গে কারখানার যে সম্পর্ক প্রকাশিত হয়, তা উল্লেখ করো। কারখানার নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাজাঞ্চি বাবু কেন বেমানান হয়ে পড়ছিলেন দুটি বাক্যে লেখো।
৩+১=৪

৩. ব্যাকরণ : ৬

৩.১. নীচের ধ্বনিগুলির উচ্চারণস্থান নির্ণয় করো।
অ, চ, থ, ঐ। ২

৩.২. নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন্ কোন্ রীতি কার্যকর হয়েছে?
রতন, বিলিতি, লাউ, ইস্টেশন। ২

৩.৩. ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো : ২
বর্ধমান, ফেরিওয়ালা, জিজ্ঞাসা, ঢাকাই

৪. নির্মিতি : ২

৪.১. নিম্নলিখিত বাগ্‌ধারা সার্থক বাক্যে প্রয়োগ করো (যে-কোনো ২টি) ২
উত্তম মধ্যম, অষ্টরম্ভা, মাটির মানুষ, তাসের ঘর।

নমুনা প্রশ্নপত্র

তৃতীয় একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (প্রথম পত্র)

নবম শ্রেণি

পূর্ণমান : ৩০ সময় : ৪০ মিনিট

লিখিত ২০ + মৌখিক ১০

১. অনধিক তিনটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ২×১=২

১.১. 'বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা' —কোন্ ব্যথা শান্ত হবার কথা বলা হয়েছে? ২

১.২. 'একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা' —বাল্যকালের কোন্ স্মৃতি কথকের মনে উদয় হয়েছিল? ২

১.৩. 'ছেলের দল' কবিতায় ছেলের দলের যে-কোনো চারটি গুণের উল্লেখ করো। ২

২. অনধিক ছটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৪=৪

২.১. 'তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে' —'সাধু হলে আজ' —উদ্ধৃতির মধ্যে যে শ্লেষ লুকিয়ে আছে সেটি উল্লেখ করো। বক্তা কি সত্যই চোর, উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ২+২=৪

২.২. "তবু ওরাই আশার খনি / সবার আগে ওদের গান" —প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৪

৩. অনধিক ছয়টি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৪=৪

৩.১. 'করমের যুগ এসেছে' কবিতায় দেশের কোন্ পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে? দ্রুত কাজে সাড়া দেবার জন্য কবি যে 'প্রতীকি' ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন সেটি উল্লেখ করো। ২+২=৪

৩.২. 'করমের যুগ এসেছে' কবিতাটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করো। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও। ২+২=৪

৪. নিম্নলিখিত যে-কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ লেখো : ১০

১. পরিবেশ উন্নয়নে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা।

২. তোমার প্রিয় খেলা।

৩. প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান।

নমুনা প্রশ্নপত্র

তৃতীয় একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (দ্বিতীয় পত্র)

নবম শ্রেণি

পূর্ণমান : ৩০ — সময় : ৪০ মিনিট

লিখিত - ২০ + মৌখিক -১০

১. **পাঠ সংকলন / গদ্যাংশ : ১২**

প্রশ্ন : (তথ্যসন্ধানী)

১.১. "সম্মুখে দেখ, জয়নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল।" —অনধিক তিনটি বাক্যে নন্দাদেবী ও ত্রিশূলের পরিচয় দাও। ২

অথবা

প্রশ্ন : (উৎস নির্দেশ করো টীকা)

১.২. 'তুষার নদী' — অনধিক তিনটি বাক্যে টীকা লেখো। ২

প্রশ্ন : ব্যাখ্যা / বর্ণনাধর্মী

১.৩. 'তখন ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইত।' — ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনিকে লেখক কীভাবে ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ব্যাখ্যা করেছেন?
[অনধিক ১৫টি বাক্যে উত্তর লেখো] ১০

২. **সহায়ক পাঠ / গদ্যাংশ : ৭**

২.১. 'দুধের দাম' গল্পে রেলের ওয়েটিংরুমের যাত্রীদের মধ্যে যে কথোপকথন চলেছিল অনধিক দশটি বাক্যে তার পরিচয় দাও। ঐ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সমাজের যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা অনধিক ৫টি বাক্যে ব্যাখ্যা করো। ৫+৩=৮

৩. **ব্যাকরণ : ৮**

৩.১. রেখাঙ্কিত শব্দগুলির উৎসগত শ্রেণি নির্দেশ করো (যে-কোনো ২টি) : ২

১. এক প্রিয়জনের <u>পার্থিব</u> অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম।

২. প্রতিদিন <u>জোয়ার-ভাটায়</u> বারিপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ করিতাম।

৩. <u>চাকর</u>দের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

৪. মহারানির রাজত্বে কেউ কারও <u>গোলাম</u> নয়।

৩.২. চিহ্নিত পদের অন্বয়গত পরিচয় ও বিভক্তি নির্দেশ করো :

১. <u>পিতৃদেব</u> প্রায়ই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

২. <u>তখন</u> সবেমাত্র শহরে জল কল হইয়াছে।

৩. আমাদের বাড়িতেই সেই <u>রাজার</u> বাড়ি।

৪. ত্রিভুবন এই <u>মহাঅস্ত্রে</u> গ্রথিত।

৫. নদি, তুমি <u>কোথা হইতে</u> আসিয়াছ?

৬. <u>উপত্যকা</u> রচিত হইল।

নমুনা প্রশ্নপত্র

চতুর্থ একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (প্রথম পত্র)

নবম শ্রেণি

পূর্ণমান : ২০ সময় : ৪০ মিনিট

১. অনধিক তিনটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×২=২

১.১. 'পথের দিশা' কবিতায় ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে —এমন দুটি চরণ উদ্ধৃত করো। ২

১.২. 'তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী' গহন বনের সন্ধানী কে? ২

২. অনধিক আটটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৬=৬

২.১. 'পথের দিশা' কবিতায় কবি দেশের যে পরিস্থিতি দেখে অস্থির হয়েছে তা কবিতা অনুসরণে উল্লেখ করো। ৬

২.২. 'পথের দিশা' কবিতায় কবি কোন্ দিশার কথা বলেছেন? ৬

৩. অনধিক তিনটি বাক্যে উৎস নির্দেশ সহ **একটি** টীকা লেখো : ১×২=২

৩.১. কালাপাহাড়

৩.২. আলোকশিশু

৩. অনধিক ছটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৫=৫

৩.১. যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চম্পার আবির্ভাব ঘটে তার বর্ণনা দাও। প্রসঙ্গক্রমে গ্রীষ্মের প্রখরতার যে ছবি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তার দুটি উদাহরণ দাও। ৩+২=৫

৩.২. 'চম্পা'র আত্মপ্রকাশের অন্তরালে মানবজীবনের কোন্ সত্য প্রকাশিত হয়েছে? 'চম্পা'র লাবণ্য কীভাবে বিকশিত হয়েছে তা উল্লেখ করো। ৩+২=৫

৪. যে-কোনো **একটি** বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী লেখো : ৫

৪.১. 'আইলা' ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষদের সাহায্যার্থে 'ত্রাণ-কমিটির' সভার একটি কার্যবিবরণী লেখো।

৪.২. নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে —সেই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সভার একটি কার্যবিবরণী লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র

চতুর্থ একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (দ্বিতীয় পত্র)

নবম শ্রেণি

পূর্ণমান : ২০ সময় : ৪০ মিনিট

১. পাঠ সংকলন / গদ্যাংশ : ৭

প্রশ্ন : (তথ্যসন্ধানী)

১.১. 'তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না।'

—বক্তা কোন্ বিষয়ের আভাস পেতেন কিন্তু নাগাল পেতেন না? (অনধিক ৩টি বাক্যে উত্তর করো) ২

প্রশ্ন : (বোধমূলক)

১.২. 'সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস পর্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়।'

—যে শিশু খেলার জিনিস পর্যাপ্ত পায় তাকে লেখক 'হতভাগ্য' বলেছেন কেন? কীভাবে তার খেলা মাটি হয়ে যায়? [অনধিক ছয়টি বাক্যে উত্তর লেখো] ২+৩=৫

২. সহায়ক পাঠ / গদ্যাংশ : ৫

২.১. 'দেব। ছেলেকে তোমার মানুষ করে দেব।'

—সূর্যপদ হর্ষনাথের ছেলেকে কেমন প্রকৃত মানুষ করে দিয়েছিল অনধিক ৯টি বাক্যে বুঝিয়ে লেখো। ৫

৩. ব্যাকরণ : ৮

৩.১. 'সমাস' শব্দটির মূল অর্থ কী? ব্যাকরণে 'সমাস' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়? ভাষায় সমাসের কাজ কী? দুই ধরনের সমাসের উদাহরণ দিয়ে বিষয়েটি বুঝিয়ে দাও। ১+১+৩=৫

৩.২. 'সমস্ত' পদে পরিণত করে সমাসের নাম লেখো।

'অমৃতের ন্যায় মধুর'। ১

৩.৩. নীচের বাক্যগুলিতে কোন্ ধরনের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্দেশ করো। ১×২=২

১. কথাটা সকলের জানা।

২. কোথায় যাবেন?

নমুনা প্রশ্নপত্র

বাংলা প্রথম ভাষা (প্রথম পত্র)

দশম শ্রেণি

পূর্ণমান : ৪০ | **প্রথম একক অভীক্ষা** | সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

১. অনধিক তিনটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×২=২

১.১. "ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে," —এখানে 'তাহাদের ছায়া' বলতে কাদের ছায়ার কথা বলা হয়েছে? ২

১.২. 'এখানে ফিরেছি আমি' —কবি কোথায় ফিরেছেন? ২

২. অনধিক ছটি বাক্যে যে-কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ২×৫=১০

২.১. 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' —কবিতায় পুরাণ-কথা, প্রকৃতির সৌন্দর্য কীভাবে কবির অনুভবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করো। ৫

২.২. 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় বেহুলার বেদনার সাথে সমস্ত বাংলার যে একাত্মতাবোধ ফুটে উঠেছে—তা আলোচনা করো। ৫

২.৩. 'আবার দাঁড়াব গিয়ে দুঃখের দুয়োরে' —কবি 'দুঃখের দুয়োরে' দাঁড়াতে চেয়েছেন কেন? ৫

৩. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো (উৎস নির্দেশসহ অনধিক **চারটি** বাক্যে) : ১×২=২

৩.১. পিদ্দিমের আলো ৩.২. মধুকর ডিঙা

৪. অনধিক পনেরোটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×১০=১০

৪.১. 'ফ্যান' কবিতায় নগরে ভিড়-করা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের যে করুণ ছবি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো। আলোচ্য কবিতায় যে ব্যঙ্গের ধ্বনি ফুটে উঠেছে তা উল্লেখ করো। ৬+৪=১০

৪.২. 'দুঃখের কবি' কবিতায় দুঃখবাদীদের সম্পর্কে কবির মূল ভাবনাটি ব্যক্ত করো। এই কবিতায় কবির উল্লেখিত যে-কোনো দুটি উদাহরণ-উপমা নির্দেশ করো। ৮+২=১০

৫. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো : ১০

Once a soldier was made a prisoner of war. After a few years the war ended and he was released. One day while he was walking near a market he saw a bird-seller with a cage full of birds for sale. The soldier bought the cage and then set all the birds free one by one. When the people around asked him about his strange behaviour, he replied, "I know the agony of captivity."

৬. যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও (অনধিক দশটি বাক্যে) : ১×৬=৬

৬.১. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো :
এলাকার মহিলাদের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উন্নয়নের ঘটনা।

৬.২. বিদ্যালয়ের জাতীয় সবুজ বাহিনীর একটি সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রথম একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (দ্বিতীয় পত্র)

পূর্ণমান : ৪০ — সময় : ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

পাঠ সংকলন / গদ্যাংশ : ২১

তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন

১. অনধিক **তিনটি** বাক্যে উত্তর করো : ২×২=৪

১.১. 'ওলডোনিয়া লেঙ্গাই' —শব্দটির অর্থ কী? ২

১.২. 'মুই ভাই শরমে সামনে যাবার পারি নাই।'
—বক্তা কখন লজ্জায় সামনে যেতে পারেনি? ২

বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জ

২. অনধিক **৬টি** বাক্যে উত্তর করো : ৫×৩=১৫

২.১. 'কী অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য!' —দৃশ্যটি উল্লেখ করো। দৃশ্যটিকে ভীষণ সুন্দর বলা হয়েছে কেন? ২+৩=৫

২.২. 'ফুলজান কহিল্ হামারগুলার কোনো কসুর নাই, খোদা ক্যান মাইরবে—মুশকিল আসান হইবে।' ফুলজানের এ বিশ্বাস থেকে তার সম্পর্কে কী ধারণা হয়? বক্তা ফুলজানের এ বিশ্বাসের প্রসঙ্গাটি উল্লেখ করেছিল কেন? ২+৩=৫

২.৩. 'হাকিমুদ্দির মনে সাধটা মিটিল্' —কার কেন এমন মনে হয়েছিল? ১+৪=৫

৩. উৎস নির্দেশ করে কমবেশি **৩টি** বাক্যে টীকা লেখো (যে-কোনো **১টি**) : ২

৩.১ তাল্লাক।

৩.২. আগ্নেয়গিরি।

সহায়ক পাঠ / গদ্যাংশ : ৯

৪. কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর করো : ৯

বংশী আত্মহত্যার সব আয়োজন করেও কেন শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে পারল না? এ ঘটনার মধ্যে জীবনের কী সত্য প্রকাশিত হয়েছে? ৭+২=৯

ব্যাকরণ : ১০

৫.১. বাক্যের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত দাও : ১×৩

সংযোগমূলক ধাতু, যৌগিক ক্রিয়া, নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

৫.২. নীচের বাক্যগুলির ক্রিয়ার 'প্রকার' নিরূপণ করো। ১×৩=৩

৫.২.১. অন্তর মম বিকশিত করো।

৫.২.২. বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

৫.২.৩. আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে।

৫.৩. নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যগুলির রূপান্তর করো। ১×৪=৪

৫.৩.১. পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। (কর্তৃবাচ্যে)

৫.৩.২. দড়িতে হাত দিয়ো না। (ভাববাচ্যে)

৫.৩.৩. জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। (ভাববাচ্যে)

৫.৩.৪. বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। (কর্মবাচ্যে)।

নমুনা প্রশ্নপত্র

দ্বিতীয় একক অভীক্ষা

বাংলা প্রথম ভাষা (প্রথম পত্র)

দশম শ্রেণি

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৬০

(লিখিত ৫০ + মৌখিক ১০)

১. অনধিক তিনটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×২=২

১.১. 'শিশুটি কোথায় গেল?' —শিশুটির কোথায় থাকার সম্ভাবনার কথা কবি ব্যক্ত করেছেন? ২

১.২. 'তাই আজ আমারো বিশ্বাস?' —কবি কোন্ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন? ২

২. অনধিক ছটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৫=৫

২.১. 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে তাঁর মানসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন —সংক্ষেপে আলোচনা করো। ৫

২.২. 'উলঙ্গ রাজা' কবিতায় 'স্তাবকবৃন্দ' ও 'শিশু' —এই দুই চরিত্রের মধ্যে যে বৈপরীত্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় —তা আলোচনা করো। ৫

৩. কমবেশি পনেরোটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×১০=১০

৩.১. 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার মর্মবস্তু আলোচনা করো। প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করো এই কবিতার নামকরণ কতটা সার্থক হয়েছে? ৫+৫=১০

৩.২. 'দানবের সাথে' সংগ্রামের জন্য কোন্ প্রেক্ষাপটে ঘরে ঘরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে কবি মনে করেছেন? এই সময় শান্তির বাণী কেন ব্যর্থ হবে বলে কবি মনে করেছেন? ৭+৩=১০

৪. উৎস নির্দেশসহ অনধিক চারটি বাক্যে যে-কোনো **দুটি** টীকা লেখো : ২×২=৪

৪.১. দানব ৪.২. দুর্ভিক্ষের কবি

৪.৩. গল্পের রাজা ৪.৪. স্তাবকবৃন্দ

৫. অনধিক পনেরোটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫.১. 'ক্ষুধা' কবিতাটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কী? প্রসঙ্গত ক্ষুধাতুর মানুষ তথা দুর্ভিক্ষের ছবি কবি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচনা করো। ৫+৫=১০

৫.২. সরলার মায়ের মনের মধ্যে স্বদেশের যে ছবি রয়েছে তার পরিচয় দাও। সরলার মায়ের মানসিক জগৎকে কবি যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা আলোচনা করো। ৫+৫=১০

৬. যে-কোনো **একটির** উত্তর দাও : ৫

৬.১ ভাবার্থ লেখো (প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে)

চল নামি — আষাঢ় আসিয়াছে — চল নামি। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা একজনে যুথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না — মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে? যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যার ঐক্য নাই, সে তুচ্ছ। দেখ, ভাইসকল, কেহ একা নামিও না —অর্ধপথে ওই প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে —চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

৬.২. ভাবসম্প্রসারণ করো : (কমবেশি দশটি বাক্যে)

হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।

নমুনা প্রশ্নপত্র

বাংলা প্রথম ভাষা (দ্বিতীয় পত্র)

দ্বিতীয় একক অভীক্ষা

দশম শ্রেণি

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৬০
(লিখিত ৫০ + মৌখিক ১০)

পাঠ সংকলন / গদ্যাংশ : ২০

তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন

১. প্রতিটি উত্তর অনধিক ৩টি বাক্যে লেখো : ২×২=৪

১.১. 'কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই।'
—বক্তা জাহাজের গন্ধটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করো। ২

১.২. আমরা পৃথিবীতে যে বায়ুমণ্ডলের ভেতর বাস করি তাতে স্বাভাবিক বায়ুর উপাদান কোন্‌টি কত অংশের হয়? ২

বোধমূলক প্রশ্ন

২. কমবেশি **৬টি** বাক্যে উত্তর করো : ১×৫=৫
'কেন, মনে নাই?' —নিবারণ মাকে মেয়ের কাছে পাঠানোর সময় এমন কথা বলেছিল কেন? মা ও ছেলের সম্পর্কের জন্য তাদের দারিদ্র্যকে কি কারণ বলে মনে হয়? ৩+২=৫

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

৩. কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর লেখো : ১×৯=৯
'হারুন সালেমের মাসি' গল্পে গৌরবির মাতৃহৃদয়ের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

টীকা ১×২=২

৪. উৎস নির্দেশ করে কমবেশি **৩টি** বাক্যে টীকা লেখো।
বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক।

সহায়ক পাঠ / গদ্যাংশ : ১০

৫. কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর লেখো :
'অযান্ত্রিক' গল্পে অভ্রখনি অঞ্চলের জীবনযাত্রার যে চিত্র পাওয়া যায় তার বর্ণনা দাও। গল্পের মধ্যে জগদ্দলের সঙ্গে বিমলের আত্মিক সম্পর্কের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা উল্লেখ করো। ৬+৪=১০

ব্যাকরণ : ২০

৬. পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ : ১০

৬.১. নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যে সব সন্ধিবদ্ধ পদ আছে সেগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো : ২×১=২

৬.১.১. নন্দন-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য?

৬.১.২. নিরুপম হেম জিনি।

৬.২. নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো : ৪×১=৪

৬.২.১. তাহার পর বড়ো হইয়া নদীর উৎপত্তি সম্পন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। (জটিল বাক্যে)

৬.২.২. নদী, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। (যৌগিক বাক্যে)

৬.২.৩. এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে। (নঞর্থক বাক্যে)

৬.২.৪. শুধু জীবজগৎ নয় জড় পদার্থের ওপরও দূষিত বায়ুর প্রভাব পড়ে। (বাচ্য পরিবর্তন করো)

৬.৩. নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলির মধ্যে যে সমাসবদ্ধপদ আছে তার ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম বলো (যে-কোনো ৪টি) ৪×১=৪

৬.৩.১. পুরানো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে।

৬.৩.২. গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল।

৬.৩.৩. ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না।

৬.৩.৪. নিবারণ এখন প্রাইভেট বাসের টিকিটবাবু।

৭. **সাধারণ ব্যাকরণ : ১০**

৭.১. নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি বাক্যে প্রয়োগ করো : ৫×১=৫

সংযোজক অব্যয়, বাক্যালংকার অব্যয়, প্রশ্নসূচক অব্যয়, আবেগসূচক অব্যয়, ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

৭.২. নীচের শব্দযুগলের মধ্যে শুদ্ধ শব্দটি লেখো : ৫×১=৫

বাকাড়ম্বর / বাগাড়ম্বর, দুর্গা / দূর্গা, দুরদর্শন / দূরদর্শন, বিভৎস / বীভৎস, মহিমাময় / মহিমময়।

সামগ্রিক মূল্যায়ন / বাৎসরিক পরীক্ষা

প্রথম ভাষা : বাংলা

প্রথম পত্র

পূর্ণমান : ৯০ শ্রেণি — নবম সময় : ৩ ঘণ্টা

১. যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও (অনধিক তিনটি বাক্যে) : ৩×২=৬

১.১. "হায় তাত, উচিত কি তব / এ কাজ" — কোন্ কাজ অনুচিত? ২

১.২. 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান' —কাদের 'মা' বলে ডাকতে বক্তার হৃদয় আকুল হয়েছে? ২

১.৩. 'মারিয়া করিব খুন' কোন্ ঘটনায় একথা বলা হয়েছে? ২

১.৪. 'কারো কোনো দোষ নাহি মানে' —দোষ না মানার কারণ কী? ২

১.৫. 'বিষ যখন আজ উঠল শেষে...' 'বিষ' ওঠার পর কী হয়েছিল? ২

১.৬. 'তারপর এই শূন্য জীবনে...' কথকের জীবনে এই শূন্যতা কেন? ২

২. প্রতিটি উত্তর কমবেশি ছটি বাক্যে যে-কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৪×৫=২০

২.১. 'ও রূপ মাধুরী পিরিতি চাতুরী / তিল আধ পাসরিতে নারি'
'রূপ মাধুরী' ও 'পিরিতি চাতুরী' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কবি কেন 'তিল আধ পাসরিতে' পারছেন না? ৩+২=৫

২.২. 'কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা..' —কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? বক্তার হতাশার কারণ কী? ২+৩=৫

২.৩. 'কোথা হতে এল মালী' —মালী এসে কী করল? উক্ত ঘটনায় বক্তার মানসিক অবস্থা কী হয়েছিল? ২+৩=৫

২.৪. 'রে অগ্রদূত! ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?' —'পথের দিশা' কবিতায় 'অগ্রদূত' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? জাঠ কালাপাহাড় কী ভাঙতে আসছে? ২+৩=৫

২.৫. 'কবর' কবিতাটির বিষয়বস্তুকে অনুসরণ করে বৃদ্ধের অন্তর্বেদনার পরিচয় দাও। ৫

২.৬. 'আমারে দেখিতে যাইয়ো কিন্তু, উজানতলির গাঁ' —কেন এই অনুরোধ? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কীভাবে অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন? ২+৩=৫

২.৭. "মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশিরঃ ফণী" —কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? তুলনাটি প্রয়োগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২+৩=৫

৩. কমবেশি পনেরোটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×১০=১০

৩.১. "একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হল।"
—বক্তার প্রবাসজীবন কেমন কেটেছিল? 'দেশে'র প্রতি বক্তার ভালোবাসার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করো। ৫+৫=১০

৩.২. 'পথের দিশা' কবিতায় কবি দেশের যে পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো। এই পরিস্থিতির অবসানে লেখক কী 'দিশা' দেখিয়েছেন? ৫+৫=১০

৩.৩. 'কবর' কবিতায় দাদুর প্রথম যৌবন এবং পরবর্তীজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় —তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। ১০

৪. উৎস নির্দেশসহ প্রতিটি টীকা অনধিক চারটি বাক্যে লেখো (যে-কোনো দুটি) : ২×২=৪

৪.১. কমলা–শিব-বিহি ৪.২. ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়

৪.৩. বৃন্দাবন ৪.৪. দোয়া ৪.৫. মহারথিপ্রথা

৫. কমবেশি পনেরোটি বাক্যে যে-কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫.১. 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো' —এই বিশ্বাসে কবি কীভাবে পৌঁছেছেন আলোচনা করো। আলোচ্য কবিতায় 'বজ্রের' ভ্রূকুটির যে বর্ণনা আছে তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করো। ৭+৩=১০

৫.২. 'আমি চম্পা' —আত্মবিশ্বাসী চম্পা যেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বিকশিত করেছে আলোচনা করো। প্রসঙ্গত গ্রীষ্মের যে 'ভয়াবহতা' কবি প্রকাশ করেছেন তার পরিচয় দাও। ৭+৩=১০

৫.৩. 'লোহার ব্যথা' কবিতা অবলম্বনে লোহার 'চিরনিরুপায়' অবস্থাটির বর্ণনা দাও। কবিতাটিকে একটি রূপক কবিতা বলা যায় কি? ৬+৪=১০

৬. নিম্নলিখিত যে-কোনো **একটি** বিষয়ে অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখো : ২০

৬.১. পরিবেশ উন্নয়নে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা

৬.২. যুদ্ধমুক্ত শান্তির পৃথিবী

৬.৩. বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মানসিকতা

৬.৪. জাতীয় সংহতি

৭. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো : ১০

Honesty is a great virtue. If you do not deceive others, if you do not tell a lie, if you are strictly just and fair in your dealings with other, you are an honest man. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. No one can prosper in life if he is not honest.

৮. ভাবার্থ লেখো (প্রদত্ত রচনার এক তৃতীয়াংশ আয়তনে) : ৫

৮.১. আসক্তির মতো নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই, সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে না, সে কারও জন্য কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায়না। এই আসক্তিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম, সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করছে। ত্যাগ বড়ো সুন্দর, বড়ো কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধৃত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়।

৮.২. ভাবসম্প্রসারণ করো (কমবেশি দশটি বাক্যে) :

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

৯. যে-কোনো **একটি** উত্তর দাও (অনধিক দশটি বাক্যে) :

৯.১. সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
গ্রামের একটি পতিত জমিতে সবুজায়ন করার জন্য গ্রামবাসীর সম্মিলিত উদ্যোগ।

৯.২. তোমাদের বিদ্যালয়ের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে তার প্রারম্ভিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করো।

সামগ্রিক মূল্যায়ন / বাৎসরিক পরীক্ষা

প্রথম ভাষা : বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

পূর্ণমান : ৯০ শ্রেণি — নবম সময় : ৩ ঘণ্টা

১. যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর অনধিক ৩টি বাক্যে) : ৩×২=৬

১.১. বলাইয়ের কাকিমা ফোটোগ্রাফওয়ালাকে ডেকে আনতে বলেছিলেন কেন? ২

১.২. গফুর যে গ্রামে বাস করত সেখানে পানীয় জলের কী ব্যবস্থা ছিল? ২

১.৩. 'সেই কেবল কাঁদিল না।' —উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কেন 'কাঁদিল' না? ২

১.৪. 'মহাদেবের জটা হইতে।' —কোন্ প্রশ্নের উত্তরে নদী এ উত্তর করত? ২

১.৫. 'আহার করিতে কিছু না দেন, অন্তত জল দিয়া আমার প্রাণদান করুন।' —এই প্রার্থনার উত্তরে ইউরোপীয় ব্যক্তিটি কী বলেছিল? ২

২. যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে) : ৫×৫=২৫

২.১. 'তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন।'
—উক্ত ব্যক্তির এরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণ কী? এরপর কী ঘটেছিল? ৩+২=৫

২.২. 'যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না— ও মূর্খ কী প্রকারে বলিবে?' —কোন্ প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করা হয়েছে? মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে বক্তার চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ২+৩=৫

২.৩. "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"
—নদীর এই মন্তব্যের উপলক্ষ্য কী? এই মন্তব্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অল্পকথায় লেখো। ২+৩=৫

২.৪. 'তার প্রকৃতিতে গাছপালার মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল।' বলাই-এর প্রকৃতিতে কী লক্ষ করে লেখক কেন এমন মন্তব্য করেছেন? ২+৩=৫

২.৫. 'এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল।' —নিষ্ঠুর অভিযোগটি কী? গফুরের বাক্‌রোধ হয়ে গেল কেন? ২+৩=৫

২.৬. 'বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, ব্যস্ত হব না?'
—বৃদ্ধের ব্যস্ত হওয়ার কারণ কী? এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধের স্বভাবের কী পরিচয় পাওয়া যায়? ৩+২=৫

২.৭. 'যেমন চাষা তার তেমনি বলদ।' —কোন্ প্রসঙ্গে কার মন্তব্য? মন্তব্যটির মধ্য দিয়ে বক্তার কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? ৩+২=৫

৩. কমবেশি ১৫টি বাক্যে যে-কোনো **১টি** প্রশ্নের উত্তর লেখো : ১০

৩.১. 'সে দুই দিন বহু বন ও গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম।' —লেখকের অনুসরণে তুষারক্ষেত্রের বর্ণনা দাও। ১০

৩.২. কোন্ কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়ে মহেশের প্রতি গফুরের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে বুঝিয়ে লেখো। ১০

৩.৩. 'সাগরসঙ্গমে নবকুমার' গদ্যাংশটিতে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লেখ করে তাতে সমকালীন সময়ের যে সমাজচিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩+৭=১০

৪. অনধিক ৪টি বাক্যে টীকা লেখো (যে-কোনো **২টি**) : ২×২=৪

৪.১. দরিয়ার পাঁচপির।

৪.২. শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক।

৪.৩. আমেরিকার আদিম নিবাসী।

৪.৪. কোমলগান্ধার

৫. কমবেশি ১৫টি বাক্যে যে-কোনো **১টি** প্রশ্নের উত্তর লেখো : ১০

৫.১. বিভিন্ন টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে খাজাঞ্চি বাবুর চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়? কারখানার ব্যবস্থাপনায় নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব লেখক কীভাবে প্রকাশ করেছেন? ৫+৫=১০

৫.২. 'দুধের দাম' গল্পে বৃদ্ধা যাত্রীর প্রতি রেল যাত্রীদের মন্তব্য ও আচরণের মধ্যে সমাজের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো। বৃদ্ধার প্রতি কুলির ব্যবহারে যে মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৬+৪=১০

৬. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও : ১০

৬.১. নীচের চিহ্নিত পদগুলির অন্বয়গত পরিচয় ও বিভক্তি নির্দেশ করো (যে-কোনো **২টি**) : ২×১=২

৬.১.১. পাঠাইব <u>রামানুজে</u> শমন-ভবনে।

৬.১.২. আমি তো নীরবে দিয়েছি <u>আমার</u> সব।

৬.১.৩. তাহা <u>পন্ডিতে</u> বলিতে পারে না।

৬.১.৪. <u>তারা</u> বাগানের শৌখিন গাছ নয়।

৬.২. নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে তাদের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে-কোনো ৪টি) : ৪×১=৪

৬.২.১. সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর।

৬.২.২. বুঝিলা বাসবত্রাস।

৬.২.৩. ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে!

৬.২.৪. অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম।

৬.২.৫. ঊর্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে।

৬.২.৬. তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ;

৬.২.৭. আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি;

৬.৩. নীচের চিহ্নিত পদগুলি কী ধরনের বিশেষণ তা নির্দেশ করো (যে-কোনো ৪টি) : ৪×১=৪

৬.৩.১. অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা।

৬.৩.২. গন্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।

৬.৩.৩. মৃদুমন্দ দোদুল গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা।

৬.৩.৪. ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট।

৬.৩.৫. দুইজন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন।

৬.৩.৬. পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত।

৬.৩.৭. অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল।

৭. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও (যে-কোনো **৫টি**) : ৫×৫=২৫

৭.১. ভাষার সঙ্গে উপভাষার সম্পর্ক কী? নীচের উদ্ধৃতিটি কোন্ অঞ্চলের উপভাষায় রচিত? ওই উপভাষার দুটি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো :
"তোমরা চলি গেইলে মোর ফুফার ওটেই থাকা লাগে যে।" ২+১+২=৫

৭.২. একই ধাতুর পূর্বে ৫টি পৃথক উপসর্গ যোগে পাঁচটি শব্দ গঠন করে দেখাও যে উপসর্গ যোগে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটে। ৫

৭.৩. বাক্যের মাধ্যমে উদাহরণ দাও : ৫×১=৫
সর্বনামের বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ, প্রশ্নবাচক বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, পূরণবাচক বিশেষণ।

৭.৪. 'সমস্ত পদে' পরিণত করে সমাসের নাম লেখো : ৫×১=৫
শোভন হৃদয় যার, অমৃতের ন্যায় মধুর, জলে চরে যে, তেল মাখবার ধুতি, ছায়া প্রধান তরু।

৭.৫. উদাহরণসহ পার্থক্য নির্দেশ করো : উপসর্গ ও প্রত্যয়। ৫

৭.৬. নীচের বাগ্ধারাগুলিকে আলাদা আলাদা সার্থক বাক্যে প্রয়োগ করো : (যে-কোনো **৫টি**) ৫×১=৫
আষাঢ়ে গল্প, উত্তম মধ্যম, ডুমুরের ফুল, তীর্থের কাক, মিছরির ছুরি, নয়নের মণি, হাতের পাঁচ, রাঘব বোয়াল।

৭.৭. নীচের উদ্ধৃতাংশে উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসাও : ৫
প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন আসব না তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব

প্রথম পত্র ঃ নমুনা-প্রশ্নাবলি

(নির্বাচিত নমুনা-উত্তরসহ)

[ক] ২ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ

১. অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ 'পতিত হেরিয়া কাঁদে' কবিতায় কবি নিজেকে 'বঞ্চিত' বলেছেন কেন?

১.২ 'কহো, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা?'—বক্তা শ্রোতাকে এ কথা বলেছেন কেন?

১.৩ 'একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা'—বালককালের কোন্ কোন্ কথা বক্তার মনে পড়েছে?

১.৪ 'তবু ওরাই আশার খনি'—'ছেলের দল' কবিতায় কবি এখানে 'তবু' শব্দটি কেন ব্যবহার করেছেন?

১.৫ 'অন্ধকারে জেগে উঠে........চেয়ে দেখি'—অন্ধকারে জেগে উঠে কবি কী কী দেখতে পান?

১.৬ 'রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়?' কালাপাহাড় এবার কী কী ভাঙতে আসছে বলে কবি আশা করছেন?

১.৭ 'সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা'—এত সোনার বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

১.৮ 'কবে আমি বড়ো হয়ে তাকে ছেড়ে চলে আসি'—কবি বড়ো হয়ে 'তাকে' ছেড়ে চলে আসেন কেন?

১.৯ 'সেই গল্পের ভিতরে একটি শিশুও ছিল'—গল্পের অন্যান্য চরিত্র থেকে শিশুটির স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে কবি কী কী বিশেষণ ব্যবহার করেছেন?

১.১০ 'তাই আজ আমার বিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'—কোন্ নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তা উল্লেখ করো।

<u>নমুনা উত্তর ১.১০</u> কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের যে কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন সেই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন চারদিকে অশুভ শক্তির প্রভাব বাড়লে তখন শান্তির বদলে অশুভ শক্তির

বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা দরকার। দুর্ভিক্ষের কবি সুকান্তও লক্ষ করেছেন যে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য চারদিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই প্রস্তুতির ঘটনার প্রেক্ষাপটে কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত পঙ্ক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

[খ] ৫ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ

২. **কমবেশি ৬টি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ 'পতিত হেরিয়া কাঁদে' কবিতায় কবি গৌরাঙ্গের দেহসৌন্দর্যের কী বর্ণনা দিয়েছেন? গৌরকে 'সদয়' ও গৌরবের হৃদয়কে 'রসময়' বলার কারণ কী? ২+৩

২.২ উত্তরিলা রথী—
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ আত্মজে
'নহি দোষী আমি, বৎস'।
রাবণ-আত্মজ রাবণ-অনুজের প্রতি কী দোষারোপ করেছেন? রাবণ-অনুজ কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন? ২+৩

২.৩ 'স্নেহের সে-দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা'—'স্নেহের সে-দান' বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে? ওই দানে বক্তার মাথা ঠেকানোর কারণ কী? ৩+২

২.৪ 'আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল'—'আলাদিনের মায়ার প্রদীপ' কথাটির তাৎপর্য কী? 'ছেলের দল' সম্পর্কে এ কথা বলার যুক্তি কী? ২+৩

২.৫ 'আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি'—এখানে 'গো-ভাগাড়' ও 'চিল-শকুনি' শব্দ দুটির মধ্য দিয়ে কবি আসলে সমাজের কোন্ অবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন? এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি কীসের উপর ভরসা করার কথা বলেছেন? ৩+২

২.৬ 'দাদি যে তোমার খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে'—দাদির খুশি হওয়ার কারণ কী ছিল? খুশি হয়ে দাদি দাদুকে কীভাবে কী বলত? তাতে দুজনের সম্পর্কের কী পরিচয় পাওয়া যেত? ২+২+১

২.৭ 'এইসব নিশানা ধরেই
এখানে ফিরেছি আমি'—নিশানাগুলি কী? কবি কোথায় ফেরার কথা বলেছেন? ৩+২

২.৮ 'কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না'—
এখানে কীসের ভিড়ের কথা বলা হয়েছে? শিশুটির অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসাবে কী কী সম্ভাবনার কথা কবি অনুমান করেছেন? ২+৩

২.৯ যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে—
'রক্তাক্ত দিন' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? দিন 'রক্তাক্ত' হলেও কবি এখনও কেন রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত সৃষ্টিকে 'মনের দিকে দিকে' প্রতিষ্ঠা করেন? ৩+২

২.১০ 'একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন যে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়'—ইন্দ্রের সভায় বেহুলার নাচকে কবি 'ছিন্ন খঞ্জনার মতো' বলেছেন কেন? এই নাচের মধ্যে কবি বাংলার কোন্ রূপের আভাস পেয়েছেন? ৩+২

নমুনা উত্তর

২.৭ কিছু দূর্বাঘাসের ছোপ, ধানের গুচ্ছের চিহ্ন, কয়েকটি দোয়েল, ফিঙে, টুনটুনি পাখি আর প্রিয়জনের নরম হাসিমুখের আদর—এই সব ছিল কবির ঘরে ফেরার নিশানা।

তিনি ফিরেছিলেন "জনম দুখিনির ঘর"-এ, যেখান থেকে একদিন বড়ো হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন দূরে। "জনমদুখিনি"র ঘর প্রকৃত পক্ষে কবির মাতৃভূমি জন্মভূমি। এই জন্মভূমি মায়ের সন্তান মাকে ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছে, তাই কবি তাকে জনমদুখিনি অর্থাৎ চিরদুখিনি বলেছেন।

সেই 'জনমদুখিনী'র ঘরে কবির শৈশব কেটেছে জননীর আঁচলের হাওয়ায়, প্রদীপ জ্বলা অন্ধকার রাতে রূপকথার গল্প শুনে। বড়ো হয়ে বাস্তবের মুখোমুখি এক জটিল জীবনের পথে, কত টিলা, কুয়াশা আর বনবাদাড় পার হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন রূপকথার শৈশব থেকে বহুদূরে।

এখন কিছু নিশানা দেখে কবির মনে পড়েছে তার জন্মভূমি-মায়ের কথা। হারিয়ে যাওয়া শৈশবের স্মৃতির মধ্য দিয়ে তিনি ফিরেছেন সেই "জনম দুখিনির ঘর"-এ।

[গ] ১০ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ

৩. কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ "পতিত হেরিয়া কাঁদে" কবিতায় মানবপ্রেমিক গৌরাঙ্গের যে পরিচয় পাওয়া যায় কবির বর্ণনা অনুসারে তা লেখো। ১০

৩.২ "বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ" কবিতায় রাম ও বিভীষণের সম্পর্কে ইন্দ্রজিতের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যেকের প্রতি ইন্দ্রজিতের দুটি করে মন্তব্য উল্লেখ করে আলোচনা করো। ১০

৩.৩ "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"—বক্তার এই উক্তির সত্যতা "দুই বিঘা জমি" কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লেখো। ১০

৩.৪ "তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গনি,"
—এই অংশে "তবু" এবং 'আশার খনি"—কথা দুটি কবি কেন ব্যবহার করেছেন "ছেলের দল" কবিতা অনুসরণে বুঝিয়ে দাও। ১০

৩.৫ "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি"—কবিতায় বাংলার রূপের যে পরিচয় কবি দিয়েছেন—সেটি বর্ণনা করো। ১০

৩.৬ "পারবি যেতে ভেদ করে এই চক্রপথের চক্রব্যূহ?"
—'চক্রপথের চক্রব্যূহ' কথাটি ব্যাখ্যা করে এর মধ্যেও কবি "পথের দিশা"-র যে ইঙ্গিত দিয়েছেন বুঝিয়ে দাও। ১০

৩.৭ "মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক, আয়-আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।"
—'কবর' কবিতা অবলম্বনে উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। ১০

৩.৮ "কবে আমি বড়ো হয়ে তাকে ছেড়ে চলে আসি
তবু তার আঁচলের হাওয়া আজও আমার নিভৃতে,"
—এর মধ্য দিয়ে কবি যা বলতে চেয়েছেন-তা ব্যাখ্যা করো। ১০

৩.৯ "উলঙ্গ রাজা"—কবিতায় সমাজে কোন্ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে? ১০

৩.১০ "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতায় কোন্ কোন্ প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কবির মনে হয়েছে—"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"?

নমুনা উত্তর

৩.২ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রাগারের প্রবেশদ্বারে বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছিলেন বিভীষণ। অস্ত্রাগারে প্রবেশ করতে না পেরে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তাতে রামের প্রতি তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বিভীষণের মুখে "রাঘবদাস আমি" এ কথা শুনে ইন্দ্রজিতের উক্তি—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি?"
অর্থাৎ রামচন্দ্রকে ইন্দ্রজিৎ এতই অবজ্ঞা করেন যে রামের দাসত্ব করাটা তাঁর কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ। তাঁর মতে রামচন্দ্র এতই অধম যে বনের ধূর্তপ্রাণী শৃগাল ও নোংরাজলের

শ্যাওলার সঙ্গে রামের নিকৃষ্টতার তুলনা হয়। রামানুজ লক্ষ্মণকে তিনি তস্কর, ও ক্ষুদ্রজাতি নর ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। লক্ষ্মণের সম্বন্ধে ইন্দ্রজিতের মন্তব্যগুলির মধ্য দিয়ে রামের সম্বন্ধে তাঁর তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। শক্তিমদে মত্ত রাম লঙ্কাপুরী আক্রমণ করে যে দুষ্কর্ম করেছেন তা বোঝাবার জন্য ইন্দ্রজিৎ বলেছেন—

"....................নন্দন কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস?"

নন্দনকাননের সৌন্দর্য নষ্ট করে যে দৈত্য, সুন্দর পদ্মফুলকে নষ্ট করে যে কীট, রামের বলবীর্য সেই দৈত্য আর কীটের মতই দুষ্টকর্ম সাধনে রত।

ইন্দ্রজিতের যে মনোভাব ওই উক্তির মধ্যে হয়েছে—তাতে রামের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

ইন্দ্রজিতের নানান কথায় বোঝা যায় যে, বিভীষণকে তিনি কুলত্যাগী, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী রূপে তিরস্কারযোগ্য মনে করেন। নিকষা সতীর পুত্র, রাক্ষসরাজ রাবণ ও বীর কুম্ভকর্ণের ভাই এবং বাসববিজয়ী ইন্দ্রজিতের খুল্লতাত বিভীষণের লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারের পথ দেখানো উচিত হয়নি বলে ইন্দ্রজিৎ মনে করেন—তাই তিরস্কার করে বলেন—

"নিজগৃহপথ, তাত দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?"

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে 'মহারথী' 'রক্ষোমণি', 'ধর্মপথগামী' বলে সম্বোধন করেছেন। এতে বোঝা যায় যে ইন্দ্রজিৎ-বিভীষণকে একজন ধার্মিক, গুণবান ও রাক্ষসবংশের মহাবীর বলে মানেন। সেই বিভীষণের অন্যায় আচরণে ইন্দ্রজিতের মনে হয়েছে যে নীচ-প্রাণ রামের প্রভাবেই বিভীষণ বর্বরতা শিখেছেন। বিস্মিত ইন্দ্রজিতের উক্তি—

"হেন সহবাসে—
হে পিতৃব্য বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি"।

যে বিভীষণ রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও স্বজাতিপ্রেমকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁর প্রতি ইন্দ্রজিতের কোনো শ্রদ্ধা নেই। তাঁকে ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রের সমতুল্য একজন নীচ স্বভাবের ব্যক্তি বলে মনে করেন।

টীকার প্রশ্নগুচ্ছ

৪. উৎস নির্দেশ করে ৩/৪ টি বাক্যে টীকা লেখো : ২

৪.১ নিছনি

৪.২ ডিক্রি

৪.৩ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার

৪.৪ নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ

৪.৫ দুরন্ত রোদের টিলা

৪.৬ কালাপাহাড়

৪.৭ হিবাচি

৪.৮ বেহুলা

৪.৯ আলাদিনের মায়ার প্রদীপ

৪.১০ ভাঙন-দেব

৪.১১ নাওয়াজ

৪.১২ আপাদমস্তক ভীতু

৪.১৩ জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি

৪.১৪ স্বগত ভাবাবেগ

৪.১৫. নিন্দাবাদের বৃন্দাবন

নমুনা উত্তর

৪.৭ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত তাঁর 'ছেলের দল' কবিতায় শব্দটির উল্লেখ করেছেন। এটি একটি জাপানি শব্দ, এর অর্থ চুল্লি বা আলো ও আগুনের উৎস। এই বিদেশি শব্দের মাধ্যমে কবি বলতে চেয়েছেন যে আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্ম বিদেশি উৎস থেকে জ্ঞানের আলো সংগ্রহ করে কবজা-কল অর্থাৎ প্রযুক্তি-বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠছে।

সহায়ক পাঠের কবিতা অংশের প্রশ্নগুচ্ছ

৫. কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ 'দুরন্ত আশা'' কবিতায় শান্ত নিরীহ বঙ্গবাসীর জীবনযাত্রার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে— সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।
এ প্রসঙ্গে কবির তির্যক দৃষ্টি কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে লেখো। ৬+৪=১০

৫.২ "মৃত্যুঞ্জয়" কবিতায় দুঃখ যখন দূরে থাকে তখন 'দুঃখ' সম্পর্কে কী মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে? দুঃখের আঘাত যখন আসে তখন কোন্ মানসিকতা প্রকাশ পায়? ৬+৪=১০

৫.৩ "সেই সুরে সুর মিলিয়ে"—এখানে যে সুরের কথা বলা হয়েছে তার মূল সত্যটি বুঝিয়ে দাও। নতুন যুগে দেশবাসীর কী করণীয়—'করমের যুগ এসেছে' কবিতা অনুসারে লেখো। ৬+৪=১০

৫.৪ "চম্পা" কবিতা অনুসরণে গ্রীষ্ম-প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করো।
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 'চম্পার' ফুটে ওঠা—এর মধ্যে জীবনের কোন্ সত্য প্রকাশ পেয়েছে? ৬+৪=১০

৫.৫ "লোহার ব্যথা" কবিতায় ইস্পাত তৈরির যে বর্ণনা আছে তার বিবরণ দাও।
"লোহার ব্যথা" কবিতায় সামাজিক পীড়নের যে রূপক আছে তার ব্যাখ্যা করো। ৬+৪=১০

৫.৬ "সুখ যে দুখের ফুল!"—এই উক্তির সমর্থনে "দুঃখের কবি" কবিতা থেকে মানবজীবনের তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করো।
"দুঃখের কবি" কথাটিকে কবি 'সোনার পাথরবাটি' বলেছেন কেন? ৬+৪=১০

৫.৭ "ফ্যান" কবিতায় দুর্ভিক্ষের যে ছবি আছে তার বর্ণনা দাও।
ক্ষুধাতুর মানুষকে 'অন্ন ছেঁকে' শুধু ফ্যানটুকু দেওয়া—এ কাজকে কবি পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর মনে করেন কেন? ৬+৪=১০

৫.৮ 'ক্ষুধা' কবিতায় আমাদের স্বাধীনতা লাভের যে মূল্যায়ন কবি করেছেন তার পরিচয় দাও।
'ক্ষুধা' কবিতায় দেশভক্ত মহানায়কদের প্রতি কবির ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে এমন দুটি কথা উদ্ধৃত করো। ৬+৪=১০

৫.৯ "চিঠি" কবিতায় পাবনায় বন্যার খবর শুনে উদ্‌বাস্তু রমণী সরলার মায়ের মনে কী কী চিন্তার উদয় হয়েছে লেখো।
"শিরায় শিরায় ওতপ্রোত আশ্চর্য চেতনা"—এই আশ্চর্য চেতনাটি কী? ৬+৪=১০

৫.১০ "স্বাগত" কবিতায় পরিত্যক্ত শূন্যতার যে ছবি আছে তার বর্ণনা দাও।
কবিতায় কাকে স্বাগত জানানো হয়েছে? ৬+৪=১০

নমুনা-উত্তর

৫.৪ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' কবিতায় গ্রীষ্ম-প্রকৃতির শূন্য, শুষ্ক, বিষণ্ণ রূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপ প্রকৃতির সব রস শোষণ করেছে। পত্রমর্মরে মুখরিত থাকত যে বনভূমি সেখানে এখন কদাচিৎ মর্মরধ্বনি শোনা যায়। কুঞ্জগুলি শ্যামলিমা হারিয়ে বিষণ্ণ রূপ ধারণ করেছে। তাপ-ক্লান্ত কোকিল এখন ঘনঘন কুহুরব করেনা, শুধু মাঝে মাঝে তার

ডাক শোনা যায়। জলাশয়গুলি রৌদ্রতাপে শুকিয়ে জলশূন্য, শুষ্ক। স্থলভূমিতেও শূন্যতা—প্রচণ্ড গরমে মাটি রসহীন, শস্যরিক্ত। এই শ্যামলিমা-হীন গ্রীষ্মপ্রকৃতির বুকে ফুটেছে একমাত্র ফুল—রৌদ্র বর্ণ, সৌরভভরা 'চম্পা'।

গ্রীষ্মের প্রখর তাপ শুষ্ক বনভূমিতে যখন সবুজপ্রাণের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই প্রতিকূল পরিবেশে একমাত্র 'চম্পা'ই পেরেছিল ফুটে উঠতে। কারণ সববিঘ্নকে তুচ্ছ করে ফুটে উঠবার সংকল্পে সেই ছিল অবিচল আর গ্রীষ্মপ্রকৃতির মধ্যে একমাত্র সেই বুঝতে পেরেছিল প্রাণশক্তির উৎস সূর্যের মহিমাকে। সূর্যের তেজ থেকেই লাবণ্য ও সৌরভ নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল 'চম্পা'।

জীবনে সফলতা লাভের জন্য দরকার কঠিন সংকল্পে স্থির থাকা আর মহত্ত্বের শক্তিতে অনুপ্রেরণা লাভ করা—জীবনের এই সত্যই 'চম্পা'র দৃষ্টান্তে প্রকাশ পেয়েছে। জীবনে যখন সংকট ও বাধা-বিঘ্ন এসে অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেয় তখন হতাশা ও বিষণ্নতাকে প্রাধান্য না দেওয়াই উচিত। সেই দুঃসময়ে অভীষ্ট অবিচল থেকে মহৎ ব্যক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হয়। তবেই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সফল হওয়া সম্ভব।

৬. যে-কোনো একটি বিষয়ে পাঁচশো শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখো : ২০

[প্রথম নমুনা]

৬.১ দেশগঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা।

৬.২ একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী।

৬.৩ টেলিভিশনের ভালো-মন্দ।

৬.৪ তোমার জীবনের লক্ষ্য।

[দ্বিতীয় নমুনা]

৬.১ পরিবেশ-রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা।

৬.২ বাংলার উৎসব।

৬.৩ আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার।

৬.৪ তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

[তৃতীয় নমুনা]

৬.১ বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ;

৬.২ একটি ছুটির দিন;

৬.৩ পরিবেশ পরিষেবায় অরণ্য;

৬.৪ জাতীয় সংহতি;

৭. চলিত গদ্যে অনুবাদ করো : ১০

[প্রথম নমুনা]

One morning a monk went out to beg for food. He met a farmer and asked for some alms. But the farmer refused to help him saying, "I plough my field, sow the seeds and gather the grain. Thus it is only by working hard that I get my livelihood. But how can you obtain yours, since you neither plough nor sow?"

[দ্বিতীয় নমুনা]

Last saturday was a memorable day in my life. I went to the river for taking my bath as usual. The bathing ghat was not crowded then. Only two boys were bathing in the river at the time. Suddenly one of them fell in deep water and he cried out for help. Hearing that I was puzzled for a few seconds. Then I tried to help him.

[তৃতীয় নমুনা]

Once on a summer day a poor cap-seller was going to fair for selling caps. Being tired he sat under the shade of a tree leaving behind his basket containing caps. The gentle breeze made him drowsy and soon he fell asleep. After a while he suddenly woke up and was surprised to find that there was not a single cap left in the basket. Then he began to cry.

৮. যে-কোনো একটির উত্তর দাও :

[প্রথম নমুনা]

৮.১ ভাবার্থ লেখো : [প্রদত্ত রচনাংশের এক তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে] ৫

শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণির গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারিনে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে। আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উলটো। গ্রামের চাষিরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস

করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না—উলটোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য।

[দ্বিতীয় নমুনা]

৮.১ ভাবার্থ লেখো : ৫

দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কাজ হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কী না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।

[তৃতীয় নমুনা]

৮.১ ভাবার্থ লেখো : ৫

দেশের জন্য মন কেমন করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি। যারা চিরকাল এক জায়গায় কাটায়, স্বগ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী স্থান ছাড়িয়া নড়ে না—তাহারা জানে না ইহার বৈচিত্র্য। দূর প্রবাসে আত্মীয়স্বজনশূন্য স্থানে দীর্ঘদিন যে বাস করিয়াছে, সে জানে বাংলাদেশের জন্য, বাঙালির জন্য, নিজের গ্রামের জন্য দেশের প্রিয় আত্মীয়স্বজনের জন্য মন কীরকম হু হু করে, অতি তুচ্ছ পুরাতন ঘটনাও তখন অপূর্ব বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যাহা হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর তাহা হইবার নহে—পৃথিবী উদাস হইয়া যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক জিনিসটা অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ওঠে। এখানে বছরের পর বছর কাটাইয়া আমারও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।.........এই জনশূন্য পাহাড়-জঙ্গলে, বাঘ ভালুক, নীল গাইয়ের দেশে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা কাটানো যে কী কষ্ট! প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এক-এক সময়, বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কতকাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই, দেবালয়ের ধূনাগুগ্‌গুলের সৌরভ পাই নাই বৈশাখী প্রভাতে পাখির কলকূজন উপভোগ করি নাই—বাংলার গৃহস্থালির যে শান্ত ঘরকন্না......সে সব যেন বিস্মৃত অতীত এক জীবন-স্বপ্ন।

[প্রথম নমুনা]

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো : (কমবেশি ১০ বাক্যে) ৫

বোলতা কহিল, 'এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক!'
মধুকর কহে তারে, 'তুমি এসো ভাই,
আরও ক্ষুদ্র মউচাক রচো, দেখে যাই।'

[দ্বিতীয় নমুনা]

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো : ৫

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

[তৃতীয় নমুনা]

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো : ৫

'কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল 'স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

৯. যে-কোনো একটির উত্তর দাও : (কমবেশি ১০ বাক্যে)

৯.১ প্রতিবেদন রচনা ৫

৯.১.১ তোমার এলাকায় শব্দদূষণ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো।

৯.১.২ তোমাদের ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংবাদপত্রের জন্য এই অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন লেখো।

৯.১.৩ তোমার দেখা একটি নাট্যাভিনয় সম্পর্কে সংবাদপত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো।

৯.২ সভার কার্যবিবরণী ৫

৯.২.১ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সভার একটি কার্যবিবরণী রচনা করো।

৯.২.২ পরিবেশ সমিতির (ইকো ক্লাব) একটি সভার কার্যবিবরণী রচনা করো।

৯.২.৩ স্টুডেন্টস হেলথ হোম-এর বিদ্যালয় শাখার একটি সভার কার্যবিবরণী রচনা করো।

দ্বিতীয় পত্র : নমুনা-প্রশ্নাবলি

পাঠসংকলন : গদ্যাংশ

২ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ

[১] প্রতিটির উত্তর অনধিক ৩টি বাক্যে লেখো :

১.১ 'সভ্যজাতির' লোকটির প্রতি 'অসভ্যজাতীয়' লোকটির বক্তব্য কী ছিল লেখো।

১.২ সাগর সঙ্গম থেকে ফেরার পথে মাঝিরা দিক নিরূপণ করতে পারে নি কেন?

১.৩ মৃত্যু আসন্ন—এই ভয়ে যাত্রীদের মধ্যে সাধারণভাবে কী কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

১.৪ লেখক নদীকে এমন একটি প্রশ্ন করেছিলেন যার উত্তর শুনে লেখকের ভগীরথের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই প্রশ্ন এবং উত্তর উদ্ধৃত করো।

১.৫ 'ঘর ও বাহির' রচনায় পাখি সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে পর পর তার দুটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করো।

১.৬ বোধোদয় পড়াবার সময় পণ্ডিত মশাই আকাশ সম্বন্ধে কী বলেছিলেন?

১.৭ বলাইয়ের কাকিমা ফোটোগ্রাফওয়ালাকে ডেকে আনতে বলেছিলেন কেন?

১.৮ গাছের প্রতি বলাইয়ের গভীর মমতার পরিচয় আছে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করো।

১.৯ 'ওসব থাক মা......।'—গফুর 'ওসব' রেখে যেতে চেয়েছিল কেন?

১.১০ রহিম ফুলজানকে কী উদ্দেশ্যে তালাক দিয়েছিল?

১.১১ বেঁচে থাকার জন্য জীবজগতের বায়ুর প্রয়োজন সব থেকে বেশি—লেখক এর কী কারণ দেখিয়েছেন?

১.১২ পাঠ্যাংশ অবলম্বনে পরিবেশ দূষণের ৩টি কারণ দেখাও।

১.১৩ "তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন।" —উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?

১.১৪ শ্যামের আঁকা খড়ির গণ্ডীটাকে 'ঘর ও বাহির' রচনার লেখক 'নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতেন না' কেন?

১.১৫ 'যে লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন তার সব কথাটিই অতিশয় হক'—এখানে যে লেখাটির কথা বলা হয়েছে সেটির বিষয়বস্তু কী ছিল?

নমুনা-উত্তর

১.৬ বোধোদয় পড়াবার সময় পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন যে আকাশটায় নীল রঙের যে গোলক আছে সেটি কোনো বাধা নয়। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি লাগিয়ে যতই উপরে ওঠা যাবে কোথাও মাথা ঠেকবে না।

৫ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ :

[২] উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে লেখো :

২.১ 'তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল'—সে কোন্ আশায় কোথায় গিয়েছিল? তার হতাশ হবার কারণ কী? ৩+২

২.২ 'সাগরসংগমে নবকুমার' রচনায় কোন্ কোন্ ঘটনা প্রসঙ্গে নৌকারোহী প্রাচীন ব্যক্তিটির কথা আছে? ওই সব ঘটনায় ব্যক্তিটির স্বভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় নিজের ভাষায় তা লেখো। ২+৩

২.৩ 'সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগতির বিশ্রাম নাই।'—বারিবিন্দুগণ কোথা থেকে সমুদ্রে পতিত হয়? তার পরেও তাদের বিশ্রাম নেই কেন? ২+৩

২.৪ 'কোম্পানির জলের কলের ধারা আসায় মনে মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত।'—'জলের ধারা' বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে? তা কীভাবে লেখকের মনের মধ্যে 'পুলকশর' বর্ষণ করত? ২+৩

২.৫ 'গফুর কত কী যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল।'—সমস্যাটি কী? গফুর কীভাবে সমস্যাটির মীমাংসা করেছিল? ২+৩

২.৬ 'ওলডোনিয়ো লেঙ্গাই'—এটি কোন্ ভাষার শব্দ? বাংলায় এর অর্থ কী? এই নামটি দেখে আলভারেজের কী মনে হয়েছিল? ১+১+৩

২.৭ 'অঁয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধি করি বাঁইচমো',—'অঁয়' কী কায়দা করে মারতে চায়? বক্তা কী বুদ্ধি করে বাঁচবে মনে করছে? ২+৩

২.৮ 'আগামী শতকে হয়তো বারবার বসুন্ধরা বৈঠকের প্রয়োজন হবে।' 'বসুন্ধরা বৈঠক' কী? বারবার এই বৈঠকের প্রয়োজন হবে কেন? ২+৩

২.৯ 'নোনাজল' রচনায় 'মিরকিন মুলুক' কে 'সোনার দেশ' বলা হয়েছে কেন? জাহাজের খালাসিদের 'নুউক' বন্দরে নামতে দেয় না কেন? ৩+২

২.১০ 'সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই—বলাইয়ের কাছে বিশ্বপ্রাণের কোন্ বাণী কীভাবে সে পৌঁছেছিল? বলাই 'আপনার রক্তের মধ্যে' ওই বাণী শুনতে পেয়েছিল—এ কথার অর্থ কী? ১+১+৩

২.১১ 'সেখানে একবার মিশে যেতে পারলে আর কোনো ভয় থাকে না'—এখানে কোন্ ভয়ের কথা বলা হয়েছে? সেখানে একবার মিশে গেলে আর ভয় থাকে না কেন? ২+৩

২.১২ 'বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, ব্যস্ত হব না?'—বৃদ্ধের ব্যস্ত হওয়ার কারণ কী? এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধের স্বভাবের কী পরিচয় পাওয়া যায়? ৩+২

২.১৩ "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো,"

—' মহেশ' গল্পের গফুর আল্লার কাছে সাজা চেয়েছিল কেন? আল্লার কাছে গফুর আর কী চেয়েছিল? ৩+২

নমুনা-উত্তর

২.৯ 'মিরকিন মুলুক' অর্থাৎ আমেরিকায় একজন অতি সাধারণ ভারতীয় শ্রমিকও কিছু না জেনেও শুধু কায়িক শ্রমের বিনিময়ে মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা রোজগার করতে পারে। আফ্রিকা থেকে আগত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের গায়ের জোর আরও বেশি। তাই তাদের রোজগারও অনেক বেশি। আমেরিকায় টাকা রোজগারের এই অঢেল সুযোগের জন্যই 'মিরকিন মুলুক'কে সোনার দেশ বলা হয়েছে।

খালাসিদের বন্দরে নামতে দিলে তারা হয়ত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রাণভরে টাকা রোজগার করবে। তাতে মার্কিন শ্রমিকদের লোকসান হওয়ার ভয়ে খালাসিদের 'নুউক' বন্দরে নামতে দেয় না।

২.১৩ গ্রীষ্মকালের এক মধ্যাহ্নে তৃষ্ণা-কাতর মহেশ যখন আমিনার হাতের জলের কলশি ভেঙে ফেলে তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করেছিল তখনই জমিদার গৃহের লাঞ্ছনায় ক্লান্ত, অভুক্ত ও তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় গফুর দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মহেশের মাথায় আঘাত করলে মহেশের মৃত্যু হয়। সন্তানসম মহেশের মৃত্যু ঘটানোর অপরাধের জন্যই গফুর আল্লার দেওয়া "যত খুশি সাজা" মাথা পেতে নিতে চেয়েছে।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা মেটাবার জন্য অল্লার দেওয়া মাঠের ঘাস আর জলাশয়ে মহেশের যে অধিকার ছিল-তা থেকে তাকে বঞ্চিত করেছিল গ্রামের জমিদার ও সমাজপতিরা। জমিদার গোচর ভূমি জমাবিলি করায় মহেশের মাঠে চরা বন্ধ হয়েছিল আর মুসলমানধর্মী আমিনার জলাশয়ের জলস্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল বলে তাদের ঘরে জলের অভাব হত।

সেইজন্য গফুর জমিদার ও গ্রাম্য সমাজপতিদের মহেশের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে নিজের শাস্তির সঙ্গে তাদেরও অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি চেয়েছিল আল্লার কাছে।

১০ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ :

[৩] উত্তর কমবেশি ১৫টি বাক্যে লেখো :

৩.১ "সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্যজাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।"—"সভ্য ও অসভ্য" রচনায় এই উক্তি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লেখো। ১০

৩.২ প্রকৃতিপ্রেম, যুক্তিবাদী মন ও নেতৃত্বক্ষমতা—নব্যযুবকের চরিত্রের এই গুণগুলি কাহিনিতে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, "সাগর সংগমে নবকুমার" রচনাটি অনুসরণ করে আলোচনা করো। ১০

৩.৩ "শিব ও রুদ্র। রক্ষক ও সংহারক।"
—এই উক্তি অনুসারে, "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" রচনায় সৃষ্টি ও ধ্বংসের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও। ১০

৩.৪ "ঘর ও বাহির" রচনায় লেখকের দেখা পুকুরটিকে ঘিরে যে চলমান ছবিগুলি আঁকা হয়েছে সংক্ষেপে তাদের বর্ণনা দাও। ১০

৩.৫ যে ব্যথাগুলি বলাই-এর নিজস্ব, সেগুলো যে অন্যদের ব্যথা হয়ে উঠতে পারেনা তার মূল কারণটি নির্দেশ করে বলাই চরিত্রের পরিচয় দাও। ১০

৩.৬ 'মহেশ' কে কেন্দ্র করে আমিনা ও গফুরের মধ্যে যে ছলনার অভিনয় হয়েছিল তাতে ছলনাটি কী বুঝিয়ে দাও। ১০

৩.৭ মাঝরাতে বিপদের আশঙ্কায় বনের প্রাণীদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল "অগ্নিদেবের শয্যা" রচনা অবলম্বন করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩.৮ আকাল কীভাবে রহিম ও ফুলজানের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল "ছেঁড়া তার" রচনা অবলম্বনে লেখো। ১০

৩.৯ "নোনাজল" রচনায় সমীবুদ্দি ও লেখকের কথোপকথন থেকে সমীবুদ্দির চরিত্রের পরিচয় দাও। ১০

৩.১০ "পরিবেশ দূষণ" রচনা অনুসারে শব্দদূষণের কারণ, তার ক্ষতির দিকগুলি এবং প্রতিকারের উপায়গুলি উল্লেখ করো।

৩.১১ "হারুন সালেমের মাসি" গল্পে গৌরবির মাতৃহৃদয়ের যে বৈশিষ্ট্য ফুটেছে তার পরিচয় দাও।১০

নমুনা-উত্তর

৩.২ বঙ্কিমচন্দ্রের "সাগর সংগমে নবকুমার" রচনায় নব্যযুবক একজন প্রকৃতিপ্রেমিক। তিনি অন্যান্য নৌকাযাত্রীদের মত শুধু পুণ্যলাভের জন্য তীর্থদর্শনে যাননি, তিনি সাগরসঙ্গমে গিয়েছিলেন সমুদ্র দেখবেন এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সমুদ্র দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে বলেছেন "আহা! কী দেখিলাম!" আর এ দৃশ্য তিনি জন্মজন্মান্তরেও ভুলবেন না।

তিনি যুক্তিবাদী মনের অধিকারী। কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রান্ত নৌকার মাঝিরা নৌকার অগ্রগতি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিতে অক্ষম হলে নৌকার একজন প্রবীণ যাত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করেছিলেন। তখন তিনি যুক্তিসম্মত ভাবেই বিবেচনা করে বুঝেছিলেন যে ঐ কুয়াশায় নৌকার গতিবেগ পরিমাপ করা সাধারণ নৌকার মাঝি শুধু নয় পণ্ডিতদের পক্ষেও অসাধ্য। এছাড়া পরকালের কর্ম করার জন্য সাংসারিক দায়িত্ব ফেলে রেখে দূরদেশে তীর্থদর্শনে যাওয়ার দরকার হয়না, গৃহে থেকেই ধর্মসাধনা করে পুণ্যলাভ করা যায়— প্রবীণ যাত্রীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলা নব্য যুবকের এই অভিমতটিও যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তববুদ্ধিসম্মত।

নব্য যুবকটির নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল। দিক্ হারিয়ে বার-দরিরায় নৌকা চলে যেতে পারে এই সম্ভাবনার কথা মনে করে, মাঝিরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত, যাত্রীরা যখন মৃত্যুভয়ে ক্রন্দন ও কোলাহলরত তখন তিনি বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় চিন্তা করে নৌকার মাঝিদের পরিচালনা করেছেন। অল্প কিছু পরে রোদ উঠবে ও কুয়াশা কেটে যাবে বুঝতে পেরে তিনি মাঝিদের নৌকাচালনা বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফলেই স্রোতের স্বাভাবিক গতিতে ভেসে নৌকাটি মোহানায় পৌঁছেছিল, কিন্তু দাঁড় টেনে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাহির সমুদ্রে চলে যায়নি।

[৪] উৎস নির্দেশ করে টীকা লেখো : (৩-৪টি বাক্যে) ২

৪.১ Comedy of Errors
৪.২ পাঁচপিরের নাম
৪.৩ বোধোদয়
৪.৪ খোঁয়াড়
৪.৫ লঙ্গারখানা
৪.৬ বসুন্ধরা বৈঠক
৪.৭ শত শত শঙ্খনাদ
৪.৮ দিলরুবা
৪.৯ অপস্বর
৪.১০ তর্করত্ন

৪.১১ সীতার সর্বনাশ	৪.১৬ সারেং
৪.১২ ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি	৪.১৭ বউ-কাল
৪.১৩ কোমলগান্ধার	৪.১৮ হরতনি ছাঁদ
৪.১৪ অগ্নিলীলা	৪.১৯ ছেলের হাতের আগুন
৪.১৫ বূপদর্শী	৪.২০ খুঁটির জোর

নমুনা-উত্তর

৪.৮ "অপস্বর" শব্দটি সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্রের 'পরিবেশ দূষণ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের পরিবেশে যেসব ক্ষতিকর শব্দ শোনা যায় তাকেই লেখক 'অপস্বর' বলেছেন। অপস্বর শুধু কানেরই ক্ষতি করে না, হৃদ্‌যন্ত্র, রক্তচাপ ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকলতাতেও অপস্বরের ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

[৫] সহায়ক পাঠ— গদ্যের প্রশ্নগুচ্ছ : উত্তর কমবেশি ১৫টি বাক্যে লেখো :

৫.১ 'সওগাত' গল্পে পারিবারিক জীবনের কোন্ ছবি ফুটে উঠছে? মায়ের 'হাতের জিনিস' কথাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ৫ + ৫

৫.২ 'অসহযোগী' গল্পের হর্ষনাথ চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও। এই গল্পে 'অসহযোগী' কে— ক্ষুধার্ত মানুষদের খাওয়াতে অনিচ্ছুক হর্ষনাথ, না অন্য কেউ বুঝিয়ে দাও। ৫ + ৫

৫.৩ "দেবতার জন্ম" গল্পে একটি পাথরের দেবতায় পরিণত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক মানুষের কুসংস্কার প্রবণতার যে পরিচয় দিয়েছেন নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করো। 'ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিস্তলতার ইতিহাস' সবাইকে ডেকে না বলার যেসব কারণ লেখক উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কৌতুকরস ও ব্যঙ্গ কীভাবে ফুটে উঠেছে? ৫ + ৫

৫.৪ "দুধের দাম" গল্পে বৃদ্ধা যাত্রীর প্রতি রেলযাত্রীদের কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে সমাজের যে ছবি পাওয়া যায় নিজের ভাষায় তার বর্ণনা দাও। এই গল্পের শেষ অংশে 'কুলি' ও 'বৃদ্ধা'র কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধ কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে? ৫ + ৫

৫.৫ সময়ের আগে সিটি দেওয়া, টাকা পেমেন্টে অতি-সতর্কতা ও চিমনির ধোঁয়া দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা— এই সব ঘটনার মধ্যে খাজাঞ্চিবাবুর চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়? এই গল্পে কারখানার ব্যবস্থাপনায় নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব কীভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন? ৫ + ৫

৫.৬ 'অযান্ত্রিক' গল্পে দুর্গম অভ্রখনি অঞ্চলের জীবনযাত্রার যে চিত্র পাওয়া যায় তার বর্ণনা দাও। গল্পের মধ্যে জগদ্দলের সঙ্গে বিমলের আত্মিক সম্পর্কের যে পরিচয় পাওয়া যায়—তার পরিচয় দাও। ৫ + ৫

৫.৭ "বঙ্কুবাবুর বন্ধু" গল্পে শ্রীপতিবাবুর বাড়ির আড্ডার মধ্যে সমাজের কোন্ পরিচয় পাওয়া যায়? অ্যাং-এর সঙ্গে দেখা হবার পর বঙ্কুবাবুর আচরণে কী পরিবর্তন হয়েছিল? ৫ + ৫

৫.৮ 'মুক্তির কাঁটা' গল্পে বংশীর দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের পরিচয় দাও। প্রসঙ্গক্রমে 'মুক্তির কাঁটা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫ + ৫

নমুনা-উত্তর

৫.৬ সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্পের পটভূমি বিহারের অভ্রখনি অঞ্চলটি ভাঙাচোরা, ভয়াবহ জঙ্গলে ভরা পথ ও পাহাড়ি ঘাটের আঁকাবাঁকা চড়াইয়ের জন্য অত্যন্ত দুর্গম। পথের দুর্গমতার জন্য ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের ঝকঝকে নতুন মডেলের গাড়িগুলি ওই পথে ঘোর বর্ষার রাতে যেতে চায় না। একটিমাত্র পুরোনো মডেলের ভাঙা ফোর্ড-গাড়িটি বিকট শব্দ করে দুরন্ত গতিতে অন্ধকারে দুর্গম পথে যাতায়াত করে। কার্তিক পূর্ণিমায় ঐ অঞ্চলের নরসিংহ দেবের মন্দিরের মেলায় যাত্রীরা নতুন গাড়িগুলি করে চলে গেলে সস্তা ভাড়ায় অতিরিক্ত যাত্রী বহন করে দরিদ্র গ্রামের মানুষদের নিয়ে যায় পুরোনো গাড়িটা। ঝরঝরে আকৃতি ও বিকট শব্দের জন্য ওই অঞ্চলের মানুষরা গাড়িটিকে নিয়ে হাসিঠাট্টা ও সমালোচনা করে। গাড়ির চালক বিমল ধানবাদে পুরির দাম বেশি বলেই সারাদিন না খেয়ে পরের দিন গয়ায় সস্তায় পুরি কিনে খায় কিন্তু নিজের গাড়ির জন্য বেশি খরচ করতে কৃপণতা করেনা। সেখানে দোকানে দোকানে সন্ধ্যাবেলায় পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলে, ময়রার দোকানের উনুন থেকে ধোঁয়া ওঠে, পানের দোকানে বোতলে লালজল বিক্রি হয়, কর্মক্লান্ত মানুষরা মহুয়া খায়।

'অযান্ত্রিক' গল্পে 'জগদ্দল' নামে জীর্ণদশা পুরোনো ফোর্ড গাড়িটির সাহায্যে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে চালক ও মালিক বিমল জীবিকার সংস্থান করেছে। সেইজন্যই গাড়িটিকে বিমলের সেবক, বন্ধু ও অন্নদাতা বলা হয়েছে। বিমল তার জগদ্দলের নামে নিন্দা শুনে দুঃখ পায়, রেগে যায় আর গাড়িকে স্নেহের স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"কুছ পরোয়া নেই জগদ্দল। আমি আর তুই আছি"। জগদ্দলের প্রতি বিমলের ব্যবহার দেখে যারা বলে "লোকটাও একটা যন্ত্র", তারা গাড়ির সঙ্গে বিমলের ভালোবাসার সম্পর্কটা বুঝতে পারে না।

বিমল জগদ্দলকে তেল, জল খাওয়ায়, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, যন্ত্রাংশ জুড়ে জুড়ে অসুখ সারায়, নিজের বিছানাপত্র ঢাকা দিয়ে তাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। জগদ্দলের সঙ্গে বিমল একান্তে আপনমনে নানা কথা বলে। "ভারি তেষ্টা পেয়েছে নারে জগদ্দল?", "কী করব জগদ্দল! এবার তালি দিয়েই কাজ চালা", "চল বাবা জগদ্দল! একবার পক্ষীরাজের মতো ছাড় তো পাখা!"—বিমলের এই ধরনের নানা কথায় বোঝা যায় যে সে জগদ্দলকে একটি জড়পদার্থ বলে গ্রহণ করেনি। জগদ্দল যেন একটি মানবিক চরিত্র রূপেই বিমলের আত্মীয়ের স্থান পেয়েছে।

নমুনা-প্রশ্নাবলি

দ্বিতীয় পত্র : ব্যাকরণ

৬. পাঠ্যাংশগত ব্যাকরণ

৬.১ নীচের উদ্ধৃতিগুলিতে যেসব-সন্ধিবদ্ধ পদ আছে সেগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো : (যে-কোনো দুটি) ১×২

৬.১.১ কহিলা বীরেন্দ্র বলী (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)।

৬.১.২ কত হেরিলাম মনোহর ধাম (দুই বিঘা জমি)।

৬.১.৩ উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহিরুহ? (পথের দিশা)

৬.১.৪ রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম (উলঙ্গ রাজা)

৬.১.৫ যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার......(রবীন্দ্রনাথের প্রতি)।

৬.১.৬ তিনি....ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন (সভ্য ও অসভ্য)।

৬.১.৭ অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে (সাগরসংগমে নবকুমার)

৬.১.৮ অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)।

৬.১.৯ মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে.....তাহাতে ঝাড় টাঙানো হইত। (ঘর ও বাহির)।

৬.১.১০ তেজস্ক্রিয়ার বিকিরণ ক্যানসার ঘটায় (পরিবেশ দূষণ)।

৬.২ নীচের উদ্ধৃতিগুলিতে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে সেগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো : (যে-কোনো দুটি) ১×২

৬.২.১ গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি (পতিত হেরিয়া কাঁদে)।

৬.২.২ অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)।

৬.২.৩ ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি (দুই বিঘা জমি)।

৬.২.৪ কী করব বাবাঠাকুর। বড়ো লাচারে পড়ে গেছি (মহেশ)।

৬.২.৫ কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ (বলাই)।

৬.২.৬ মিশকালা আদমিও সেখানে তার চেয়েও বেশি কামায় (নোনাজল)।

৬.২.৭ নাইন কইত্তে মারামারি লাগি গেল্ বুঝি! (ছেঁড়া তার)।

৬.২.৮ নিবারণ এখন প্রাইভেট বাসের টিকিটবাবু (হারুন সালেমের মাসি)।

৬.২.৯ তাঁহার আহার ও শয়নের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন (সভ্য ও অসভ্য)।

৬.২.১০ এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)।

৬.৩ নীচের চিহ্নিত পদগুলির অন্বয়গত পরিচয় ও বিভক্তি নির্দেশ করো : (যে-কোনো দুটি) ১×২

৬.৩.১ কী দেখি ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে? (বিভীষণের ইন্দ্রজিৎ)

৬.৩.২ অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে। (ছেলের দল)

৬.৩.৩ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

৬.৩.৪ নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি। (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

৬.৩.৫ অরে পাপিষ্ঠ। তুই আমার আলয় হইতে দূর হ। (সভ্য ও অসভ্য)

৬.৩.৬ চতুর্দিক অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। (সাগরসংগমে নবকুমার)

৬.৩.৭ এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)

৬.৩.৮ কেহ বা ....সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত। (ঘর ও বাহির)

৬.৩.৯ বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পাইনে। (মহেশ)

৬.৩.১০ আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম। (নোনাজল)

৬.৪ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো : (যে-কোনো চারটি) ১×৪

৬.৪.১ এই নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন (নেতিবাচক বাক্যে)

৬.৪.২ যে লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন তার সব কথাই অতি হক (সরল বাক্যে)।

৬.৪.৩ ইশ, সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ। (কর্তৃবাচ্যে)

৬.৪.৪ এক কাজ করতে পারি (ভাববাচ্যে)।

৬.৪.৫ ও রূপ মাধুরী/পিরিতি-চাতুরী/ তিল আধ পাসরিতে নারি (লেখ্য গদ্যে)।

৬.৪.৬ লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে (লেখ্য গদ্যে)।

৬.৪.৭ সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা (লেখ্য গদ্যে)।

৬.৪.৮ তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল (চলিত গদ্যে)।

৬.৪.৯ সুতরাং তাঁহারা, তরঙ্গান্দোলনকম্প বড়ো জানিতে পারিলেন না (চলিত গদ্যে)।

৬.৪.১০ গৌরবির শুকনো বুকে যেন কীসের ঢেউ লাগল (সাধু গদ্যে)।

৭. সাধারণ ব্যাকরণ

৭.১ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭.১.১ ভাষা কাকে বলে? ভাষার সঙ্গে উপভাষার সম্পর্ক কী? প্রাথমিক ভাবে বাংলা উপভাষা কয়টি ও কী কী শ্রেণিতে বিভক্ত? ১+২+২

৭.১.২ 'স্বরভক্তি' শব্দটির অর্থ কী? বাংলা ব্যাকরণের কোন্ প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয়? দুটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে 'স্বরভক্তি'র বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ১+১+২

৭.১.৩ 'প্রত্যয়' শব্দটির অর্থ কী? ব্যাকরণে 'প্রত্যয়' বলতে কী বোঝায়? প্রয়োগ অনুসারে 'প্রত্যয়' কয়রকম ও কী কী? কয়েকটি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের উদাহরণ দিয়ে প্রত্যেক রকম 'প্রত্যয়ে'র বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও। ১+১+১+২

৭.১.৪ ভাষায় উপসর্গের কাজ কী? উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের তুলনা করে উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। ২+৩

৭.১.৫ 'সমাস' শব্দটির মূল অর্থ কী? ব্যাকরণে 'সমাস' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়? ভাষায় 'সমাসে'র কাজ কী— দুই ধরনের সমাসের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ১+১+৩

৭.১.৬ নাম ধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ধাতুর দুটি করে উদাহরণ দিয়ে সেই সব উদাহরণের সাহায্যে এই দুই ধরনের ধাতুর বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। ২+৩

৭.১.৭ সরল ও জটিল বাক্যের দুটি করে উদাহরণ দাও এবং সেই সব উদাহরণের সাহায্যে এই দুই ধরনের বাক্যের গঠন-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩+২

৭.১.৮ দুটি সাপেক্ষ শব্দজোড়ের উদাহরণ দিয়ে দেখাও যে এই ধরনের শব্দজোড় কীভাবে বাক্যের অন্বয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে সাপেক্ষ অব্যয়ের সঙ্গে সাপেক্ষ শব্দজোড়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। ৩+২

৭.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭.২.১ নীচের শব্দগুলিতে যেসব ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে তার নাম উল্লেখ করো (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

গারদ, মিথ্যে, কেতাব, মেয়ে, কেত্তন, ভাশুর, সায়েব।

৭.২.২ নীচের শব্দগুলির 'দল' বিশ্লেষণ করো : (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

চশমা, মাথা, আন্দোলন, গন্ধরাজ, গোলাপ, নিরিবিলি, পাতাবাহার।

৭.২.৩ নীচের শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ করো : (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

ঘ্রাণ, নীলিমা, পুলকিত, মামলাবাজ, বাড়তি, নৈয়ায়িক, লাজুক।

৭.২.৪ নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও কোন্‌টি অনুকার শব্দ তা চিহ্নিত করো : (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

৭.২.৪.১ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

৭.২.৪.২ এখন ভাত-ফাত খাব না।

৭.২.৪.৩ মোটা-সোটা লোকটা আবার এসেছিল।

৭.২.৪.৪ খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে।

৭.২.৪.৫ ছিমছাম চেহারা।

৭.২.৪.৬ সে অনেক ধানাই-পানাই করল।

৭.২.৫ উৎসগত দিক থেকে নীচের শব্দগুলির শ্রেণিবিভাগ করো : (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

মিষ্টি, দুধ, খাম, কেষ্ট, কুঁড়ি, কাঁচি, বালতি, সুনামি।

৭.৩ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭.৩.১ নীচের বাক্যগুলিতে কোন্ ধরনের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্দেশ করো : (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

৭.৩.১.১ ইনি একজন নামকরা অভিনেত্রী।

৭.৩.১.২ গল্পটা সবাই জানে।

৭.৩.১.৩ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উদ্বোধন করবেন।

৭.৩.১.৪ যার জন্য চুরি করি সে-ই বলে চোর।

৭.৩.১.৫ কাকে চাই?

৭.৩.১.৬ ওরাই ভালোবাসতে জানে।

৭.৩.১.৭ বাড়িতে অভিভাবক আর কেহ নাই।

৭.৩.১.৮ মামলা আপসে মিটিয়ে নাও।

৭.৩.২ বিশেষিত পদের প্রকৃতি অনুসারে নীচের বাক্যগুলিতে কোন্ ধরনের বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্দেশ করো : (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

৭.৩.২.১ বইটার দাম পঞ্চাশ টাকা।

৭.৩.২.২ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

৭.৩.২.৩ তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি।

৭.৩.২.৪ বঞ্চিত গোবিন্দদাস।

৭.৩.২.৫ পাতাটির নীচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি।

৭.৩.২.৬ এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি।

৭.৩.২.৭ তদীয় কুটিরে অবস্থিতি করিলেন।

৭.৩.২.৮ দুইজন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন।

৭.৩.৩ গঠন বা উপাদান অনুসারে নীচের বাক্যগুলিতে কী ধরনের বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্দেশ করো : (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

৭.৩.৩.১ নন্দনকাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য।

৭.৩.৩.২ সাদা চুনকাম করা দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড়ো ঘর।

৭.৩.৩.৩ আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুলুকের ভিকারিরও দিন গুজরান হয় না।

৭.৩.৩.৪ তাঁবুর বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

৭.৩.৩.৫ হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেকে ঝলমল করে চিত্ত।

৭.৩.৩.৬ কত টাকা চাই?

৭.৩.৩.৭ ভোটে জেতার জন্য সে মুঠো মুঠো টাকা ছড়াচ্ছে।

৭.৩.৩.৮ আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল।

৭.৩.৪.১ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও : (যে-কোনো ৪টি) ১×৪

৭.৩.৪.১ প্রয়োগসহ চারটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দাও :

৭.৩.৪.২ অর্থের পার্থক্য লেখো : তাপ—উত্তাপ, বহন—পরিবহন, গমন—আগমন, ভাষা—উপভাষা।

৭.৩.৪.৩ ✓হৃ ধাতুর সঙ্গে চারটি উপসর্গ ব্যবহার করো এবং উপসর্গযুক্ত ওই চারটি শব্দ দিয়ে চারটি বাক্য লেখো।

৭.৩.৪.৪ 'অভাব', 'নৈকট্য', 'বৈপরীত্য', 'ছোটো',,—এই অর্থ বোঝায় এমন উপসর্গ বসিয়ে চারটি শব্দ তৈরি করো।

৭.৩.৪.৫ বি, বদ, নিম, প্র—উপসর্গ দিয়ে চারটি শব্দ তৈরি করে চারটি বাক্য লেখো।

৭.৩.৪.৬ উপসর্গের সাহায্যে এক পদে পরিণত করো ঃ
যার লজ্জা নেই; এক পাড়ায় বাস করে এমন; বিশেষ ভাবে খ্যাত; মিলের অভাব।

৭.৪ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

৭.৪.১ নীচের বাক্যগুলিতে যে সব নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ধাতু আছে সেগুলি চিহ্নিত করো (৪টি) : ১×৪

৭.৪.১.১ তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।

৭.৪.১.২ আসছে কারা হনহনিয়ে।

৭.৪.১.৩ যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু।

৭.৪.১.৪ নীরবিলা রক্ষোরাজ।

৭.৪.১.৫ জুতো মশমশিয়ে চলে গেল।

৭.৪.১.৬ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

৭.৪.২ নীচের বাক্যগুলিতে যেসব যুক্ত ক্রিয়াপদ ও যৌগিক ক্রিয়াপদ আছে সেগুলি চিহ্নিত করো (যে-কোনো ৪টি) : ১×৪

৭.৪.২.১ খুব ভয় করছে।

৭.৪.২.২ আবার তোরা মানুষ হ।

৭.৪.২.৩ দুধটা খেয়ে ফেলো।

৭.৪.২.৪ টাকাটা বুঝে নিয়েছি।

৭.৪.২.৫ শিশুটি কাঁদতে থাকল।

৭.৪.২.৬ ঘটনাটা আমাকে খুব ধাক্কা দিয়েছে।

৭.৪.৩ উদাহরণ দাও (৪টি) : ১×৪

৭.৪.৩.১ বিশেষ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া।

৭.৪.৩.২ নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া।

৭.৪.৩.৩ সমকর্তৃক অসমাপিকা ক্রিয়া।

৭.৪.৩.৪ অকর্মক ক্রিয়া।

৭.৪.৩.৫ দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

৭.৪.৩.৬ অসম্পূর্ণ ক্রিয়া।

৭.৪.৪ নীচের উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের 'প্রকার'গুলি চিহ্নিত করো (৪টি) : ১×৪

৭.৪.৪.১ করুণ নয়নে চায়।

৭.৪.৪.২ উত্তরিলা কাতরে রাবণি।

৭.৪.৪.৩ স্নেহের সে-দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

৭.৪.৪.৪ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।

৭.৪.৪.৫ হালকা হাসি হাসছে কেবল।

৭.৪.৪.৬ হেন অপমান...তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?

৭.৪.৪.৭ একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।

৭.৪.৪.৮ বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।

৭.৫ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১×৪

৭.৫.১.১ বৈকল্পিক অব্যয়

৭.৫.১.২ সাপেক্ষ অব্যয়

৭.৫.১.৩ কারণাত্মক অব্যয়

৭.৫.১.৪ আবেগমূলক অব্যয়

৭.৫.১.৫ সম্বোধনসূচক যোজক

৭.৫.১.৬ প্রশ্নসূচক যোজক

৭.৫.২ চিহ্নিত পদ কী ধরনের যোজক তা লেখো (যে-কোনো ৪টি) : ১×৪

৭.৫.২.১ নদী আপন বেগে পাগল পারা।

৭.৫.২.২ লোকটা বুঝি চোখে দেখে না।

৭.৫.২.৩ তোমার যা বুদ্ধি।

৭.৫.২.৪ বেশ, তা-ই হবে।

৭.৫.২.৫ ওরে ও গফরা, বলি ঘরে আছিস?

৭.৫.২.৬ না পিসি। এ কথা ভালো নয়।

৭.৫.৩ যেটা শুদ্ধ সেটা লেখো (৪টি) : ১×৪

৭.৫.৩.১ শারোদৎসব/শারদোৎসব

৭.৫.৩.২ কৃষিজীবি/কৃষিজীবী

৭.৫.৩.৩ দুর্ণাম/দুর্নাম

৭.৫.৩.৪ বন্দোপাধ্যায়/বন্দ্যোপাধ্যায়

৭.৫.৩.৫ উচিৎ/উচিত

৭.৫.৩.৬ মুখস্থ/মুখস্ত

৮. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও (যে-কোনো ৪টি) : ১×৪

৮.১ উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসাও ঃ

বৃদ্ধ কহিলেন তবু তুমি এলে কেন
যুবা উত্তর করিলেন আমি তো আগেই বলিয়াছি যে সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল সেইজন্যই আসিয়াছি পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন আহা কী দেখিলাম জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না

৮.২ নিম্নলিখিত বাগ্‌ধারা যোগে বাক্য রচনা করো (৪টি) ১×৪

গোড়ায় গলদ; হাতের পাঁচ; অমাবস্যার চাঁদ; ভিজে বেড়াল; ওজন বুঝে চলা; আকাশ থেকে পড়া।

ব্যাকরণ

(উত্তর সংকেত ও নমুনা-উত্তর)

৬.১ [এখানে লক্ষ করতে হবে যে, প্রশ্নপত্রে সন্ধিবন্ধ পদটি চিহ্নিত করা নেই। উত্তর দেবার সময় পরীক্ষার্থী শব্দটি আগে বেছে নিয়ে খাতায় লিখবে, তারপর তার পাশে (ডান দিকে) সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখাবে, যেমন ঃ]

৬.১.১ বীরেন্দ্র = বীর + ইন্দ্র।

৬.১.১০ তেজস্ক্রিয়া = তেজঃ + ক্রিয়া। ইত্যাদি

৬.২ [এখানেও উত্তর দেবার সময় সমাসবন্ধ শব্দটি আগে বেছে নিয়ে খাতায় লিখতে হবে, তারপর তার পাশে ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখবে, যেমন :]

৬.২.২ অবিদিত—নয় বিদিত (না-তৎপুরুষ সমাস)।

৬.২.৪ বাবাঠাকুর—যিনি বাবা তিনিই ঠাকুর (কর্মধারয় সমাস)।

৬.২.৮ টিকিট বিক্রেতা বা পরীক্ষাকারী বাবু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।)

৬.২.৯ যথাসম্ভব—যথা(=যতটা) সম্ভব ততটা বা সেইভাবে (ক্রিয়াবিশেষণ-তৎপুরুষ)।

৬.২.১০ অনন্ত—নাই অন্ত যার (না-বহুব্রীহি)।

৬.৩ [এখানে যে পদটির সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে সেটির কারক নির্দেশ করে বিভক্তির উল্লেখ করতে হবে; ক্রিয়ার বদলে অন্য পদের সঙ্গে যে-পদের সম্পর্ক আছে তার অর্থ বা কাজ বুঝে তাকে সম্বন্ধ বা সম্বোধন পদ বলে নির্দেশ করে তারপর বিভক্তির উল্লেখ করতে হবে; যে পদে ক্রিয়ার ধরন বোঝায় তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে নির্দেশ করে তার বিভক্তির উল্লেখ করতে হবে; যেমন :]

৬.৩.১ মানবে—অপাদান কারকে এ বিভক্তি।

৬.৩.২ অন্নহীনে—কর্মকারকে এ বিভক্তি।

৬.৩.৩ বাংলার—সম্বন্ধ পদ, র বিভক্তি।

৬.৩.৪ ভ্রূকুটি—কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

৬.৩.৫ পাপিষ্ঠ—সম্বোধন পদ, শূন্য বিভক্তি।

৬.৩.৮ কেহ—কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি।

৬.৩.১০ পেট—কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

৬.৪.৫ ওই রূপমাধুরী এবং প্রীতিচাতুরীর তিলার্ধও ভুলিতে পারি না।

৬.৪.৬ আজিকার আহবে লঙ্কার কলঙ্ক ভঞ্জন করিব।

৬.৪.৯ সেজন্য তাঁরা ঢেউয়ের দুলুনি-কাঁপুনি বড়ো জানতে পারলেন না।

৬.৪.১০ গৌরবির শুষ্ক বক্ষে যেন কীসের ঢেউ লাগিল।

৭.১ [এখানে একটি প্রশ্নপুঞ্জের মধ্যে একাধিক ছোটো প্রশ্ন আছে; প্রত্যেক ছোটো প্রশ্নের উত্তর আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ লিখতে হবে; যেমন :]

৭.১.১ কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের একটি নিরাকার ব্যবস্থা (system)র নাম ভাষা।

উপভাষা নিরাকার ভাষার প্রত্যক্ষ ব্যাবহারিক রূপ।

বাংলা উপভাষা প্রাথমিকভাবে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত।

কথ্য ও লেখ্য।

৭.১.২ 'স্বরভক্তি' শব্দটির অর্থ স্বরের দ্বারা ভাগ।

বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিপরিবর্তনের প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

স্বরভক্তির দুটি উদাহরণ—রতন, গেলাস। 'রতন' শব্দটির মূলে আছে 'রত্ন' শব্দ এবং ' গেলাস' শব্দের মূলে আছে 'গ্লাস' শব্দ। 'রত্ন' শব্দে যে যুক্ত ব্যঞ্জন 'ত্ন' (= ত্ + ন্) আছে তাদের 'অ' স্বরধ্বনি দিয়ে ভাগ করার ফলে (রত্ + অ + ন) রতন' শব্দটি তৈরি হয়েছে; অন্যদিকে 'গ্লাস' (glass) শব্দে যে যুক্ত ব্যঞ্জন 'গ্ল' (= গ্ + ল্) আছে তাদের 'এ' স্বরধ্বনি দিয়ে ভাগ করার ফলে (= গ্ + এ + ল্) ' গেলাস' শব্দটি তৈরি হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই মূল শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্বরধ্বনি দিয়ে ভাগ করার ফলে। তাই 'রতন' ও 'গেলাস' স্বরভক্তির উদাহরণ।

৭.১.৩ 'প্রত্যয়' শব্দের একটি অর্থ প্রতীতি বা বোধ;

ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যে চিহ্ন লাগালে নতুন শব্দের প্রতীতি হয় ব্যাকরণে তাকে প্রত্যয় বলে।

প্রয়োগ অনুসারে প্রত্যয় দু-রকম—কৃৎ ও তদ্ধিত।

কয়েকটি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ ঃ (ক) দর্শন, সহিষ্ণু, চলন্ত, গাইয়ে (খ) জলীয়, লৌকিক, বোকামি, মামলাবাজ। শব্দগুলি এই ভাবে তৈরি হয়েছে :

(ক) দর্শন = দৃশ্ + অন

সহিষ্ণু = সহ্ + ইষ্ণু

চলন্ত = চল্ + অন্ত

গাইয়ে = গা + ইয়ে

(খ) জলীয় = জল + ঈয়

লৌকিক = লোক + ইক

বোকামি = বোকা + আমি

মামলাবাজ = মামলা + বাজ

(ক) গুচ্ছের শবগুলির ক্ষেত্রে (✔) ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, এগুলির প্রত্যয় তাই কৃৎপ্রত্যয়। আর (খ) গুচ্ছের শব্দগুলির ক্ষেত্রে শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, এগুলির প্রত্যয় তাই তদ্ধিত প্রত্যয়।

৭.১.৪ ভাষায় ধাতু বা শব্দের আগে বসে উপসর্গ শব্দের অর্থ বদলে দেয় কিংবা শব্দের অর্থকে বিশেষ দিকে চালিত করে। যেমন :

গমন = যাওয়া—আগমন (= আসা) ('আ' উপসর্গ দিয়ে এখানে যাওয়ার উলটো অর্থ বোঝানো হয়েছে), অনুগমন = পেছন পেছন আসা (এখানে 'অনু' উপসর্গ দিয়ে আসা-ব্যাপারটার বিশেষ ভঙ্গি বোঝানো হয়েছে)।

উপসর্গ ও প্রত্যয়ের তুলনা :

(১) উপসর্গ ধাতু ও শব্দের আগে বসে, প্রত্যয় বসে ধাতু ও শব্দের পরে :
উপ (উপসর্গ) + হৃ + অ (প্রত্যয়) = উপহার

(২) উপসর্গ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের সঙ্গে বসে, কিন্তু প্রত্যয় শুধু বিশেষণ ও বিশেষ্যপদের সঙ্গে বসে। ধাতুর সঙ্গে বসলেও প্রত্যয় ক্রিয়াপদের সঙ্গে বসে না।

(৩) উপসর্গ মূলত ধাতু বা শব্দের অর্থ বদলে দেয়, কিন্তু প্রত্যয় মূলত শব্দের পদান্তর ঘটায় ঃ গম্ + অন = গমন (বিশেষ্য), গম্ + ত = গত (বিশেষণ)

৭.১.৫ 'সমাস' শব্দের মূল অর্থ সংহতভাবে থাকা।

পরস্পর অর্থসম্পর্কযুক্ত একাধিক পদকে সংহত করার প্রক্রিয়াকেই ব্যাকরণে 'সমাস' বলা হয়। সমাসের সাহায্যে ভাষায় অল্প পরিসরে অনেক ভাব প্রকাশ করা যায়। এজন্য সমাসকে রবীন্দ্রনাথ ভাষার 'গৃহিণীপনা' বলেছেন।

'যে ট্রেনটি দিল্লি যাচ্ছিল সেটি দুর্ঘটনায় পড়েছে'—এর বদলে যদি বলা যায় 'দিল্লিগামী ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পড়েছে' তাহলে বাক্যের পরিসর ছোটো হয়ে আসে, অথচ অর্থ একই থাকে। এখানে 'দিল্লিগামী' পদটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ। অন্যদিকে 'ভাইকে ফোঁটা দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে তাতে বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়'—এর বদলে 'ভাইফোঁটায় বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়' বললে একই অর্থ প্রকাশ পায়, কিন্তু বাক্যের গঠন সংহত হয়ে আসে। এখানে 'ভাইফোঁটা শব্দটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটি সমাসের মাধ্যমে ভাষার 'গৃহিণীপনা' অর্থাৎ অল্পপরিসরে বেশি ভাব গুছিয়ে বলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

৭.১.৬ নামধাতু বিষা (বিষ + আ) 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু'।

নীরব নীরবিলা রক্ষোরাজ

ধ্বন্যাত্মক ধাতু হনহনা (হনহন + আ) 'আসছে কারা হনহনিয়ে'

ভনভনা (ভনভন + আ) 'উড়ছে কতক ভনভনিয়ে

উপরে নামধাতুর যে দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেখানে বিশেষ্য পদ (বিষ) ও বিশেষণ পদের (নীরব) সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে ধাতু তৈরি করা হয়েছে এবং ক্রিয়াপদ গঠনের সময় এই দুটি ধাতুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করা হয়েছে। উপরের ধ্বন্যাত্মক ধাতুর দুটি উদাহরণ ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'হনহন' ও 'ভনভন' -এর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে ধাতু তৈরি করে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াবিভক্তি সাহায্যে ক্রিয়াপদ তৈরি করা হয়েছে।

গঠনের দিক থেকে নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ধাতু উভয়েই সাধিত ধাতু অর্থাৎ এদের বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মূলেই অন্য একটি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়ের পার্থক্য হচ্ছে নামধাতুতে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদকে ধাতু হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর ধ্বন্যাত্মক শব্দকে ধাতু হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৭.১.৭ সরল বাক্যের উদাহরণ :

(১) সে নবম শ্রেণিতে পড়ে।

(২) নরেনবাবুর মেয়ে সুনন্দা আর করিম সাহেবের মেয়ে শবনম এক ক্লাসে পড়ে।

জটিল বাক্যের উদাহরণ :

(১) যখন বৃষ্টি হয় তখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়।

(২) তুমি যদি যাও তবে আমি যাব।

এখানে সরল বাক্যের ১ নং উদাহরণে একটি উদ্দেশ্য ('সে') ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া ('পড়ে') আছে। অন্যদিকে ২ নং উদাহরণে উদ্দেশ্যপদ দুটি ('সুনন্দা' ও 'শবনম') হলেও দুইয়ের মিলে উদ্দেশ্য একটি এবং সমাপিকা ক্রিয়া ('পড়ে') একটি। এখানে দুটি বাক্যেই একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকায় বাক্যের উদ্দেশ্য অংশের সঙ্গে বিধেয় অংশের সরাসরি যোগ ঘটেছে এবং তার ফলে বাক্যের ভাবও সরাসরি (সৃ + অল = সরল) বা সোজাসুজি প্রকাশ পেয়েছে। যা সোজাসুজি তাকেই বলে সরল। এজন্য এই ধরনের বাক্যকে বলে সরল বাক্য।

অন্যদিকে জটিল বাক্যের দুটি উদাহরণেই গোটা বাক্যের মধ্যে দুটি করে পরস্পরনির্ভরশীল

অংশ আছে—একটি অংশ 'আকাঙ্ক্ষা'-যুক্ত আর একটি অংশ সেই 'আকাঙ্ক্ষা'-র পূরক। প্রথমটি অপ্রধান বাক্যাংশ, আর দ্বিতীয়টি প্রধান খণ্ডবাক্য। সেই অনুসারে—

(১) যখন বৃষ্টি হয়—আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যাংশ; তখন আবহাওয়া ঠান্ডা হয়—আকাঙ্ক্ষাপূরণকারী খণ্ড বাক্য।

(২) তুমি যদি যাও—আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যাংশ; তবে আমি যাব—আকাঙ্ক্ষাপূরণকারী খণ্ড বাক্য।

৭.১.৮ সাপেক্ষ শব্দজোড়ের উদাহরণ :

(১) পাছে গোলমাল হয় তাই এত সতর্কতা।

(২) কী ধনী কী গরিব সবার জন্যই তাঁর দরজা খোলা

(১) নং উদাহরণটিকে 'গোলমালের ভয়ে এত সতর্কতা'—এভাবেও লেখা যায়, কিন্তু তাতে শুধু একটা তথ্যের নির্দেশ পাওয়া যায়, ভাবের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। এর বদলে সাপেক্ষ জোড় দিয়ে বিস্তারধর্মী দুটি বাক্যকে যে একত্র করা হয়েছে তাতে বাক্যের দুই অংশের মধ্যে একটা ভারসাম্য এসেছে এবং বাক্যের অন্বয়েও বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। তেমনি (২) নং বাক্যটিকে বদলে ' ধনী-গরিব সবার জন্যই তাঁর দরজা খোলা'—এভাবে লিখলে অর্থ বদলায় না বটে কিন্তু ভাবপ্রকাশে কোনো বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু 'কী......কী'—এই সাপেক্ষ শব্দজোড় ব্যবহার করায় (২)নং উদাহরণে একটা পরস্পর-বিরোধী বিকল্পের ভাব ফুটে উঠেছে এবং তার ফলে বাক্যের প্রকাশভঙ্গিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

সাপেক্ষ অব্যয়ের উদাহরণ

(১) তুমি <u>যে</u> বললে আজ বেড়াতে যাবে?

(২) আমি বলি <u>কী</u>, এখন বাড়ি যাও।

এখানে 'যে' 'কী' — সাপেক্ষ অব্যয়দুটি বাক্যের দুই অংশের মধ্যে অপেক্ষার সম্পর্ক তৈরি করেছে। কিন্তু সাপেক্ষ অব্যয় সংখ্যায় একটি আর সাপেক্ষ শব্দজোড় সংখ্যায় দুটি। তাছাড়া সাপেক্ষ শব্দজোড়ের প্রথম শব্দটির অল্প স্বল্প পরিবর্তন করে বাক্যের অন্বয়ে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়; যেমন :

(১) যদি তুমি যাও তবে আমি যাব।

(২) যদি-বা তুমি যাও, আমি কিছুতেই যাব না।

(৩) যদিও-বা যাই বেশিক্ষণ থাকব না।